লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ্

প্রকাশনার ১০১ বছর

ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে
Love for All
Hatred for None

পাক্ষিক আহ্‌মদী

The Fortnightly Ahmadi
Since 1922

নবপর্যায় ৮৬ বর্ষ | ১৪তম সংখ্যা

রেজি. নং: ডি. এ.-১২ | ১৭ মাঘ ১৪৩০ বঙ্গাব্দ | ১৮ রজব ১৪৪৫ হিজরি | ৩১ সুলাহ্ ১৪০৩ হি. শা. | ৩১ জানুয়ারি ২০২৪ ঈসাব্দ

"আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি"

আল-কুরআন

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মবিশ্বাস

নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) বলেন,

হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী
ইমাম মাহদী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)
[জন্ম: ১২৫০ হি. ১৮৩৫ খ্রি.-মৃত্যু: ১৩২৬ হি. ১৯০৮ খ্রি.]

"আমরা মুসলমান। এক-অদ্বিতীয় খোদা তা'লার প্রতি ঈমান রাখি এবং **'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রসূলুল্লাহ্'** কলেমায় আমরা বিশ্বাসী। আমরা কুরআনকে খোদার কিতাব এবং তাঁর রসূল খাতামুল আম্বিয়া হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলায়হে ওয়া সাল্লামকে মানি। আমরা ফেরেশতা, কেয়ামত অর্থাৎ পুনরুত্থান দিবস, জান্নাত ও জাহান্নামে বিশ্বাসী। আমরা নামায পড়ি ও রোযা রাখি এবং কিবলামুখী হই। যা কিছু আল্লাহ্ ও রসূল (সা.) **'হারাম'** তথা নিষিদ্ধ আখ্যা দিয়েছেন সেগুলোকে হারাম জ্ঞান করি এবং যা কিছু **'হালাল'** তথা বৈধ করেছেন সেগুলোকে হালাল আখ্যা দেই। আমরা শরীয়তে কোন কিছু সংযোজনও করি না, বিয়োজনও করি না এবং এক বিন্দু পরিমাণও কম-বেশি করি না। যা কিছু রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর মাধ্যমে আমরা পেয়েছি– আমরা এর হিকমত বুঝি বা না বুঝি কিংবা এর অন্তর্নিহিত তত্ত্ব নাইবা উদ্ধার করতে পারি– আমরা তা গ্রহণ করি। আমরা আল্লাহ্‌র ফযলে বিশ্বাসী, একত্ববাদী মুসলমান।" *('নূরুল হক', প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫)*

সম্পাদকীয়

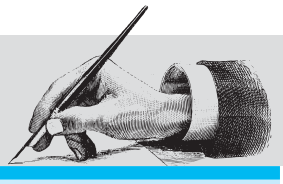

মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'ত পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় হবে

ধৈর্যের উপদেশ দিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন: "আমাদের জামা'তের সদস্যদের জন্যও সেরূপ বিপদাবলি রয়েছে যেমনটি মহানবী (সা.)-এর যুগে মুসলমানদের সম্মুখীন হতে হয়েছিল। যেমন যখন কোন ব্যক্তি এই জামা'তে প্রবেশ করে তখন নতুন ও সর্বপ্রথম সমস্যা যা দেখা দেয় তা হল, সাথে সাথেই (তার) বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন ও পরিবার-পরিজন পৃথক হয়ে যায়। এমনকি কখনও কখনও পিতামাতা ও ভাইবোনেরাও তার শত্রু হয়ে যায়। আসসালামু আলাইকুম বলাও পছন্দ করে না এবং জানাযা পড়তে চায় না। এরূপ বহু সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। আমি জানি, কতিপয় দুর্বল প্রকৃতির ব্যক্তিও থাকে এবং এরূপ বিপদে তারা বিচলিত হয়ে পড়ে, কিন্তু স্মরণ রেখো! এরূপ বিপদাপদ আসাও আবশ্যক। তোমরা নবী-রসূলদের চেয়ে বেশি সম্মানিত নও। তাদের ওপরও এরূপ বিপদাপদ এসেছে আর তা এজন্য আসে যেন খোদা তা'লার প্রতি ঈমান মজবুত হয়। আর যেন পবিত্র পরিবর্তন সাধনের সুযোগ লাভ হয়। অবিরত দোয়া করতে থাকো। অতএব এটি আবশ্যকীয় যেন তোমরা নবী ও রসূলদের অনুসরণ করো এবং ধৈর্যের পথ অবলম্বন করো। তোমাদের কোন ক্ষতি হবে না। সত্য গ্রহণের কারণে যে বন্ধু তোমাকে পরিত্যাগ করে সে প্রকৃত বন্ধু নয়, নতুবা তার উচিত ছিল তোমার সাথে থাকা। যারা কেবল এ কারণে তোমাদের পরিত্যাগ করে ও তোমাদের কাছ থেকে পৃথক হয় যে, তোমরা খোদা তা'লা কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হয়েছ, সেক্ষেত্রে তোমাদের উচিত তাদের সাথে দাঙ্গাফাসাদ না করা, বরং তাদের জন্য নিভৃতে দোয়া করা। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও যেন সেই অন্তর্দৃষ্টি ও তত্ত্বজ্ঞান দান করেন যা তিনি নিজ অনুগ্রহে তোমাদের দান করেছেন। তোমরা নিজ পবিত্র আদর্শ ও উত্তম আচার-আচরণ প্রদর্শনের মাধ্যমে প্রমাণ করে দেখাও যে, তোমরা উত্তম পথ অবলম্বন করেছ। দেখো! আমি তোমাদের বার বার এই পথনির্দেশনা প্রদানের উদ্দেশ্যেই প্রত্যাদিষ্ট হয়েছি যে, সকল প্রকার বিশৃঙ্খলা ও হাঙ্গামার স্থান এড়িয়ে চলো এবং গালি শ্রবণ করেও ধৈর্যধারণ করো, মন্দের জবাব পুণ্যের মাধ্যমে দাও। আর কেউ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চাইলে এমন স্থান থেকে তোমাদের সরে যাওয়াই উত্তম এবং নম্রতার সাথে উত্তর দাও। বহুবার এমন হয়েছে যে, এক ব্যক্তি একান্ত উত্তেজিত হয়ে বিরোধিতা করে আর বিরোধিতায় সেই পথ অবলম্বন করে যা নৈরাজ্যের পথ। যার ফলে শ্রোতাদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়, কিন্তু বিপরীত দিক থেকে যখন নম্র উত্তর আসে এবং গালির প্রত্যুত্তর দেওয়া না হয় তখন তারা নিজেরাই লজ্জিত হয়। আর তারা নিজেদের কার্যকলাপে অনুতপ্ত ও লজ্জিত হয়। আমি সত্য সত্যই বলছি, ধৈর্যকে হাতছাড়া কোরো না। ধৈর্য এমন এক অস্ত্র যে, কামান দিয়ে যে কাজ সমাধা হয় না তা-ও ধৈর্যের দ্বারা সম্ভব। ধৈর্যই (মানুষের) হৃদয় জয় করে। নিশ্চিতভাবে (একথা) মনে রাখবে যে, আমি যখন শুনি, অমুক ব্যক্তি এই জামা'তভুক্ত হয়েও কারও সাথে ঝগড়া করেছে তখন আমার খুব কষ্ট হয়। এই পন্থাটি আমি মোটেই পছন্দ করি না আর মহান আল্লাহ্‌ও চান না যে, যে জামা'ত পৃথিবীতে আদর্শস্থানীয় হবে তারা এমন একটি পথ অবলম্বন করবে যা তাকওয়ার পথ নয়, বরং আমি তোমাদের বলছি, আল্লাহ্ তা'লা এ বিষয়কে এতটা গুরুত্ব দেন যে, কেউ যদি এই জামা'তের সদস্য হওয়া সত্ত্বেও ধৈর্য ও সহিষ্ণুতা অবলম্বন না করে তাহলে তার মনে রাখা উচিত, সে এই জামা'তভুক্ত নয়। রাগ হবার সবচেয়ে বড়ো কারণ এটি হতে পারে যে, আমাকে নোংরা গালি দেওয়া হয়। আমাকে আজে-বাজে ও নোংরা গালমন্দ করলে তোমাদের রাগ হয়। অতএব এ বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপরই ছেড়ে দাও। তোমরা এর সিদ্ধান্ত নিতে পারবে না। আমার বিষয়টি আল্লাহ্‌র ওপর ছেড়ে দাও। এসব গালমন্দ শুনার পরও তোমরা ধৈর্য ও সহনশীলতা অবলম্বন করো। তোমরা জানো না যে, এসব লোকের কাছ থেকে আমি কত গালি শুনি! প্রায়ই এমনটি ঘটে যে, অশ্রাব্য গালাগালিতে ভরা চিঠিপত্র আসে, গালিপূর্ণ পোস্টকার্ড প্রেরণ করা হয়। বেয়ারিং চিঠিপত্র আসে যেগুলোর মাশুলও দিতে হয়। তারপর পড়তে গেলে তাতে থাকে গালমন্দের স্তূপ। এমনসব অশ্রাব্য গালি থাকে যে, আমি নিশ্চিতভাবে জানি, কোন নবীকেও এ ধরনের গালি দেওয়া হয় নি আর আমার মনে হয় না যে, আবু জাহলের মাঝেও এ ধরনের গালমন্দ করার উপাদান ছিল। তবুও এসব কিছু শুনতে হয়। আমি যেহেতু ধৈর্যধারণ করি তাই তোমাদেরও ধৈর্য ধরা উচিত। বৃক্ষের চেয়ে শাখার গুরুত্ব বেশি নয়। তারা আর কতদিন গালাগালি করবে। তোমরা দেখবে অবশেষে তারাই ক্লান্ত হয়ে যাবে। তাদের গালমন্দ, তাদের দুষ্কর্ম এবং ষড়যন্ত্র আমাকে মোটেই ক্লান্ত করতে পারবে না। আমি যদি আল্লাহ্ তা'লার পক্ষ থেকে না হতাম তাহলে অবশ্যই আমি তাদের গালাগালিতে ভয় পেতাম। কিন্তু আমি নিশ্চিতভাবে জানি, খোদা আমাকে প্রত্যাদিষ্ট করেছেন। তাই এসব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে আমি কেন মাথা ঘামাবো? এটি কখনও হতে পারে না। তোমরা নিজেরাই ভেবে দেখো! তাদের গালাগালিতে কার ক্ষতি হয়েছে, তাদের, নাকি আমার? তাদের দল ছোট হয়েছে আর আমার জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে। জামা'ত যে বড় হচ্ছে, তাদের মধ্যে থেকেই লোকেরা আসছে। এসব গালাগালি যদি কোন বাধা সৃষ্টি করতে পারে তাহলে দুই লাখের অধিক লোকের জামা'ত কীভাবে সৃষ্টি হল? এরা তো তাদের মধ্য থেকেই এসেছে; নাকি অন্য কোন স্থান থেকে এসেছে? তারা আমার ওপর কুফরি ফতোয়া দিয়েছে, কিন্তু সেই কুফরি ফতোয়ার কী প্রভাব পড়েছে? জামা'ত বৃদ্ধি পেয়েছে। এই জামা'ত যদি (মানবীয়) পরিকল্পনার অধীনে চালানো হতো তবে অবশ্যই এই ফতোয়ার প্রভাব পড়ত এবং আমার পথে সেই কুফরি ফতোয়া অনেক বড় প্রতিবন্ধক হতো কিন্তু যে বিষয় খোদা তা'লার পক্ষ থেকে হয়ে থাকে সেটিকে পদদলিত করার সাধ্য মানুষের নেই।

(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ২০৩-২০৬)

সূচিপত্র

৩১ জানুয়ারি ২০২৪

কুরআন শরীফ	৩
হাদীস শরীফ	৪
অমৃতবাণী	৫
১৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** বিষয়: ***কলেমা হল তৌহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি***	৬
২১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর **জুমুআর খুতবা** বিষয়: ***খোদা তা'লার ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন***	১৬
সীরাতুল মাহদী (আ.) *[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]* ***প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)*** ভাষান্তর: মাওলানা জুবায়ের আহমদ	২৪
মৌলিক মাসলা-মাসায়েল ও এর উত্তর	২৫
প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত	২৯
গায়ের আহ্‌মদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী	৩০
বিবাহ সংবাদ	৩১
বাংলাদেশের শততম জলসা সালানা পালনের জন্য দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচি	৩২

প্রচ্ছদ পরিচিতি:

সূরা আয-যারিয়াত: ৫৭

পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'** নিয়মিত পড়ুন এবং গ্রাহক হোন। পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকুন না কেন পাক্ষিক **'আহ্‌মদী'**র সাথেই থাকুন। ইন্টারনেটের মাধ্যমে **'আহ্‌মদী'** পত্রিকা পড়তে Log in করুন **www.theahmadi.org** পাক্ষিক 'আহ্‌মদী'র নতুন ই-মেইল আইডি– **pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com**

Study **MBBS** in **Uzbekistan**, public university, medium of study: **English (without IELTS)**. Per year tution fees starts from **5000 USD** only. **Visa confirmation 100%**. For more information **0132-678-43-43**

কুরআন শরীফ

নামাযের গুরুত্ব এবং যথার্থতা

وَالَّذِيْنَ هُمْ عَلٰى صَلَوٰتِهِمْ يُحَافِظُوْنَ *(সূরা আল মু'মিনুন: ১০)*

অনুবাদঃ এবং যারা অধ্যবসায়ের সাথে নিজেদের নামাযের তত্ত্বাবধান করে।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, মানব সৃষ্টির প্রকৃত উদ্দেশ্য হল, সে যেন নামাযের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ (আয-যারিয়াত: ৫৭) অর্থাৎ আর আমি জিন ও ইনসানকে কেবল আমার ইবাদতের উদ্দেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। মোটকথা, স্মরণ রাখা উচিত, নামায হল, সেই জিনিস যার মাধ্যমে সকল সমস্যার সমাধান হয় এবং সকল বিপদাপদ দূরীভূত হয়। কিন্তু নামায বলতে সেই নামাযকে বুঝায় না যা সাধারণত লোকেরা প্রথাগতভাবে আদায় করে থাকে বরং নামায বলতে সেই নামাযকেই বুঝায় যার মাধ্যমে মানুষের হৃদয় কোমল হয় এবং ঐশী দরবারে বিনত হয়ে এমনভাবে মোহিত হয় যে, অন্তর বিগলিত হয়ে যায়। তারপর এটিও স্মরণ রাখতে হবে, নামাযের সুরক্ষা এ কারণে করা হয় না যে, খোদা তালার তা প্রয়োজন রয়েছে। আমাদের নামাযের খোদা তা'লার কোন প্রয়োজন নেই। তিনি তো 'গানিউন আনিল আলামীন'। তিনি কারও মুখাপেক্ষী নন। বরং এর অর্থ হল, নামায মানুষের প্রয়োজন। এটি একটি নিগূঢ় বিষয় যে, মানুষ সর্বদা নিজের হিতাকাঙ্ক্ষী হয়ে থাকে আর এজন্য সে খোদা তা'লার কাছে সাহায্য যাচনা করে থাকে। কেননা একথা সত্য, খোদা তা'লার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হলেই প্রকৃত কল্যাণ অর্জিত হয়। সমস্ত পৃথিবী যদি এমন ব্যক্তির শত্রু হয়ে যায় এবং তাকে বিনাশ করতে উঠেপড়ে লাগে তবুও তার কোনই ক্ষতি করতে পারে না। খোদা তা'লা এমন ব্যক্তির জন্য লক্ষ কোটি মানুষকে ধ্বংস করতে হলেও ধ্বংস করেন, সেই একজনের পরিবর্তে লক্ষ জনকে নাশ করেন। স্মরণ রেখ! নামায এমন এক জিনিস যার মাধ্যমে পার্থিব জগৎও মনোরম হয় এবং আধ্যাত্মিক জগৎও। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যে নামায পড়ে সেই নামায তাদের ওপর অভিসম্পাত করে। যেমন, আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ ۙ الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ ۙ (আল-মাউন: ৫-৬) অর্থাৎ অভিসম্পাত সে সকল নামাযীদের জন্য যারা নামাযের অন্তর্নিহিত মর্ম সম্পর্কে উদাসীন। নামায এমন এক জিনিস যা আদায় করলে মানুষকে সকল প্রকার মন্দ কর্ম এবং অশ্লীলতা থেকে রক্ষা করা হয়। কিন্তু যেভাবে আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি, এমনভাবে নামায আদায় করা মানুষের স্বীয় ক্ষমতার বাইরে এবং এই পন্থা খোদা তা'লা সাহায্য-সহযোগিতা ছাড়া অর্জিত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত মানুষ দোয়ায় নিমগ্ন না হবে, নামাযে এমন বিনয়-নম্রতা ও আকুতি-মিনতি সৃষ্টি হতে পারে না। অতএব এজন্য উচিত তোমাদের দিন এবং তোমাদের রাত অর্থাৎ কোন মুহূর্ত যেন দোয়া ছাড়া অতিবাহিত না হয়। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৫৫-৫৬)*

হাদীস শরীফ

ধৈর্যধারণের মাঝে অফুরন্ত কল্যাণ নিহিত

عَنْ صُهَيْبٍ، قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "عَجَبًا لأَمْرِ الْمُؤْمِنِ إِنَّ أَمْرَهُ كُلَّهُ خَيْرٌ وَلَيْسَ ذَاكَ لأَحَدٍ إِلاَّ لِلْمُؤْمِنِ إِنْ أَصَابَتْهُ سَرَّاءُ شَكَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ وَإِنْ أَصَابَتْهُ ضَرَّاءُ صَبَرَ فَكَانَ خَيْرًا لَهُ"

(সহীহ মুসলিম, হাদীস নং ৭২২৯ ই.ফা.)

হযরত সুহায়ব (রা.) বর্ণনা করেন, মহানবী (সা.) বলেন, মু'মিনের অবস্থা বিস্ময়কর। সকল কাজই তার জন্য কল্যাণকর। মু'মিন ছাড়া অন্য কেউ এ বৈশিষ্ট্য লাভ করতে পারে না। তারা সুখশান্তি লাভ করলে (আল্লাহ্‌র প্রতি) কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করে আর অস্বচ্ছলতা বা দুঃখকষ্টে নিপতিত হলে ধৈর্যধারণ করে আর এটিই তাদের জন্য কল্যাণকর।

সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা: হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলেন, হে যারা ঈমান এনেছ, ধৈর্য এবং নামাযের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সাহায্য যাচনা করো, নিশ্চয় আল্লাহ্ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। *(সূরা আল বাকারা: ১৫৪)*

এ বিষয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, তের বছর খুব সামান্য সময় নয়। এই সময়ের ভিতর মহানবী (সা.) যত দুঃখকষ্ট সহ্য করেছেন তা বর্ণনা করা সাধ্যাতীত। জাতির পক্ষ থেকে কষ্ট আর দুঃখ দেওয়ার ক্ষেত্রে, যাতনা দেওয়ার ক্ষেত্রে কোন ত্রুটি করা হতো না। অপর দিকে আল্লাহ্‌র পক্ষ থেকে ধৈর্য এবং অবিচলতার নির্দেশ আসতো। একদিকে জাতি উপর্যুপরি যাতনা দিয়ে চলেছে, অপর দিকে খোদার নির্দেশ হল, ধৈর্যধারণ করো, অবিচল থাকো। আর বারবার এ নির্দেশ দেওয়া হতো, যেভাবে পূর্ববর্তী নবীরা ধৈর্য ধরেছেন, তুমিও সেভাবেই ধৈর্য ধরো। মহানবী (সা.) পরম ধৈর্যের সাথে এসব দুঃখযাতনা সহ্য করতেন কিন্তু তবলীগের দায়িত্ব পালনের ক্ষেত্রে কোনরূপ অলসতা করতেন না বরং সর্বদা অগ্রপদচারণা অব্যাহত রাখতেন। আসল কথা হল, মহানবী (সা.)-এর ধৈর্যের সাথে পূর্ববর্তী নবীদের তুলনা চলে না, কেননা পূর্ববর্তী নবীরা এসেছিলেন নির্দিষ্ট জাতির জন্য। তাই তাদের কষ্ট আর তাদের দুঃখ আর তাদের মর্মযাতনাও সেই অনুপাতে সীমাবদ্ধ ছিল, পক্ষান্তরে মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ছিল অতীব উচ্চপর্যায়ের। *(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-১৯৯)*

অমৃতবাণী

ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা প্রদর্শনকারী মহানবী (সা.)

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "হযরত মূসা (আ.)-এর জাতি বনী ইসরাঈল তাকে তাৎক্ষণিকভাবে মেনে নিয়েছিল। এজন্য জাতির পক্ষ তাকে কোন দুঃখকষ্ট বা বাধাবিপত্তির সম্মুখীন হতে হয় নি। পক্ষান্তরে মহানবী (সা.) তাঁর নিজের জাতির পক্ষ থেকেও সমস্যা ও প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হয়েছেন। এহেন পরিস্থিতিতে মহানবী (সা.)-এর সফলতাগুলো কত উচ্চ পর্যায়ের বলে প্রমাণিত হয়েছে, যা তাঁর উৎকর্ষ ও শ্রেষ্ঠত্বের সবচেয়ে বড় প্রমাণ। মহানবী (সা.) যখন আল্লাহ্‌র অনুমতি ও নির্দেশে তবলীগের কাজ শুরু করেন তখন শুরুতেই জাতির লোকদের প্রত্যাখ্যানের সম্মুখীন হন। লেখা আছে যে, মহানবী (সা.) যখন কুরাইশদের আমন্ত্রণ জানান এবং তাদের সবাইকে ডেকে বলেন, আমি তোমাদের একটি কথা জিজ্ঞেস করছি, তোমরা এর উত্তর দাও। অর্থাৎ আমি যদি তোমাদের বলি, এই পাহাড়ের পেছনে একটি বিশাল বাহিনী অবস্থান নিয়েছে এবং সুযোগ পেলেই তোমাদের হত্যা করার জন্য ওৎ পেতে বসে আছে; তোমরা তা বিশ্বাস করবে? সবাই সর্বসম্মতিক্রমে বলে, অবশ্যই আমরা এটি মেনে নেব, কেননা আপনি সত্যবাদী এবং বিশ্বস্ত। তারা যখন এই স্বীকারোক্তি দিয়ে দেয় তখন মহানবী (সা.) বলেন, দেখো! আমি সত্য বলছি, আমি মহান আল্লাহ্‌র রসূল এবং আসন্ন শাস্তি সম্পর্কে তোমাদের সতর্ক করছি। এই কথাটুকু বলতেই তারা সবাই ক্রুদ্ধ হয়ে যায় এবং এক দুষ্ট বলে উঠে, তুমি ধ্বংস হও। পরিতাপ! যে বিষয়টি তাদের পরিত্রাণ ও কল্যাণের জন্য ছিল সেটিকেই অপরিণামদর্শী এ জাতি মন্দ মনে করে আর বিরোধিতায় প্রবৃত্ত হয়। এখন এর বিপরীতে মূসার জাতিকে দেখো। বনী ইসরাঈলীরা কঠোর হৃদয়ের মানুষ হওয়া সত্ত্বেও হযরত মূসা (আ.)-এর তবলীগ করতেই তারা তাকে মেনে নেয়। কিন্তু অপরদিকে (একই) জাতি মূসা (আ.)-এর চেয়েও উত্তম সত্তাকে মানতে পারে নি বরং বিরোধিতা করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যায়। প্রতিদিনই হত্যার পরিকল্পনা করা হতে থাকে আর এ সময়টা এত দীর্ঘ হয়ে যায় যে, ১৩ বছর পর্যন্ত এভাবেই চলতে থাকে। ১৩ বছর কম সময় নয়। এ সময়ে মহানবী (সা.) যে পরিমাণ কষ্ট ভোগ করেন তা বর্ণনা করা সহজ নয়। দুঃখকষ্ট দেয়ার ক্ষেত্রে জাতির পক্ষ থেকে কোন ত্রুটি করা হয় নি, অপরদিকে আল্লাহ্ তা'লা ধৈর্যধারণ ও অবিচলতা প্রদর্শনের নির্দেশ দিতেন। আর বারবার নির্দেশ দেয়া হচ্ছিল যে, পূর্ববর্তী নবীরা যেভাবে ধৈর্যধারণ করেছেন তদ্রূপ তুমিও ধৈর্যধারণ কর। মহানবী (সা.) ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা হয়ে এসব কষ্ট সহ্য করেন এবং তবলীগের ক্ষেত্রে শৈথিল্য প্রদর্শন করেন নি বরং সামনের দিকে এগিয়ে গেছেন। আর বাস্তবতা হল, মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য পূর্ববর্তী নবীদের ন্যায় ছিল না, কারণ তারা তো নির্দিষ্ট জাতির প্রতি আবির্ভূত হয়েছিলেন, তাই তাদের দুঃখকষ্টও ততটাই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু এর বিপরীতে মহানবী (সা.)-এর ধৈর্য ছিল অনেক বেশি। কেননা সর্বপ্রথম তাঁর স্বজাতিই তাঁর বিরোধী হয়ে গিয়েছিল এবং কষ্ট দিতে উঠেপড়ে লেগেছিল, উপরন্তু খ্রিস্টানরাও শত্রু হয়ে যায়। তাদেরকে যখন বলা হয় যে, হযরত ঈসা (আ.) কেবল আল্লাহ্‌র একজন বান্দা ও রসূল ছিলেন তখন তারা ক্ষুব্ধ হয়ে উঠে, কারণ তারা তো তাকে খোদা বানিয়ে রেখেছিল। কিন্তু মহানবী (সা.) এসে প্রকৃত সত্য প্রকাশ করেন। এটি নিয়মের কথা যে, মানুষ যাকে খোদা বানিয়ে নেয় এবং নিজেদের উপাস্য জ্ঞান করে তাকে পরিত্যাগ করা এত সহজ বিষয় নয়, বরং তাকে পরিত্যাগ করা খুবই কঠিন হয়ে যায়। খ্রিস্টানদের এই বিশ্বাস বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল। তাই তারা যখন শুনে যে, মহানবী (সা.) তাদের কৃত্রিম খোদাকে মানুষ বানিয়ে দিয়েছেন তখন তারা তাঁর (সা.) প্রাণের শত্রু হয়ে যায়। একইভাবে ইহুদিদের মাঝেও শিরকের বহু মতবাদ সৃষ্টি হয়েছিল। এরপর ইহুদিদের উল্লেখ করা হয়েছে। তাদের মাঝে শিরকের মতবাদ সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল আর হযরত ঈসা (আ.)-কে তারা সম্পূর্ণরূপে অস্বীকার করত। তাদেরকে যখন সতর্ক করা হয় তখন তারাও বিরোধিতা করার জন্য উঠেপড়ে লাগে। ইহুদিরা তো হযরত ঈসা (আ.)-কে নাঊযুবিল্লাহ্ প্রতারক এবং মিথ্যাবাদী বলত। এর বিপরীতে মহানবী (সা.) তাদেরকে বলেন যে, তোমরা তাঁকে মিথ্যাবাদী বলে নিজেরাই মিথ্যাবাদী হয়েছ কেননা তিনি খোদার মনোনীত এক নবী। এছাড়া তাদের বিরোধিতার আরও একটি বড় কারণ হল তারা নিজেদের নির্বুদ্ধিতা ও স্বল্পজ্ঞানের কারণে এটি মনে করেছিল যে, খাতামুল আম্বিয়া বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন, কেননা তওরাতে আল্লাহ্ তা'লার রীতি অনুযায়ী শেষ নবী সম্পর্কে যে ভবিষ্যদ্বাণী রয়েছে তা এমন ভাষায় করা হয়েছে যার ফলে তাদের মনে এই সন্দেহ সৃষ্টি হয়েছিল। সেখানে লেখা আছে, তোমাদের ভাইদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি আসবেন। তারা এর অর্থ ধরে নিয়েছিল, তিনি বনী ইসরাঈলের মধ্য থেকে হবেন অথচ এর অর্থ ছিল বনী ইসমাঈল। অতএব তারা যখন মহানবী (সা.)-এর দাবি শুনে যে, তিনি হলেন খাতামুল আম্বিয়া তখন তাদের সকল আশায় গুড়ে বালি হয়ে যায়। আর তওরাতের সেই ভবিষ্যদ্বাণীর যে অর্থ তারা ধরে নিয়েছিল, প্রকৃতপক্ষে সেটিকে ভুল আখ্যায়িত করা হয়েছে। এর ফলে তাদের হৃদয়ে আগুন লেগে যায় এবং তারা বিরোধিতায় উঠেপড়ে লাগে।" *(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ১৯৮-২০০, ১৯৮৪ এডিশন)*

১৪ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

কলেমা হল তৌহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন:

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ হচ্ছে সেই কলেমা যা তৌহীদ বা একত্ববাদের ভিত্তি।

মহানবী (সা.) বলেছেন, নিশ্চয় আল্লাহ্ তা'লা সেই ব্যক্তির জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন যে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করেছে। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুস্ সালাত, বাবুল্ মাসাজিদে ফীল্ বুয়ূত... হাদীস নং: ৪২৫)*

অতএব, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের জন্য, তাঁর কৃপাদৃষ্টি যাচনা করে, তাঁর প্রতি সমর্পিত হয়ে, নিজের মনোযোগ সম্পূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার প্রতি নিবদ্ধ করে মানুষ যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ পাঠ করে তখন সে আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হয়।

আর যেমনটি মহানবী (সা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুন হারাম করে দিয়েছেন। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুর্ রিকাক, বাবুল্ আমালাল্লাযী ইয়াবতাগী বিহি ওয়াজহাল্লাহি, হাদীস নং: ৬৪২৩)*

একস্থানে তিনি (সা.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম করে দেবেন। আর এই শিক্ষা নিয়েই সকল নবী এসেছেন। মহানবী (সা.) একবার বলেছেন,

'আমি এবং আমার পূর্বের নবীরা সর্বোত্তম যে কলেমা বা বাক্যটি পড়েছেন তা হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ ' *(মুয়াত্তা ইমাম মালেক, কিতাবুস্ সালাত, বাবু মা জায়া ফীদ্ দোয়ায়ে, হাদীস নং: ৫০১, প্রথম খণ্ড, পৃ: ৫৩৬, করাচীর বুশরা প্রেস থেকে মুদ্রিত)*

অতএব, এটি হল, সকল নবীর শিক্ষা। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেসব নবীর জাতির লোকেরাই, যাদের এই শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল, (তারা) এই শিক্ষাকে সরাসরি কিংবা পরোক্ষভাবে ভুলে গিয়ে (একে) শির্ক-এর মাধ্যম বানিয়ে বসেছে। (অর্থাৎ,) মূল শিক্ষা ভুলে গিয়েছে। আমরা সৌভাগ্যবান, কেননা আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে মহানবী (সা.)-এর উম্মতের অন্তর্ভুক্ত করে সেই কামেল বা উৎকর্ষ শিক্ষা দিয়েছেন যা শির্ক-এর মূলোৎপাটন করেছে এবং তিনি (সা.) তৌহীদের সত্যিকার শিক্ষা প্রদানের মাধ্যমে আমাদের ইহ ও পরকালকে সুন্দর করার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

অতএব, এখন যে (ব্যক্তি) মহানবী (সা.)-এর প্রকৃত শিক্ষার ওপর আমল করবে এবং বিশুদ্ধচিত্তে খোদা তা'লার একত্ববাদের স্বীকারোক্তি প্রদান করবে সে-ই খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজির উত্তরাধিকারীও হবে আর মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ থেকেও অংশ লাভ করবে। এ সম্পর্কে একটি রেওয়ায়েতে এসেছে, মহানবী (সা.) বলেন, কেয়ামত দিবসে আমার শাফাআত লাভের দিক থেকে মানুষের মধ্যে সবচেয়ে সৌভাগ্যবান ব্যক্তি হবে সে, যে বিশুদ্ধচিত্তে কিংবা পবিত্র অন্তঃকরণে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র স্বীকারোক্তি প্রদান করবে। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ ইলম, বাবুল হিরসে আলাল্ হাদীস, হাদীস নং: ৯৯)*

অতএব, মহানবী (সা.)-এর শাফাআত বা সুপারিশ লাভের জন্য বিশুদ্ধচিত্তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র স্বীকারোক্তি প্রদান করতে হবে, যার মধ্যে জগতের কোন মিশ্রণ থাকবে না, সে-ই তাঁর শাফাআত লাভের অংশীদার হবে। মহানবী (সা.) হলেন সেই সর্বশেষ এবং কামেল নবী, যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা শাফাআত বা সুপারিশ করার অধিকার দিয়েছেন। আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ মোতাবেক তাঁর (সা.) প্রতি ঈমান আনয়নও আবশ্যক এবং তাঁর (সা.) এই পদমর্যাদা সম্পর্কে স্বয়ং মহানবী (সা.) এভাবে বলেছেন যে, এমন কোন ব্যক্তি নেই যে বিশুদ্ধচিত্তে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -র সাক্ষ্য দিবে অথচ আল্লাহ্ তা'লা তার জন্য আগুনকে হারাম করবেন না। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ ইলম, বাবু মান খাস্‌সা বিল্ ইলমে কওমান দূনা কওমিন, হাদীস নং: ১২৮)*

একস্থানে শুধুমাত্র لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ রয়েছে, অন্যত্র مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -ও যুক্ত রয়েছে। অতএব, এখন তৌহীদের স্বীকারোক্তি ও ঘোষণা মহানবী (সা.)-এর আল্লাহ্ তা'লার শেষ ও কামেল নবী হওয়ার স্বীকারোক্তি ব্যতিরেকে সম্ভব নয়। তিনিই (সেই রসূল) যিনি নিজের উম্মতের মাঝ থেকে সম্পূর্ণরূপে শির্ক-এর মূলোৎপাটনের ঘোষণা দিয়েছেন। আর আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) সেই ব্যক্তির প্রতি চরম অসন্তুষ্টির ঘোষণা দিয়েছেন, যে কোনভাবে সামান্যতম শির্ক-এরও বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু এতদসত্ত্বেও মুসলমানদের মাঝেও এমন মানুষ সৃষ্টি হয়েছে যারা এমন গোপন শির্ক-এ লিপ্ত যা করতে আল্লাহ্ তা'লা এবং তাঁর রসূল (সা.) কঠোরভাবে বারণ করেছেন।

আমরা আহমদীরা সৌভাগ্যবান যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যুগ-ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে মান্য করার সৌভাগ্য দিয়েছেন। যিনি ইসলামের বিধি-বিধানগুলো প্রাঞ্জলভাবে, সেগুলোর গভীরতা ও অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞার সাথে আমাদের অবহিত করেছেন। যেখানে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র গুঢ়তত্ত্ব সম্পর্কে {তিনি (আ.)} আমাদেরকে বলেছেন সেখানে مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ (সা.)-এর মাকাম বা পদমর্যাদার বিষয়েও আমাদেরকে অবহিত করেছেন।

এখন আমি এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর কতিপয় উদ্ধৃতি উপস্থাপন করব, যা এ বিষয়টিকে অত্যন্ত সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে এবং আমাদেরও এদিকে মনোযোগী করে যে, আমাদেরও এই বিষয়ের গভীরতা অনুধাবন করে কীভাবে নিজেদের আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বাণী اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ (সূরা আল্ মায়েদা: ৪)-এর ব্যাখ্যা নিজেই করে দিয়েছেন। এর মধ্যে তিনটি লক্ষণ থাকা একান্ত আবশ্যক। {তিনি (আ.) সেখানে লক্ষণাবলী বর্ণনা করছিলেন,} যার মধ্যে প্রথমটি ছিল, اَصْلُهَا ثَابِتٌ (সূরা ইব্রাহীম: ২৫) অর্থাৎ যার শেকড় সুদৃঢ়ভাবে প্রোথিত। দ্বিতীয় লক্ষণ হল, فَرْعُهَا فِي السَّمَآءِ (সূরা ইব্রাহীম: ২৫) অর্থাৎ যার ডালপালা বা শাখা-প্রশাখা গগনচুম্বী। তৃতীয় লক্ষণ হল, تُؤْتِيْٓ اُكُلَهَا كُلَّ حِيْنٍ (সূরা ইব্রাহীম: ২৬) অর্থাৎ সর্বদা তাজা ফল প্রদান করে। অতএব, ইসলামই সেই ধর্ম, যা এই মানদণ্ডে পরীক্ষিত।"

যাহোক, "প্রথম লক্ষণ اَصْلُهَا ثَابِتٌ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, ঈমান বা বিশ্বাসের ভিত্তি সমূহ, যা প্রথম লক্ষণ, যদ্বারা কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বুঝানো হচ্ছে। (অর্থাৎ اَصْلُهَا ثَابِتٌ -কে যদি প্রমাণ করতে হয় তাহলে এর প্রথম লক্ষণ হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ) তিনি (আ.) বলেন, পবিত্র কুরআনে এটিকে এতো বিশদভাবে বর্ণনা করা হয়েছে যে, আমি যদি (এর) সকল দলীল-প্রমাণ লিখতে বসি তাহলে কয়েক খণ্ডেও তা শেষ হবে না। (বই-পুস্তক লিখতে হবে।) তবে, উদাহরণস্বরূপ এর মধ্য হতে সামান্য কিছু নিম্নে লিখছি। যেমনটি এক স্থানে অর্থাৎ দ্বিতীয় পারার সূরা বাকারায় (আল্লাহ্) বলেন,

اِنَّ فِيْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَاخْتِلَافِ الَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالْفُلْكِ الَّتِيْ تَجْرِيْ فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسَ وَمَآ اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ مِنْ مَّآءٍ فَاَحْيَا بِهِ الْاَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَّةٍ ۖ وَّتَصْرِيْفِ الرِّيٰحِ وَالسَّحَابِ الْمُسَخَّرِ بَيْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ *(সূরা আল্ বাকারা: ১৬৫)*

অর্থাৎ, নিশ্চয় আকাশসমূহ ও পৃথিবীর সৃজনে এবং রাত ও দিনের পালাবদলে,

আর সেসব নৌযানের চলাচলে যা সমুদ্রে মানুষের উপকারার্থে চলাচল করে, আর আল্লাহ্ আকাশ হতে যে-ই বারিধারা বর্ষণ করেন এবং তার মাধ্যমে তিনি পৃথিবীকে তার মৃত্যুর পর সঞ্জীবিত করেন এবং পৃথিবীতে সকল প্রকার জীব-জন্তু ছড়িয়ে দেন, আর বায়ু প্রবাহে পরিবর্তন করেন এবং মেঘমালাকে আকাশ ও পৃথিবীতে নিযুক্ত করেছেন– এসবকিছু খোদা তা'লার অস্তিত্ব ও তাঁর একত্ববাদ এবং তাঁর এলহাম আর তাঁর সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী হওয়ার পরিচায়ক। তিনি (আ.) বলেন, এখন লক্ষ্য করো! এই আয়াতে মহাপরাক্রমশালী আল্লাহ্ তাঁর প্রতি ঈমানের এই নীতি সম্পর্কে কীভাবে নিজের (সৃষ্ট) এই প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন। (অর্থাৎ, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -কে প্রমাণ করেছেন আর প্রাকৃতিক নিয়মের আলোকে এই দলীল দিয়েছেন।) অর্থাৎ আকাশ ও পৃথিবীতে বিদ্যমান নিজের সেসব সৃষ্টির মাধ্যমে, যেগুলো দেখলে এই আয়াতের প্রকৃত উদ্দেশ্য সুস্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, নিঃসন্দেহে এই জগতের একজন আদি, সুনিপুণ, এক-অদ্বিতীয় এবং সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারী আর নিজ রসূলদের পৃথিবীতে প্রেরণকারী স্রষ্টা রয়েছেন। এর কারণ হল, খোদা তা'লার এই সৃষ্টিকূল এবং বিশ্বজগতের এই পুরো ব্যবস্থাপনা, যা আমাদের চোখের সামনে রয়েছে এটি পরিষ্কারভাবে জানান দিচ্ছে যে, এই বিশ্বজগৎ আপনা-আপনি (সৃষ্টি) হয়নি, বরং এর একজন সুনিপুণ স্রষ্টা ও সৃষ্টিকর্তা রয়েছেন যার মাঝে এসব গুণ থাকাও বাঞ্ছনীয় যে, তিনি রহমান তথা স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতাও হবেন, রহীম তথা পরম করুণাময়ও হবেন, কাদেরে মুতলাক তথা সর্বময় ক্ষমতার অধিকারীও হবেন এবং এক-অদ্বিতীয় ও অংশিবাদি-মুক্ত হবেন আর আদি-অনন্ত হবেন অধিকন্তু সুপরিকল্পনার অধীনে কর্ম সম্পাদনকারীও হবেন আর সমস্ত পরিপূর্ণ তথা পূর্ণাঙ্গ গুণাবলীর সমাহার হবেন এবং ওহী অবতীর্ণকারীও হবেন।" *(জঙ্গে মুকাদ্দাস, রূহানী খাযায়েন, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ: ১২৩-১২৫)*

অতএব, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ হৃদয়ে শুধুমাত্র এক উপাস্য হবার ধারণাই সৃষ্টি করে না, বরং এ কথাও হৃদয়ে প্রোথিত করে এবং করা উচিত যে, আমাদের খোদা হলেন সেই এক খোদা যিনি আদি থেকে আছেন এবং চিরকাল থাকবেন। তিনি সব সৃষ্টির স্রষ্টা এবং তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী এই পুরো বিশ্বব্যবস্থাপনা পরিচালিত হচ্ছে। আর সমস্ত প্রয়োজন পূরণের জন্য আমাদেরকে তাঁর সমীপেই বিনত হতে হবে। অতএব, ঈমানের অবস্থা যখন এরূপ হয়ে যায় তখন তা পূর্ণ ঈমান হয়ে থাকে, যাতে শিরকের মিশ্রণ থাকতেই পারে না এবং এটিই সেই ঈমান যার সম্পর্কে মহানবী (সা.) বলেছেন, বিশুদ্ধচিত্তে لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর ওপর বিশ্বাস স্থাপনকারীদের জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম।

পুনরায় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "সাহায্য যাচনার ব্যাপারে একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, যার কাছে সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে।"

যার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা হয় অথবা সাহায্যকারী কেউ থাকলে কেবল আল্লাহ্ তা'লাই সেই যোগ্যতা রাখেন। শুধুমাত্র আল্লাহ্ তা'লাই সেই পরিপূর্ণ সত্তা যাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করা উচিত। অন্য কেউ এভাবে সেই যোগ্যতাই রাখে না আর না তার সেই সামর্থ্য আছে। "আর এ বিষয়েই পবিত্র কুরআনও জোর দিয়েছে। অতএব বলা হয়েছে, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ । প্রথমে আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় গুণ رَبِّ, الرَّحْمٰنِ, الرَّحِيمِ এবং مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ -এর প্রকাশ করেছেন, এরপর إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ-এর শিক্ষা দিয়েছেন। অর্থাৎ আমরা ইবাদতও তোমারই করি এবং সাহায্যও তোমার কাছেই চাই।" অর্থাৎ সেই ইবাদত করার জন্য সাহায্যও তোমার কাছেই চাই। তোমার সাহায্য ছাড়া আমাদের ইবাদত করাও সম্ভব নয়। "এথেকে বুঝা যায় যে, সাহায্য যাচনা করা যায় এমন সত্তা হওয়ার প্রকৃত অধিকার কেবল আল্লাহ্ তা'লারই রয়েছে। কোন মানুষ, প্রাণী, পশুপাখি, মোটকথা কোন সৃষ্টজীবের জন্য আকাশেও এবং পৃথিবীতেও এ যোগ্যতা নেই। কিন্তু হ্যাঁ, দ্বিতীয় পর্যায়ে প্রতিচ্ছায়ারূপে এ যোগ্যতা আল্লাহ্‌প্রেমী এবং খোদার মহাপুরুষদের দেওয়া হয়েছে।" আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়, তাদের দোয়ার ফলেও সাহায্য লাভ হয়। তিনি (আ.) বলেন, "আমাদের জন্য সমীচীন নয় যে, আমরা কোন কথা নিজের পক্ষ থেকে গড়ে নিব, বরং আল্লাহ্ তা'লার বাণী এবং মহানবী (সা.)-এর নির্দেশাবলীর অধীনে আমাদের থাকা উচিত। এরই নাম সীরাতে মুস্তাকীম এবং এ বিষয়টি لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর মাধ্যমে সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব। এর প্রথম অংশ থেকে বোঝা যায় যে, কেবল আল্লাহ্ তা'লাই মানুষের প্রেমাস্পদ, উপাস্য এবং অভিষ্ট লক্ষ্য হওয়া উচিত। আর দ্বিতীয় অংশ থেকে মুহাম্মদ (সা.)-এর রসূল হবার সত্যতা প্রকাশ পায়।" *(মলফূযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ: ৫৩-৫৪, ১৯৮৪ সনের সংস্করণ)*

এরপর তিনি বলেন: "যখন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তখন থেকে তার ধ্বংস হওয়া পর্যন্ত খোদা তা'লার প্রাকৃতিক নিয়ম এটিই যে, তিনি সর্বদা তওহীদের তথা একত্ববাদের সমর্থন করেন।

যত নবী তিনি প্রেরণ করেছেন, তারা এজন্যই এসেছিলেন যেন তারা মানুষ ও অন্যান্য সৃষ্টির উপাসনা দূর করে পৃথিবীতে খোদার উপাসনা প্রতিষ্ঠিত করেন এবং তাদের সেবা এটিই ছিল যে, لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ -এর বাণী যেন পৃথিবীতে উজ্জ্বল হয় যেভাবে সেটি আকাশে জ্বলজ্বল করে। সুতরাং তাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় হলেন তিনি যিনি এ বাণীকে সর্বাধিক উজ্জ্বল করেছেন। যিনি প্রথমে মিথ্যা উপাস্যদের অসারতা প্রমাণ করেছেন।" অর্থাৎ মিথ্যা উপাস্যদের দুর্বলতা প্রমাণ

করেছেন "এবং জ্ঞান ও শক্তির মানদণ্ডে তাদের হীনতা সাব্যস্ত করেছেন। আর সবকিছু প্রমাণ করার পর চিরকালের জন্য সেই সুস্পষ্ট বিজয়ের নিদর্শন হিসেবে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -র বাণী রেখে গেছেন। তিনি কেবল প্রমাণবিহীন দাবিরূপে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলেন নি, বরং তিনি প্রথমে প্রমাণ দিয়ে এবং মিথ্যা প্রভুদের অসারতা দেখিয়ে তারপর মানুষকে এদিকে মনযোগী করেছেন যে দেখো! এ খোদা ব্যতীত তোমাদের আর কোন খোদা নেই যিনি তোমাদের সমস্ত ক্ষমতা নিঃশেষ করে দিয়েছেন এবং সব দম্ভ ধূলিসাৎ করেছেন। সুতরাং এই প্রমাণিত বিষয়কে স্মরণ করানোর উদ্দেশ্যে চিরকালের জন্য এই কল্যাণময় কলেমা শিখিয়েছেন যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ" *(মসীহ্ হিন্দুস্তান ম্যা, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ১৫, পৃ: ৬৫)*

মক্কা বিজয়ের সময় হাজার হাজার প্রতিমা পূজারী لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র শ্রেষ্ঠত্ব দেখেছে। মহানবী (সা.) যখন আবু সুফিয়ানকে জিজ্ঞেস করেন যে, এখনও কি তোমার কাছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র তাৎপর্য সুস্পষ্ট হয়নি? তখন সে উত্তর দেয়, আমি খুব ভালভাবে বুঝে গেছি যে, আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য যদি থাকত তাহলে তারা কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত! যে তিনশত ষাটটি প্রতিমা আমরা বানিয়ে রেখেছি তারা কিছুটা হলেও আমাদের সাহায্য করত যাদের আমরা উপাসনা করি! *(আস্‌সীরাতুন্ নবভিয়্যা লে ইবনে হিশাম, পৃ: ৭৩৯, ইসলামু আবি সুফিয়ান....., দ্বারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা বৈরুত, ২০০১) (সহীহুল বুখারী, কিতাবুল মাযালেম, বাব হাল তুকাস্‌সেরুদ্ দানান..... শেষ পর্যন্ত, হাদীস: ২৪৭৮)*

একজন বিরোধীর আপত্তির উত্তর দিতে গিয়ে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন ,"আপনার এই বক্তব্য যে, পবিত্র ও সম্মানিত নবী (সা.)-এর শিক্ষা হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ পাঠ করলে পাপ দূর হয়– এটি একান্ত সঠিক আর এটিই প্রকৃত সত্য।" অর্থাৎ, তোমরা যে বলো, এতে পাপ মুছে যায়– এটি একান্ত সঠিক কথা। "যে ব্যক্তি শুধুমাত্র খোদাকেই এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করে এবং এই বিশ্বাস স্থাপন করে যে, মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-কে সেই সর্বশক্তিমান ও এক খোদাই প্রেরণ করেছেন, আর যদি এই কলেমায় (বিশ্বাসী হিসেবে) তার মৃত্যু হয় তাহলে সে নিঃসন্দেহে নাজাত বা মুক্তি লাভ করবে। আকাশের নীচে কারও আত্মহত্যায় নাজাত লাভ হতে পারে না, কখনও নয়।" কারও মৃত্যুতে নাজাত লাভ হয় না। আর কেউ যদি তোমার খাতিরে মারা যায় তাহলেও নাজাত লাভ হবে না। কলেমা দ্বারা নাজাত লাভ হবে। "আর তার চেয়ে বড়" তিনি বলেন, "আর তার চেয়ে বড় উন্মাদ আর কে হবে যে এরূপ ধারণা করে" যে, কলেমা দ্বারা নাজাত লাভ করতে পারবে না, অর্থাৎ খোদাকে এক-অদ্বিতীয় জ্ঞান করা। একথা ভেবে দেখো এবং চিন্তা করো যে, এটা সাধারণভাবে বলে দেওয়া বা এমনিতেই বলে দেওয়া নয়। "কিন্তু খোদাকে এক-অদ্বিতীয় এবং এমন দয়ালু মনে করা যে, তিনি একান্ত দয়াপরবশ হয়ে পৃথিবীকে পথভ্রষ্টতা থেকে মুক্ত করার জন্য নিজ রসূলকে প্রেরণ করেছেন যার নাম মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)– এটি এমন এক বিশ্বাস যে, এতে বিশ্বাস স্থাপনের ফলে আত্মিক অন্ধকার দূর হয়ে যায় এবং আত্মপূজা দূরীভূত হয়ে তওহীদ সেই স্থান গ্রহণ করে। পরিশেষে তওহীদের শক্তিশালী উচ্ছ্বাস পুরো হৃদয়কে পরিবেষ্টন করে ইহজগতেই জান্নাত প্রতীম জীবন আরম্ভ হয়ে যায়।"

(অতএব) বাস্তবতা জানতে হবে যে, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর প্রকৃত মর্মার্থ কী এবং مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ -এর অর্থ কী? তাহলে জান্নাত ইহজগতেই আরম্ভ হয়ে যায়।

তিনি (আ.) বলেন, "যেমনটি তোমরা দেখো যে, আলো আসলে অন্ধকার থাকতে পারে না। একইভাবে যখন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর আলোকোজ্জ্বল ছটা হৃদয়ে পড়ে তখন আত্মিক কলুষতার আবেগসমূহ প্রায় নিঃশেষ হয়ে যায়।" দূর হয়ে যায়। "পাপের বাস্তবতা এটি ছাড়া আর কিছু নয় যে, বিদ্রোহের মিশ্রণে প্রবৃত্তির আবেগ-অনুভূতির কোলাহল হয়– যার অনুসরণের অবস্থায় একজন মানুষের নাম পাপী রাখা হয়। আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর অর্থ, যা আরবী অভিধানের বিভিন্ন স্থানের ব্যবহার থেকে জানা যায়," অর্থাৎ অভিধানে এর অর্থের যে বহুল ব্যবহার লক্ষ্য করা যায় "তা হল, এই যে, لَا مَطْلُوْبَ لِيْ وَ لَا مَحْبُوْبَ لِيْ وَ لَا مَعْبُوْدَ لِيْ وَ لَا مُطَاعَ لِيْ اِلَّا اللّٰهُ

অর্থাৎ, আল্লাহ্ ভিন্ন আমার আর কোন লক্ষ্য নেই এবং প্রেমাস্পদ নেই আর উপাস্য নেই এবং নেতা বা অনুসরণীয় নেই।" *(নূরুল কুরআন, নম্বর ০২, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড: ০৯, পৃ: ৪১৮-৪১৯)*

যখন এই অবস্থা সৃষ্টি হয়ে যায় তখন নিঃসন্দেহে এই জীবনও জান্নাত হয়ে যায় এবং ক্ষমার উপকরণ এই পৃথিবীতেই আরম্ভ হয়ে যায়।

এরপর কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর ব্যাখ্যা করতে গিয়ে তিনি (আ.) আরও বলেন, "মূল কথা হল, এই যে, আল্লাহ্ তা'লা বহু আদেশ-নির্দেশ প্রদান করেছেন। এর মাঝে কিছু এমন রয়েছে যেগুলো পালন করা সবার পক্ষে সম্ভব নয়। উদাহরণস্বরূপ হজ্জ। এটি তার জন্য ফরয বা আবশ্যক যার সামর্থ্য রয়েছে।" প্রত্যেকের জন্য হজ্জ ফরয নয়। "অতঃপর পথের নিরাপত্তা থাকতে হবে।" হজ্জের জন্য এটিও আবশ্যক শর্ত। "ব্যক্তির অবর্তমানে তার পরিবারের জীবন ধারণের যথেষ্ট ব্যবস্থাও থাকতে হবে।" অর্থাৎ পরিবারের যেসব সদস্যকে রেখে যাচ্ছে তাদের জন্য পানাহারের ব্যবস্থা থাকতে হবে, এমন নয় যে, তাদেরকে ক্ষুধার্ত রেখে হজ্জে চলে যাবে। "অধিকন্তু এরূপ প্রয়োজনীয় শর্তগুলো পূরণ হলে হজ্জ করা যাবে। অনুরূপভাবে যাকাতের বিষয়টি রয়েছে। যাকাতের জন্য ন্যূনতম সম্পদ যার কাছে আছে সে-ই (যাকাত) দিতে পারে।" অর্থাৎ যার ওপর ফরয হয় তার জন্যই যাকাত দেওয়া

আবশ্যক। "অনুরূপভাবে নামাযের ক্ষেত্রেও ভিন্নতা সৃষ্টি হয়।" কখনও কখনও সফরে বা অসুখবিসুখে নামায কসর হয় বা জমাও হয়ে যায়, "কিন্তু একটি বিষয় রয়েছে যার কোন পরিবর্তন নেই আর তা হল, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ । এটিই আসল জিনিস এবং বাকি সবই এর পরিপূরক। ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণ হয় না।" অর্থাৎ ইবাদত না করলে তওহীদ পূর্ণতা পায় না, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার দায়িত্ব পালন হয় না। "এর অর্থ হল, যে ব্যক্তি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলে সে নিজ স্বীকৃতির ক্ষেত্রে সত্যবাদী তখন প্রমাণিত হয় যখন সে সত্যিকার অর্থেই ব্যবহারিকভাবেও প্রমাণ করে দেখায় যে, বাস্তবিক অর্থেই (তার জন্য) আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য কোন প্রেমাস্পদ ও উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্যস্থল নেই।" অতএব এটিই হল, ঈমানের শর্ত। শুধু মৌখিক স্বীকারোক্তি নয়, বরং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলে থাকলে নিজের কর্মের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ পালন ও তাঁর ইবাদত দ্বারা, আল্লাহ্‌র প্রাপ্য ও বান্দাদের প্রাপ্য প্রদানের মাধ্যমে তা প্রমাণ করে দেখাতে হবে। কেননা এগুলো আল্লাহ্‌র নির্দেশ আর নিজ প্রেমাস্পদের জন্য এবং যাকে পাওয়া উদ্দেশ্য তাঁর জন্য আর যার অন্বেষণ করা হয় তাঁর জন্য তাঁর আদেশ পালন করাও আবশ্যক। তখন একজন মানুষ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র ওপর সত্যিকার আমলকারী হয়। এর শিক্ষা পালনকারী হয়। এর মান্যকারী হয়। তিনি (আ.) বলেন, "যখন তার এই অবস্থা হয় এবং সত্যিকার অর্থেই তার ঈমান ও আমলের স্বরূপ এই স্বীকারোক্তির প্রতিফলন ঘটায় তখন আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে সে এই স্বীকারোক্তিতে মিথ্যাবাদী নয়।" অর্থাৎ এমনটি হলে খুবই ভাল কথা, তাহলে সে মিথ্যাবাদী নয়। "(এর ফলে) সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে যায় এবং তার ঈমানের কারণে সেগুলোর ওপর এক বিলীনতা সৃষ্টি হয়।" অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ বলার মাধ্যমে সমস্ত জাগতিক উপকরণ পুড়ে গেছে আর আল্লাহ্ তা'লা তার লক্ষ্য, উদ্দেশ্য ও প্রেমাস্পদ হয়ে গেছেন। অতএব এরূপ ঈমানী অবস্থা সৃষ্টি হয়ে থাকলে "তখন সে মুখ দিয়ে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ উচ্চারণ করে এবং এর যে দ্বিতীয় অংশ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ রয়েছে তা রয়েছে দৃষ্টান্তস্বরূপ, কেননা উদাহরণ ও দৃষ্টান্তের মাধ্যমে সকল বিষয় সহজ হয়ে যায়। নবীগণ (আ.) দৃষ্টান্তের জন্য আসেন এবং মহানবী (সা.) ছিলেন সকল পরিপূর্ণ দৃষ্টান্তের সমষ্টি, কেননা সকল নবীর দৃষ্টান্ত তাঁর মাঝে একীভূত রয়েছে।" *(মালফুযাত, খণ্ড: ০৩, পৃ: ৮২-৮৩, এডিশন ১৯৮৪)*

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র প্রকৃত মর্ম মহানবী (সা.) উপলব্ধি করেছিলেন। মহান আল্লাহ্‌র যেসব নির্দেশ ছিল সেগুলোর ওপর সঠিকভাবে আমল এবং সেগুলোর ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ করেছেন মহানবী (সা.)। আর তিনি (সা.)-ই ছিলেন সেই পূর্ণাঙ্গীন দৃষ্টান্ত যিনি لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -কে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন এবং এর ওপর আমলকে পূর্ণ করে দেখিয়েছেন।

পুনরায় আমাদের উপদেশ দিতে গিয়ে হযরত আক্বদাস মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "প্রথাগত বয়আত কোন উপকারে আসে না। এ ধরনের বায়আতের মাধ্যমে (সফলতার) অংশীদার হওয়া কঠিন। কেউ তখনই (সফলতার) অংশীদার হবে যখন সে নিজ সত্তাকে তুচ্ছজ্ঞান করে খাঁটি প্রেম ও আন্তরিকতা নিয়ে তাঁর সাথে যোগ দেবে।"

যার বয়আত করেছো তার সাথে পূর্ণ ভালবাসা ও আন্তরিকতার সাথে সঙ্গী হয়ে যাও, বয়আত করা তখনই কল্যাণকর সাব্যস্ত হবে। তিনি (আ.) বলেন, "মুনাফেকরা মহানবী (সা.)-এর সাথে সত্যিকার সম্পর্ক না থাকার কারণে শেষ পর্যন্ত ঈমানহীন থেকে গেছে।" তারাও প্রথাগত বয়আত করেছিল। "তাদের মাঝে সত্যিকার ভালবাসা এবং আন্তরিকতা সৃষ্টি হয় নি। তাই মৌখিক لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ তাদের কোন কাজে আসে নি।" তিনি (আ.) বলেন, "অতএব এই সম্পর্ককে গভীর করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি এই সম্পর্ককে সে [অর্থাৎ সত্যান্বেষী] ঘনিষ্ট না করে এবং (এর জন্য) চেষ্টা না করে তাহলে তার অভিযোগ ও অনুশোচনা নিরর্থক। ভালবাসা ও আন্তরিকতার সম্পর্ককে বৃদ্ধি করা উচিত। যতদূর সম্ভব রীতিনীতি ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে সেই ব্যক্তির [অর্থাৎ মুর্শিদের] রঙে রঙিন হওয়া উচিত।" তিনি (আ.) বলেন, "মানবাত্মা দীর্ঘ জীবনের আশ্বাস দেয়।" মানুষ ভাবতে থাকে যে, অনেক দীর্ঘ জীবন এখনও পড়ে আছে, আমি তো এখনও যুবক; "এটি এক প্রবঞ্চনা। জীবনের কোন ভরসা নেই। ধার্মিকতা ও ইবাদতের প্রতি যথাশীঘ্র ঝোঁকা উচিত এবং সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আত্মবিশ্লেষণ করা উচিত।" (মালফুযাত, খণ্ড: ০১, পৃ: ০৫, এডিশন ১৯৮৪) যে, আমি কী করছি, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র ওপর আমি কতদূর আমল করছি?– এই উপদেশ তিনি (আ.) আমাদের প্রদান করেছেন।

পুনরায় এক স্থানে তিনি (আ.) বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমাকে বুঝা এবং এর দাবি পূরণের প্রতি মনোযোগ আকর্ষণ করতে গিয়ে বলেন, "আমার কথার অর্থ কখনও এটি নয় যে, মুসলমানরা অলস হয়ে যাক।" কলেমা পড়া হয়ে গেল তো গা ছাড়া হয়ে যাও! "ইসলাম কাউকে অলস বানায় না। নিজেদের ব্যাবসাবাণিজ্য ও চাকরিবাকরিও করবে। কিন্তু আমি এটি পছন্দ করি না যে, খোদার জন্য তাদের কোন সময়ই থাকবে না!" মুখে যদিও বলছে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কিন্তু আল্লাহ্‌র প্রাপ্য প্রদানের বেলায় তাদের কোন সময়ই নেই, জগৎ নিয়েই ব্যস্ত। "হ্যাঁ! ব্যাবসার সময় অবশ্যই ব্যাবসা করো, এবং আল্লাহ্ তা'লার ভয় ও ভীতিকে সেই সময়ও দৃষ্টিপটে রাখো যেন সেই ব্যাবসাও ইবাদতের রঙ ধারণ করে। নামাযের সময় নামায পরিত্যাগ করবে না। প্রতিটি ক্ষেত্রে বিষয় যা-ই হোক না কেন, ধর্মকে অগ্রগণ্য করো।" ধর্মকে অগ্রাধিকার দেওয়া আবশ্যক। আমরা নিজেদের অঙ্গীকারনামা পাঠের সময় এই

অঙ্গীকারও করে থাকি যে, জাগতিক বিষয়াদির ক্ষেত্রে ধর্মকে আমরা জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেব। তিনি (আ.) বলেন, "জগৎ যেন আসল লক্ষ্য না হয়, জগৎ যেন মূল লক্ষ্য না হয়। বরং ধর্ম যেন আসল লক্ষ্য থাকে। তাহলে জাগতিক কর্মকাণ্ডও ধার্মিকতায় পরিণত হবে। সাহাবীদের দেখো! তারা কঠিন থেকে কঠিনতর সময়েও খোদাকে পরিত্যাগ করেন নি। যুদ্ধবিগ্রহের সময়গুলো এতটা ভয়ংকর হয়ে থাকে যে, সেটির কথা শুধু চিন্তা করলেই মানুষ ঘাবড়ে যায়। সেই সময়টি, যা উত্তেজনা ও ক্রোধের সময় হয়ে থাকে, সেরূপ পরিস্থিতিতেও তারা খোদার ব্যাপারে উদাসীন হন নি, নামায পরিত্যাগ করেন নি, দোয়ার সাথে কাজ করেছেন। এখন এটি দুর্ভাগ্যের বিষয় যে, এমনিতে তো মানুষ সবরকম তোড়জোড় চালায়, বড়ো বড়ো বক্তৃতা করে।" মানুষ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -এর কথা বলে, "জলসার আয়োজন করে যেন মুসলমানদের উন্নতি হয়; কিন্তু খোদার বিষয়ে তারা এতটা উদাসীন থাকে যে, ভুলেও তাঁর দিকে মনোযোগ দেয় না। এমতাবস্থায় কীভাবে আশা করা সম্ভব যে, তাদের চেষ্টা ফলপ্রসূ হবে, যেখানে তারা সবাই জগৎ নিয়েই ব্যস্ত?" চেষ্টাপ্রচেষ্টা সব করছে জগতের জন্য আর নাম ব্যবহার করছে মুসলমানদের এবং আল্লাহ্‌র ধর্মের। তিনি (আ.) বলেন,

"স্মরণ রেখো! যতক্ষণ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ মস্তিষ্ক ও মননে প্রোথিত না হবে এবং নিজ সত্তার প্রতিটি অণু-পরমাণুতে ইসলামের আলো ও রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত না হবে ততক্ষণ উন্নতি হবে না।" *[মালফুযাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ১৫৮-১৫৯, সংস্করণ: ১৯৮৪]*

উন্নতি করতে হলে لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র মর্ম অনুধাবন করতে হবে, আসল লক্ষ্য বানাতে হবে আল্লাহ্ তা'লাকে (লাভ করা), জগৎকে নয়। এরপর কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত মর্ম ও এর অর্থ বর্ণনা করতে গিয়ে এবং কীভাবে এটিকে উপলব্ধি করে আমাদের এর ওপর আমল করা উচিত তা (তুলে ধরতে গিয়ে) তিনি (আ.) বলেন, "আমি একাধিকবার বলেছি, তোমাদের কেবল এতেই খুশি হওয়া উচিত নয় যে, আমরা মুসলমান আখ্যায়িত হই এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ কলেমায় বিশ্বাসী। যারা কুরআন পড়ে তারা খুব ভালভাবে জানে, আল্লাহ্ তা'লা কেবল বুলিসর্বস্ব দাবির ফলেই সন্তুষ্ট হন না আর নিছক মুখের কথাতেই কোন গুণ মানুষের মাঝে সৃষ্টি হতে পারে না, যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হবে।" মুখের কথা তো কিছুই না, আসল জিনিস হল, আমল (বা কর্ম)। "যতক্ষণ ব্যবহারিক অবস্থা ঠিক না হয় ততক্ষণ কোনই লাভ হয় না। ইহুদীদের ওপরও এমন এক যুগ এসেছিল যখন তাদের মাঝে কেবল মুখের বাগাড়ম্বরই অবশিষ্ট ছিল এবং তারা কেবল মুখের কথাকেই যথেষ্ট বলে ধরে নিয়েছিল। মুখে তো তারা অনেক কিছুই বলত, কিন্তু মনের ভেতর নানারকম অপবিত্র ধ্যানধারণা ও বিষাক্ত চিন্তাভাবনায় ভরা ছিল। একারণেই আল্লাহ্ তা'লা সেই জাতির ওপর বিভিন্ন রকম শাস্তি অবতীর্ণ করেন এবং তাদেরকে নানারকম বিপদাপদে নিপতিত করেন ও লাঞ্ছিত করেন। এমনকি তাদেরকে শূকর ও বানর আখ্যা দিয়েছেন।" তিনি (আ.) বলেন, "গভীরভাবে চিন্তা করার বিষয় হল, তারা কি তওরাতে বিশ্বাস করত না? তারা অবশ্যই বিশ্বাস করত আর নবীদেরকেও মানত, কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কেবল এতটুকু বিষয়কেই পছন্দ করেন নি যে, তারা নিছক মৌখিকভাবেই মান্যকারী হবে আর তাদের হৃদয় মৌখিক স্বীকৃতির সাথে একাত্মতা প্রকাশ করবে না।" মুখে মুখে তো ঠিকই বলে, কিন্তু হৃদয় তদনুযায়ী আমল করছে না যা মুখ বলছে। তিনি (আ.) বলেন, "ভালভাবে স্মরণ রাখা উচিত যে, কেউ যদি মৌখিকভাবে বলে, আমি খোদা তা'লাকে এক-অদ্বিতীয় সত্তা বলে মান্য করি আর মহানবী (সা.)-এর রিসালতের প্রতি ঈমান রাখি, অনুরূপভাবে ঈমানের অন্যান্য বিষয়ও স্বীকার করি, কিন্তু এই স্বীকারোক্তি যদি কেবল মৌখিক দাবি পর্যন্তই সীমাবদ্ধ থাকে আর হৃদয় স্বীকৃতি না দেয় তবে তা হবে নিছক বুলিসর্বস্ব দাবি।" অন্তর থেকে ধ্বনি উৎসারিত না হওয়া পর্যন্ত মৌখিক স্বীকৃতি যথেষ্ট নয়। "এছাড়া মানুষের হৃদয় ঈমান না আনা পর্যন্ত মুক্তি লাভ করা সম্ভব নয়। আর আমল তথা কর্মের মাধ্যমে সেসব বিষয়াদি প্রকাশ করাই তার ঈমান আনার পরিচয় বহন করবে; নতুবা ততক্ষণ পর্যন্ত কোন কিছু হবে না।" আর আমলের অবস্থা কী? তা হল, আল্লাহ্ তা'লার বিধিবিধান মান্য করা যা পবিত্র কুরআনে স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে।

তিনি (আ.) বলেন, "আমি সত্য সত্যই বলছি যে, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য তখনই অর্জিত হয় যখন (মানুষ) সবকিছু পরিত্যাগ করে খোদা তা'লার দিকে মনোযোগী হয় এবং প্রকৃত অর্থে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়।" শুধু অঙ্গীকার করলেই হবে না, কার্যত ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দিতে হবে।

তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! মানুষ সৃষ্টিকে প্রতারিত করতে পারে। কাউকে পাঁচ ওয়াক্ত নামায পড়তে দেখে অথবা সৎকর্ম করতে দেখে মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে।" মানুষ (শুধু) আমল দেখতে পায়। কাউকে মসজিদে এসে নফল নামায পড়তে দেখে বলতে পারে যে, লোকটি পাঁচ ওয়াক্ত নামাযী; সে মসজিদে আসে, অথবা অন্য কোন সৎকর্ম করে, যেমন চাঁদা দিচ্ছে (দেখে বলতে পারে,) লোকটি বেশ পুণ্যবান। মানুষ ধোঁকায় পড়তে পারে, "কিন্তু খোদা তা'লা ধোঁকায় পড়েন না। তাই আমলের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা থাকা উচিত।" যে-সব আমল করবে সেক্ষেত্রেও নিষ্ঠা থাকা উচিত আর নিষ্ঠা সেটিই যা একান্ত আল্লাহ্ তা'লার জন্য হবে। "এটিই সেই বৈশিষ্ট্য যা আমলের মাঝে সক্ষমতা ও নৈপুণ্য সৃষ্টি করে।" তিনি (আ.) বলেন, "এখন স্মরণ রাখতে হবে যে, আমরা যে কলেমা দৈনিক পাঠ করি তার অর্থ কী?

কলেমার অর্থ হল, মানুষ মৌখিকভাবে স্বীকৃতি প্রদান করে এবং অন্তর দিয়ে তার সত্যায়ন করে যে, আমার উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং অভিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য খোদা তা'লা ভিন্ন অন্য কিছু নয়।" যেমনটি পূর্বেও বর্ণিত হয়েছে। তিনি (আ.) বলেন, " إِلَٰه শব্দটি প্রেমাস্পদ এবং প্রকৃত লক্ষ্য ও উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়।" তাঁর প্রতি সবচেয়ে বেশি ভালবাসা থাকবে আর তিনিই সেই উদ্দেশ্য যাকে লাভ করা মানবের প্রকৃত উদ্দেশ্য হবে, জাগতিক কোন কিছু নয়, আর ইবাদত (উপাসনা) কেবল তাঁরই করা হবে; প্রচ্ছন্ন কোন শিরক্‌ও যেন না থাকে। তিনি (আ.) বলেন, " إِلَٰه শব্দটি প্রেমাস্পদ, প্রকৃত লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য এবং উপাস্যের জন্য ব্যবহৃত হয়। এই কলেমা কুরআন শরীফের সকল শিক্ষামালার সারাংশ যা মুসলমানদের শেখানো হয়েছে। যেহেতু একটি বিরাট ও বিশাল গ্রন্থ আত্মস্থ করা সহজ কাজ নয়," কুরআন শরীফ মুখস্থ রাখা তো সহজসাধ্য ব্যাপার নয়, "তাই এ কলেমা শেখানো হয়েছে যেন মানুষ সর্বদা ইসলামী শিক্ষার সারাংশকে দৃষ্টিপটে রাখে।" আর সেই সারাংশ কী? তা হল, لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ অর্থাৎ আল্লাহ্ ভিন্ন কোন উপাস্য নেই। তিনিই আমার চাওয়া। তিনিই আমার অভিষ্ট লক্ষ্য। তিনিই আমার প্রেমাস্পদ। "আর সত্যকথা হল, মানুষের মাঝে এই গূঢ়তত্ত্ব সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত নাজাত তথা মুক্তি নেই। তাই তো মহানবী (সা.) বলেন, من قال لا إله إلا الله دخل الجنة অর্থাৎ যে ব্যক্তি প্রকৃত অন্তঃকরণে لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ স্বীকার করল সে জান্নাতে প্রবেশ করল। মানুষ ধোঁকা খায়।" এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) বলেন, "সে যদি মনে করে, তোতা পাখির ন্যায় বুলি আওড়ালেই মানুষ জান্নাতে প্রবেশ করবে আর এতে যদি কেবল এতটুকুই বাস্তবতা থাকত তাহলে সকল আমল বৃথা ও নিষ্ফল হয়ে যেত।" নিছক لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ বলেই যদি জান্নাতে প্রবেশ করা যায় তাহলে তো সব আমলের প্রয়োজনীয়তাই শেষ হয়ে যায়। তাহলে পবিত্র কুরআনে যে এত বিধিনিষেধ রয়েছে এসবের প্রয়োজনই বা কী ছিল! "তাহলে শরীয়তই নাউযুবিল্লাহ্ বৃথা সাব্যস্ত হয়। না, বরং এর প্রকৃত অর্থ হল, এর মাঝে যে মর্ম অন্তর্হিত রাখা হয়েছে তা যেন ব্যবহারিকভাবে মানব হৃদয়ে প্রবেশ করে। এমনটি হলে এমন মানুষ প্রকৃতপক্ষে জান্নাতে প্রবেশ করে।" মানুষ যখন لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ -এর মর্মকে উপলব্ধি করে তখন সে জান্নাতে প্রবেশ করে। "আর তা কেবল মৃত্যুর পরই নয়, বরং ইহজীবনেও সে জান্নাতে বসবাস করে।"

তিনি (আ.) অপর এক বৈঠকে এ বিষয়টি আলোচনা করেন আর অন্য পত্রিকা এটিকে আরও বিস্তারিত ব্যাখ্যাসহ লিখেছে। তিনি (আ.) বলেন, "নিছক মুখের বুলির সাথে আল্লাহ্ কোন সম্পর্ক রাখেন না, বরং তিনি হৃদয়ের সাথে সম্পর্ক রাখেন।

এর অর্থ হল, যারা সত্যিকার অর্থে এই কলেমার মর্মার্থকে নিজেদের হৃদয়ে গেঁথে নেয় এবং খোদা তা'লার মাহাত্ম্য পূর্ণরূপে যাদের হৃদয়ে স্থান করে নেয় তারা জান্নাতে প্রবেশ করে। কেউ যখন সত্যিকার অর্থে কলেমায় বিশ্বাসী হয় তখন আল্লাহ্ ছাড়া তার আর কোন প্রেমাস্পদ থাকে না।" সত্য অন্তঃকরণে কলেমা পড়ে নিলে আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া আর কোন প্রেমাস্পদ থাকতেই পারে না। "অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তার আর কোন প্রেমাস্পদ থাকে না।" এমন কোন ব্যক্তি হতেই পারে না অগোচরেও যার ইবাদত হবে। "আর খোদা তা'লা ছাড়া তার আর কোন উদ্দেশ্য থাকে না।" এমন কোন জিনিসও থাকে না যার যে অন্বেষী হবে। সে কেবল আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টিরই যাচনাকারী হয়ে থাকে। "আবদালের যে মর্যাদা এবং গওস ও কুতুব তথা পুণ্যাত্মাদের যে মর্যাদা রয়েছে তা এটিই অর্থাৎ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللهُ কালেমায় যেন মন থেকে বিশ্বাস থাকে এবং এর প্রকৃত মর্মে যেন আমল করা হয়।"

যাহোক, এরপর তিনি এরই ধারাবাহিকতায় বলেন, "একথা সত্য আর সহজেই বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া যখন মানুষের আর কোন প্রেমাস্পদ ও লক্ষ্য থাকে না তখন কোন কষ্ট ও ক্লেশ তাকে ক্লিষ্ট করতেই পারে না।"

মানুষ যদি এ বিষয়টি বুঝে যায় যে, আমার দুঃখকষ্টও আল্লাহ্‌রই জন্য তাহলে এসব কষ্ট তাকে ক্লিষ্ট করতে পারে না। এসব দুঃখ কষ্ট দেখে সে বিচলিত হয় না। সে জানে যে, আল্লাহ্ তা'লা স্বীয় বন্ধুর সাহায্যে অতি দ্রুত এসে উপস্থিত হন এবং কোন কোন পরিস্থিতিতে, বরং অধিকাংশ ক্ষেত্রে তাকে আত্মিক প্রশান্তিও দান করেন।

তিনি বলেন, "এটিই হল, সেই মর্যাদা যা আবদাল ও কুতবগণ তথা পুণ্যাত্মাগণ লাভ করেন।" উদ্দেশ্য যদি জগৎ লাভ না হয়ে খোদার সত্তা প্রাপ্তি হয়ে থাকে তাহলে কোন দুশ্চিন্তা থাকে না। সাহাবীগণ এই গূঢ়তত্ত্বটি বুঝেছেন। শুধু কুতুব, আবদাল এবং বিশেষ বিশেষ লোকেরাই যে এ মর্যাদা লাভ করেন তা নয়, বরং সাহাবীদের অধিকাংশই এ মর্যাদা লাভ করেছেন। তারা এই গূঢ় তত্ত্বকে বুঝেছেন তাই আল্লাহ্ তা'লা সেসব সাহাবীকে আমাদের জন্য আদর্শ বানিয়ে দিয়েছেন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "একথা মনে কোরো না যে, আমরা আবার কখন প্রতিমা পূজা করি!" এটিকে অনেক বড় মর্যাদা আখ্যা দেয়ার পরও তিনি সাধারণ লোকদের উদ্দেশ্যেও বলে দিয়েছেন যে, তোমরা কেবল একথা বলো না যে, আমরা প্রতিমা পূজা করি না– এটাই তো আমাদের জন্য যথেষ্ট। "আমরাও তো আল্লাহ্ তা'লারই ইবাদত করি। একথা বলে দেয়াই যথেষ্ট-এটি মনে করো না। তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! প্রতিমা পূজা না করাটা অতি নিম্ন পর্যায়ের বিষয়। হিন্দুরা যারা প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে সম্পূর্ণ অনবহিত তারাও এখন প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে।" অর্থাৎ তওহীদের প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে তারা জানে

না তবুও তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করছে। "মাবূদের অর্থ কেবল মানব পূজা বা প্রতিমা পূজার মাঝেই সীমাবদ্ধ নয়।" মাবূদের অর্থ কেবল একজন মানুষ অন্য মানুষের পূজা করা বা প্রতিমার পূজা করা নয়। "আরো অনেক মাবূদ বা উপাস্য আছে।" এ ছাড়াও আরও উপাস্য রয়েছে। কেবল এই বাহ্যিক উপাস্য নয়। "আর একথাই আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে বলেছেন, প্রবৃত্তির তাড়না ও কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য।" রীপুর কামনাবাসনা এবং কুপ্রবৃত্তিও উপাস্য হয়ে যায় যখন এগুলো আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দণ্ডায়মান হয়, যখন এগুলো لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ থেকে বান্দাকে দূরে নিয়ে যেতে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, "যে ব্যক্তি প্রবৃত্তিপূজা করে অথবা নিজ কামনা বাসনার অনুসরণ করে এবং এর জন্য মত্ত হয়ে যায় সেও মূর্তিপূজারী ও মুশরেক।" তিনি (আ.) বলেন, "এই لَا কেবলমাত্র বাহ্যিক উপাস্যকেই অস্বীকার করে না, বরং সব ধরনের উপাস্যকে অস্বীকার করে।" অর্থাৎ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র মাঝে যা বলা হয়েছে তাতে কেবল বাহ্যিক উপাস্যকেই বুঝানো হয় নি, একটি পার্থিব বস্তুর উপাসনাকেই অস্বীকার করা হয় নি, বরং যেকোনো জিনিস, যা আল্লাহ্ তা'লার বিপরীতে দাঁড় করানো হয় তা এই বিষয়ের ঘোষণা প্রদান করছে যে, মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আনুগত্য করে না। অতএব তিনি (আ.) বলেন, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র মাধ্যমে একথা বুঝতে হবে যে, এটি সব ধরনের উপাস্যের অস্বীকার করে। "তা প্রবৃত্তিগত হোক বা জাগতিক।" অভ্যন্তরীণ বা বস্তুগত হোক অথবা বাহ্যিক ও পার্থিব বিষয়াদি হোক। "তা মনের মাঝে লুকিয়ে থাকা প্রতিমা হোক বা বাহ্যিক প্রতিমা। দৃষ্টান্তস্বরূপ এক ব্যক্তি যদি সম্পূর্ণভাবে বাহ্যিক উপায়-উপকরণের ওপরই নির্ভর করে, তো এটিও এক প্রকারের প্রতিমা হয়ে থাকে। এই প্রকারের প্রতিমাপূজা যক্ষ্মার ন্যায় হয়ে থাকে।"

যক্ষ্মারোগের ন্যায় হয়ে থাকে "যা ভিতরে ভিতরে নিঃশেষ করে দেয়। বাহ্যিক প্রতিমা তো নিমিষেই চেনা যায় এবং তা হতে পরিত্রাণ লাভ করাও সহজ হয়ে থাকে। আর আমি দেখছি যে, হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মানুষ এসব প্রতিমা হতে মুক্ত হয়েছে এবং হচ্ছে। এই দেশ যা হিন্দু ধর্মাবলম্বীদের দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল, এখানকার সব মুসলমান কি এদেরই মধ্য থেকে হয় নি?" এসকল লোক যারা মুসলমান হয়েছে তারাও তো একসময় প্রতিমাপূজারী ছিল, কিন্তু পরবর্তীতে এরাই মুসলমান হয়েছে। "এরপর তারা প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে নাকি করেনি? আর স্বয়ং হিন্দুদের মধ্য হতেও এমন অনেক ফির্কা বের হয়" যেভাবে পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, "যারা এখন আর প্রতিমাপূজা করে না।

কিন্তু প্রতিমাপূজার অর্থ এ পর্যন্তই সীমাবদ্ধ নয়। একথা সত্য যে, বাহ্যিক প্রতিমাপূজা পরিত্যাগ করেছে, কিন্তু এখনও মানুষ সহস্র প্রতিমা বগলদাবা করে চলছে আর যাদেরকে দার্শনিক ও যুক্তিবাদী বলা হয়ে থাকে তারাও সেগুলোকে মন থেকে দূর করতে পারে না।" তারা দার্শনিক ও যুক্তিবাদী আখ্যায়িত হয়, অনেক দার্শনিক কথা-বার্তা বলে, অনেক যুক্তি উপস্থাপন করে, কিন্তু তাদের হৃদয়েও প্রতিমা রয়েছে, নিজেদের জ্ঞানের বড়াই রয়েছে। সেগুলোকেই তারা প্রতিমা বানিয়ে রেখেছে। তাদের দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। সেগুলোই তাদের প্রতিমা হয়ে আছে।

সেগুলোকে তারা মন থেকে বের করতে পারে না। তিনি (আ.) বলেন, "প্রকৃত বিষয় হল, আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত এসব কীট ভেতর থেকে বের হতে পারে না। এগুলো অত্যন্ত সূক্ষ্ম কীট আর সবচেয়ে বেশি কষ্ট ও ক্ষতি এদের মাধ্যমেই হয়ে থাকে। যারা প্রবৃত্তির তাড়নার বশবর্তী হয়ে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার ক্ষুণ্ন করে ও সীমালঙ্ঘন করে আর এভাবে হুকুকুল ইবাদ তথা বান্দার অধিকারও হরণ করে। এরা এমন নয় যে, পড়াশোনা জানে না; বরং এদের মধ্যে হাজারো মৌলভী ফাযেল ও আলেম পাবে এবং অনেক এমন আছে যাদেরকে ফকীহ্ ও সূফী হিসেবে গণ্য করা হয়, কিন্তু এতদ্বসত্ত্বেও দেখা যাবে তারাও এসব ব্যাধিতে আক্রান্ত।" বান্দার অধিকার যদি প্রদান না করা হয় তা-ও لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র অর্থ ভুলে যাওয়ারই নামান্তর। "এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই তো বীরত্ব।" বিশেষ বিশেষ লোকদের ক্ষেত্রে তুমি ধারণা করবে যে, এরা অনেক পুণ্যবান ব্যক্তি; কিন্তু না, প্রতিমা তাদের অন্তরেও রয়েছে।

এসব প্রতিমাকে পরিত্যাগ করাই বীরত্ব। পরিপূর্ণরূপে আল্লাহ্ তা'লার অধিকার আদায় করা এবং পরিপূর্ণরূপে বান্দাদের অধিকার আদায় করার মাধ্যমেই لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র প্রকৃত অর্থ অনুধাবন করা যায় আর এটিই বীরত্ব। "আর সেগুলো চিহ্নিত করার মাঝেই পরম প্রজ্ঞা ও বিচক্ষণতা নিহিত।" তিনি (আ.) বলেন, "এই প্রতিমার দরুনই পারস্পরিক শত্রুতা সৃষ্টি হয় এবং অসংখ্য হানাহানির ঘটনা ঘটে। এক ভাই অপর ভাইয়ের অধিকার হরণ করে আর এভাবে অসংখ্য মন্দকর্ম এর মাধ্যমে সংঘটিত হয়। প্রত্যহ, প্রতি মুহূর্তে হয় এবং বাহ্যিক উপায়-উপকরণের প্রতি এমনভাবে ভরসা করা হয় যে, খোদা তা'লাকে নিছক একটি অকেজো অঙ্গ আখ্যা দেওয়া হয়েছে।" তিনি (আ.) বলেন, "খুব অল্পসংখ্যক লোকই আছে যারা একত্ববাদের প্রকৃত তত্ত্ব অনুধাবন করতে সমর্থ হয়েছে। যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস করা হয় তবে তৎক্ষণাত বলে বসে যে, আমরা কি মুসলমান নই, আমরা কি কলেমা পড়ি না? কিন্তু পরিতাপের বিষয় হল, এই যে, তারা কেবল এটুকুই ধারণা করে নিয়েছে যে, মুখে কলেমা পাঠ করলাম আর এটিই যথেষ্ঠ। আমি নিশ্চিতভাবে বলছি যে,

যদি মানুষ কলেমা তাইয়্যেবার প্রকৃত তত্ত্ব সম্পর্কে অবগত হয়ে যায় এবং ব্যবহারিকভাবে এর ওপর আমলকারী হয়ে যায় তবে সে অনেক বড় উন্নতি

করতে পারে। আর খোদার মহাবিস্ময়কর শক্তির অভিজ্ঞতা লাভ করতে পারে।

একথা ভালভাবে বুঝার চেষ্টা করো যে, আমি যে অবস্থানে দণ্ডায়মান হয়েছি, একজন সাধারণ বক্তা হিসেবে দণ্ডায়মান হই নি আর কোন গল্প শুনানোর জন্য দাঁড়াইনি, বরং আমি সাক্ষ্য প্রদানের জন্য দণ্ডায়মান হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে যে বার্তা দিয়েছেন তা আমাকে পৌঁছে দিতে হবে। কেউ শুনলো কি শুনলো না আর মানল কি মানল না– সে সম্পর্কে আমার কোন পরোয়া নেই। এর উত্তর স্বয়ং তোমরা দেবে। আমাকে আমার দায়িত্ব পালন করতে হবে। আমি জানি, আমার জামা'তভুক্ত এমন অনেকেই আছে যারা তওহীদের তথা একত্ববাদের স্বীকারোক্তি দেয় ঠিকই কিন্তু আমি পরিতাপের সাথে বলছি যে, তারা তা মানে না।

যে-ব্যক্তি নিজ ভাইয়ের অধিকার খর্ব করে বা বিশ্বাসঘাতকতা করে অথবা অন্যান্য পাপ থেকে বিরত হয় না, আমি বিশ্বাস করি না যে, সে তওহীদের মান্যকারী। কেননা এটি এমন এক নেয়ামত, যা লাভ করতেই মানুষের মাঝে এক অসাধারণ পরিবর্তন সৃষ্টি হয়।"

তওহীদে বিশ্বাসীদের মাঝে তো এক পরিবর্তন হওয়া উচিত। "তার মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, শত্রুতা এবং কৃত্রিমতা প্রভৃতির প্রতিমা থাকে না আর সে খোদার নিকটবর্তী হয়ে থাকে।

এ পরিবর্তন তখনই আসে আর তখনই মানুষ সত্যিকার একত্ববাদী হয় যখন এসব অভ্যন্তরীণ অহংকার, আত্মশ্লাঘা, কৃত্রিমতা, হিংসা, শত্রুতা, বিদ্বেষ, কার্পণ্য, কপটতা, অঙ্গীকার ভঙ্গ প্রভৃতির প্রতিমা দূর হবে। যতদিন এসব প্রতিমা অভ্যন্তরে থাকবে ততদিন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه বলার ক্ষেত্রে মানুষ কীভাবে সত্যবাদী সাব্যস্ত হতে পারে?"

অতএব এই রমজানে আমাদের প্রত্যেকের এসব প্রতিমা থেকে নিজেদের পবিত্র করার চেষ্টা করা উচিত, যেন لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -র প্রকৃত অর্থ আমরা বুঝতে সক্ষম হই এবং এর ওপর ঈমান আনয়নকারী হই। তিনি (আ.) বলেন, "কেননা এতে তো অন্যান্য জিনিসের ওপর ভরসা করার অস্বীকৃতি রয়েছে। অতএব একথা নিশ্চিত যে, কেবল মৌখিকভাবে বলা যে, আল্লাহ্‌কে এক ও অদ্বিতীয় মানি- এটি কোন উপকার করতে পারে না। একদিকে কালেমা পড়ে আর অপর দিকে কোন কথা যদি নিজের ইচ্ছা ও অভিরুচির বিরোধী হয় তাহলে রাগ এবং ক্রোধকে খোদা বানিয়ে বসে। আমি বার বার বলি, এ বিষয়টি সদা স্মরণ রাখা আবশ্যক যে, যতক্ষণ পর্যন্ত এসব গুপ্ত প্রভু বিদ্যমান ততক্ষণ পর্যন্ত তোমরা মোটেই এই আশা কোরো না যে, তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করতে পারবে যা একজন সত্যিকার একত্ববাদী লাভ করে থাকে। উদাহরণস্বরূপ যতক্ষণ পর্যন্ত পৃথিবীতে ইঁদুর আছে, ততক্ষণ পর্যন্ত এটি ভেবো না যে, তোমরা প্লেগ থেকে সুরক্ষিত। অনুরূপভাবে যতক্ষণ পর্যন্ত এসব ইঁদুর হৃদয়ে আছে" অর্থাৎ পাপের ইঁদুর। "ততক্ষণ পর্যন্ত ঈমান শঙ্কায় রয়েছে। আমি যাকিছু বলছি তা খুব মনোযোগ দিয়ে কোন এবং তদনুযায়ী আমল করার জন্য পদক্ষেপ নাও।" তিনি (আ.) বলেন, "অতএব কলেমার বিষয়ে আমার বক্তব্যের সারাংশ হল, 'আল্লাহ্ তা'লাই যেন তোমাদের উপাস্য, প্রেমাস্পদ এবং উদ্দেশ্য হন আর এই মর্যাদা তখনই লাভ হবে যখন সকল প্রকার অভ্যন্তরীণ পাপ থেকে তোমরা পবিত্র হবে এবং তোমাদের হৃদয়ের সেসব প্রতিমাকে ছুঁড়ে ফেলবে।" *(মালফুযাত, নবম খণ্ড, পৃ. ১০১-১০৮, এর সাথে টীকা, পৃ. ১০৪, ১৯৮৪ এডিশন)*

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সামর্থ্য দিন, রমজানের এই বাকি দিনগুলোতে আমরা যেন বিশেষভাবে চেষ্টা ও দোয়ার দ্বারা নিজেদের অভ্যন্তরের সকল পাপ দূর করতে পারি। সকল প্রকার গুপ্ত থেকে গুপ্ত শিরক থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি। সকল প্রকার প্রতিমা যেন দূর করতে পারি। কেবল আল্লাহ্ তা'লাই যেন আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ হয়ে যান। কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -এর প্রকৃত রহস্য যেন আমরা বুঝতে পারি এবং আমরা যখন مُحَمَّدُ الرَّسُوْلُ اللّٰه -র স্বীকারোক্তি দিই তখন ব্যবহারিক জীবন অতিবাহিত করার জন্য আমাদের সম্মুখে যেন সেই অনিন্দ্যসুন্দর আদর্শ থাকে যা মহানবী (সা.) আমাদের সামনে প্রতিষ্ঠা করেছেন। আর এসব কিছু আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ ব্যতীত সম্ভব নয়। আর আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহ লাভ করার জন্য আমাদের এক ব্যবহারিক জিহাদ এবং আধ্যাত্মিক জিহাদ করতে হবে।

রমজানের শেষ দশকে আমরা 'লায়লাতুল কদর' বিষয়ে আলোচনা করে থাকি। লায়লাতুল কদর প্রকৃতপক্ষে তখন লাভ হয় যখন আমরা নিজেদের সবকিছু, নিজেদের সকল কথা ও কাজ আল্লাহ্ তা'লার আদেশ-নিষেধ অনুযায়ী করার জন্য প্রস্তুত হয়ে যাব এবং তদনুযায়ী আমল করব আর এরপর সেগুলোকে জীবনের এক অবিচ্ছেদ্য অংশ বানিয়ে নেব এবং এটিই সেই প্রকৃত চিহ্ন যেটি লায়লাতুল কদর লাভের চিহ্ন। আমরা আলো দেখেছি, আমরা অমুক জিনিস দেখেছি, আমাদের এমন অনুভূত হয়েছে, বৃষ্টি হয়েছে, সুগন্ধ পাওয়া গেছে, অমুক জিনিস দেখা গেছে– এগুলো তো সাময়িক বিষয়। আসল বিষয় হল, আমাদের হৃদয়ে কীরূপ বিপ্লব সাধিত হয়েছে।

কতিপয় জামা'ত আমার এ কথার ওপর ভিত্তি করে দোয়ার বিশেষ কর্মসূচী হাতে নিয়েছে যে, আমরা যদি নিষ্ঠার সাথে তিন দিন অনবরত দোয়া করি তাহলে আল্লাহ্ তা'লার বিশেষ অনুগ্রহ প্রকাশিত হতে পারে। যদি এই তিন দিন বিশেষভাবে এজন্য নির্দিষ্ট করা হয়ে থাকে যে, উক্ত তিন দিন আমরা দোয়ায় অতিবাহিত করব এরপর আবার নিজ নিজ পূর্বের অভ্যাসে ফিরে যাব আর لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰه -এর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে ভুলে যাব তাহলে আমাদের স্মরণ রাখা উচিৎ যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের হৃদয়ের অবস্থা ও অভিপ্রায়

সম্পর্কে সম্মক অবগত। তিনি আমাদের নিয়্যতও জানেন। তাঁর কাছে কোন কিছুই গোপন নেই এবং এগুলো করাতে কোন লাভ হবে না।

অতএব আমরা যদি আল্লাহ্ তা'আলাকে সন্তুষ্ট করার জন্য এই দিনগুলো দোয়ায় অতিবাহিত করতে চাই তাহলে এই অঙ্গীকারের সাথে অতিবাহিত করতে হবে যে, এখন এই দিনগুলো আমাদের জীবনের স্থায়ী অংশে পরিণত হবে, তাহলে বিরোধীরা আমাদের যে কষ্ট দিচ্ছে তা দূরীভূত করার জন্য খোদা তা'লা স্বীয় বিশেষ সাহায্য ও সমর্থন প্রকাশ করবেন, ইনশাআল্লাহ্। আমরা যখন খোদার হয়ে যাব, তখন তিনি নিজ প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী আমাদের অভিভাবক হয়ে যাবেন। যাহোক, আমি তো এটিও বলেছিলাম যে, জামা'তের প্রত্যেক ব্যক্তি বিনাব্যতিক্রমে নিজের মধ্যে এমন অবস্থা সৃষ্টি করলে এই বিপ্লব সাধিত হবে।

অতএব এটিও স্মরণ রাখুন! এমন অবস্থা যদি সৃষ্টি না-ও হয় তবুও যারা কর্মসূচী গ্রহণ করেছেন, তিনদিন পর এটি মনে করবেন না যে, নাউযুবিল্লাহ্ আল্লাহ্ তা'লা আমাদের দোয়া শ্রবণ করেন নি অথবা কোন বিপ্লব সাধিত হয় নি। এটি তো হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত আল্লাহ্ তা'লার অঙ্গীকার যে, তাঁকে এবং তাঁর জামা'তকে আগে হোক বা পরে-সেই সমস্ত বিজয় দান করবেন। হ্যাঁ! আমরা যদি আমাদের অবস্থায় বৈপ্লবিক পরিবর্তন সাধন করি এবং لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ -র প্রকৃত তাৎপর্য অনুধাবন করে কেবল খোদা তা'লার সত্তাকেই আমাদের উপাস্য, উদ্দেশ্য এবং প্রেমাস্পদ বানাই আর দুনিয়ার চেয়ে বেশি খোদাপ্রেম এবং খোদা লাভ করা আমাদের উদ্দেশ্য হয় তাহলে এই বিপ্লব দ্রুত সাধিত হতে পারে।

আল্লাহ্ তা'লা অমুখাপেক্ষী, তাঁর প্রতিশ্রুতি শর্তযুক্তও হয়ে থাকে। অতএব আমাদেরকে স্থায়ীভাবে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন সাধনের অঙ্গীকার করতে হবে। মহানবী (সা.) বলেছেন, রমজানের শেষ দশক জাহান্নাম থেকে মুক্তির দশক। *(আল জামেউ শু'বাল ইমান, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ২২৩-২২৪, ফাযায়েলে শাহরুর রমযান, হাদীস ৩৩৩৬, মাকতুবাতুর রিশদুর রিয়ায, ২০০৩)*

আর যেভাবে বর্ণনা করা হয়েছে, মহানবী (সা.) এটিও বলেছেন, যে ব্যক্তি কলেমা لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ আন্তরিকতার সাথে পড়ে জাহান্নামের আগুন তার জন্য হারাম হয়ে যায়।

সুতরাং এ-সমস্ত কথা আমাদের দৃষ্টি এদিকে নিবদ্ধ করে যে, মানুষের আমলই মুখ্য আর স্থায়ী আমল হওয়া আবশ্যক।

যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)ও বলেছেন যা আমি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেছি, لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ বলার পাশাপাশি আমল করাও বিশেষভাবে আবশ্যক।

অতএব এই শেষ দশক থেকে পরিপূর্ণ উপকার লাভ এবং প্রকৃত অর্থেই লায়লাতুল কদর অর্জনের জন্য আমাদের لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ কলেমাকে নিজেদের মন-মস্তিষ্কের প্রতিধ্বনি বানাতে হবে এবং নিজেদের প্রতিটি কাজে ও কর্মে তা মেনে চলতে হবে যেভাবে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন।

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তদনুযায়ী নিজেদের জীবন পরিচালিত করার সামর্থ্য দিন। এই দিনগুলোতে বিশ্বের সামগ্রিক শান্তি ও স্থায়ীত্বের জন্যও দোয়া করতে থাকুন। আল্লাহ্ তা'লা মানবতার প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করুন। *(দৈনিক আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ৫ মে ২০২৩, পৃ. ২-৭)*

(সূত্রঃ কেন্দ্রীয় বাংলা ডেস্কের তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

'আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের একমাত্র মুখপত্র 'আহ্‌মদী' পত্রিকায় লেখা পাঠানো প্রসঙ্গে এ দিকনির্দেশনা দেওয়া যাচ্ছে যে, এখন থেকে যারাই এতে লেখা ও সংবাদ পাঠাতে ইচ্ছুক, তারা এ পত্রিকার সম্পাদক বরাবর নিম্ন ঠিকানায় পাঠাবেন।

বরাবর– **সম্পাদক**, পাক্ষিক আহ্‌মদী
আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ
৪নং বকশী বাজার রোড, ঢাকা-১২১১।
E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com

২১ এপ্রিল, ২০২৩ তারিখে যুক্তরাজ্যের টিলফোর্ডে অবস্থিত মুবারক মসজিদে প্রদত্ত

হযরত মির্যা মাসরূর আহমদ খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)-এর জুমুআর খুতবা

বিষয়:

খোদা তা'লার ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন

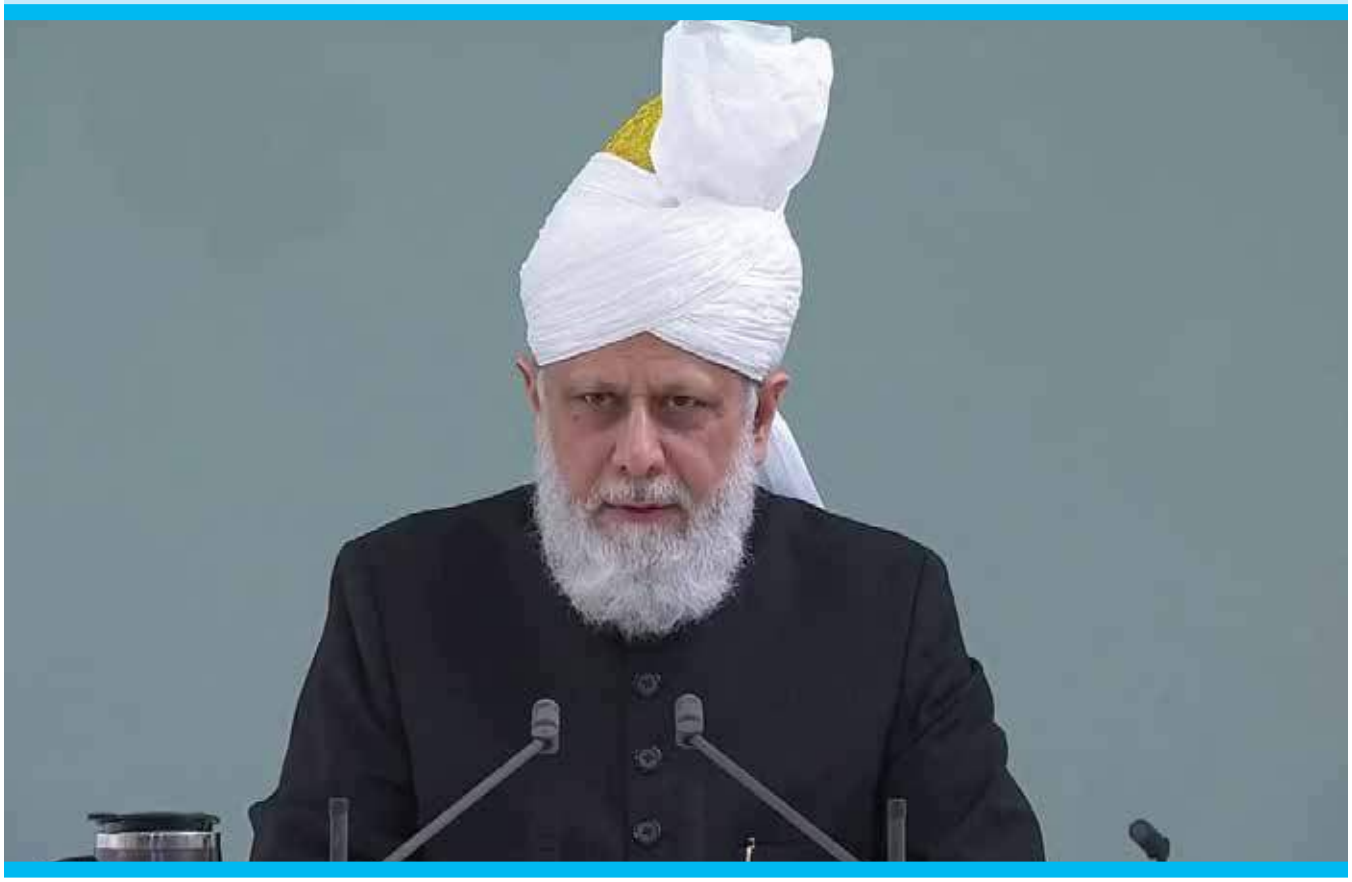

তাশাহ্হুদ, তা'ঊয এবং সূরা ফাতিহা পাঠের পর হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

অআজ রমযানের শেষ জুমুআ। রমযান অতিবাহিত হয়ে গেছে আর এমন অনেক মানুষ (হয়ত) থাকবে যারা রমযানে ইবাদত এবং নিজেদের মাঝে বিশেষ পরিবর্তন সৃষ্টির জন্য পরিকল্পনা করে থাকবে। কিন্তু সেগুলোর ওপর সেভাবে আমল করতে পারেনি, যেভাবে তারা পরিকল্পনা করেছিল। অনেকেই আমাকে এমন পত্র লিখে। আর আজ রমযানের শেষ দিনটিও কয়েক ঘন্টা পর শেষ হতে যাচ্ছে।

জুমুআর দিন সেই আশিসমণ্ডিত দিন যাতে এমন একটি ক্ষণ বা মুহূর্ত আসে যখন দোয়া গৃহীত হওয়ার বিশেষ সময় হয়ে থাকে। *(সহীহ্ বুখারী, কিতাবুল্ জুমুআ, বাবুস্ সাআতিল্লাতী ফী ইয়াওমিল্ জুমুআ, হাদীস নং: ৯৩৫)*

অতএব, যদি আমাদের রমযানের দিনগুলো সেভাবে অতিবাহিত না-ও হয়ে থাকে যেভাবে আমাদের আকাঙ্ক্ষা ছিল অথবা যেভাবে একজন মু'মিনের (রমযান) অতিবাহিত হওয়া উচিত ছিল, তবুও আমাদের আজ এই অবশিষ্ট সময়ে এই অঙ্গীকার করা উচিত আর দোয়া করা উচিত যে, আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকল দুর্বলতা উপেক্ষা করে, আমাদের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে আমাদেরকে তৌফিক দিন যেন আমরা নিজেদের জীবনকে স্থায়ীভাবে সেই পথে পরিচালনা করতে সক্ষম হই যা আল্লাহ্ তা'লা আমাদের কাছে প্রত্যাশা

রাখেন। আল্লাহ্ তা'লা অতীব দয়ালু। তিনি আমাদের দোয়াসমূহ গ্রহণ করার জন্য একথা বলেন নি যে, রমযান মাসে জুমুআর দিন এমন একটি ক্ষণ আসে যখন দোয়া গৃহীত হয়। বরং জুমুআর দিনের সাধারণ বৈশিষ্ট্য এখানে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব, আজ যদি আমরা নিজেদের দোয়ায় এই অঙ্গীকার করি যে, আমরা এই রমযানের পরও নিজেদের তাকওয়ার মান বৃদ্ধি করতে থাকব, এর জন্য চেষ্টা করব, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনের চেষ্টা করতে থাকব, আগামী জুমুআ পর্যন্ত নিজেদের সকল ইবাদতকে আল্লাহ্ তা'লার জন্য একনিষ্ঠ করতে থাকব, এরপর প্রত্যেক জুমুআর মধ্যবর্তী সময়কে নিজেদের সকল ইবাদত ও সৎকর্ম দ্বারা সজ্জিত করার চেষ্টা করতে থাকব, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য রাখব, আগামী রমযান পর্যন্ত আমরা সেই পরিকল্পনাকে পূর্ণ করার সর্বাত্মক চেষ্টা করতে থাকব যা আমরা নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টির লক্ষ্যে রমযান মাসের জন্য প্রণয়ন করেছিলাম কিন্তু কোন কারণে (হয়ত) তার ওপর আমল করতে পারিনি। অতএব, এটি হল, সেই আমল বা কর্ম যা প্রকৃত তাকওয়া সৃষ্টি করে। আর আমরা যখন একনিষ্ঠ হয়ে নিজেদের সকল ইবাদত এবং কর্মকাণ্ড আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে সম্পাদন করব তখন আল্লাহ্ তা'লা, যিনি সকল দয়ালুর চেয়ে অধিক দয়ালু, স্বতঃপ্রবৃত্ত দাতা, বার বার কৃপাকারী, তিনি আমাদেরকে সেসব কল্যাণে ভূষিত করতে থাকবেন যেগুলোর ওপর আমরা এই রমযানে কিছুটা হলেও আমল বা অনুশীলন করছি। অতএব, প্রকৃত বিষয় হল, তাকওয়া। আসল বিষয় হল, অবিচলতার সাথে খোদা তা'লার নির্দেশাবলীর ওপর আমল করা। মূল বিষয় হল, খোদা তা'লার ভীতি এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জন। (আমাদের মাঝে) যদি এগুলো থাকে আর আমরা পুনরায় জগৎমুখী সেই জীবনে ফিরে না গিয়ে থাকি যেখানে ধর্মকে জাগতিকতার ওপর অগ্রগণ্য করার বিষয়টি আমরা ভুলে যাই তাহলে আমরা ইবাদত এবং স্বীয় সংশোধনের জন্য এই রমযানে যতটুকু চেষ্টা করেছি এবং যেমনই করেছি, আল্লাহ্ তা'লা সেগুলো গ্রহণ করে আমাদেরকে পুরস্কৃত করতে থাকবেন। অতএব, এটি হল, মৌলিক নীতি যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এই লক্ষ্য অর্জনের বিষয়টি প্রত্যেক আহমদীকে সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। আর যখন আমরা স্বয়ং নিজেদের জীবনকে তাকওয়ার পথে পরিচালনা এবং আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য অতিবাহিত করব তখন আমরা আমাদের সন্তান-সন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সামনেও সেই দৃষ্টান্ত উপস্থাপনকারী হবো যার ফলে পুণ্যের অনুপ্রেরণা প্রজন্ম থেকে প্রজন্ম পরম্পরায় সঞ্চারিত হতে থাকবে। আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় যুগ-ইমাম ও মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসের হাতে বয়আত করেছি। আর যেসব শর্তে বয়আত করেছি সেগুলোর সারমর্মই হল, সর্বদা তাকওয়া দৃষ্টিপটে থাকবে আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এই (ব্যাপারে) বারংবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন যেন আমাদের জীবনে সেই বিপ্লব সাধিত হয় যা প্রত্যেক বছর কেবলমাত্র এক মাসের বিপ্লব হবে না বা বছরে শুধুমাত্র এক মাস এই বিপ্লব সৃষ্টির চেষ্টা হবে না। নিঃসন্দেহে রমযান মাসে তাকওয়ার উচ্চমান অর্জনের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটি প্রশিক্ষণের পরিবেশ এবং ব্যবস্থা আমাদের জন্য সরবরাহ করেছেন, কিন্তু তা এজন্য যে, প্রত্যেক রমযানের পর আমরা যেন তাকওয়ার পরবর্তী এবং উন্নত মান অর্জন করতে থাকি। এটি এজন্য নয় যে, রমযানের পর আমরা পুনরায় আবার আমাদের নিম্নমানে ফিরে যাবো।

অতএব, যেমনটি আমি বলেছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাকওয়ার মান উন্নত করার এবং আমাদের সংশোধনের নিমিত্তে প্রেরিত হয়েছেন আর এই (বিষয়ে) তিনি (আ.) বারংবার আমাদের উপদেশ দিয়েছেন। যেমন, এক উপলক্ষ্যে তিনি (আ.) বলেন, "অতএব, আমি প্রেরিত হয়েছি যেন সত্য ও ঈমানের যুগ পুনরায় ফিরে আসে এবং হৃদয়সমূহে তাকওয়া বা খোদাভীতি সৃষ্টি হয়। কাজেই, এসব কাজই হল, আমার আবির্ভাবের মূল কারণ।" এটিই আমার আগমনের উদ্দেশ্য। তিনি (আ.) বলেন, "আমাকে বলা হয়েছে, পুনরায় আকাশ ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে, যদিও তা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল।" *(কিতাবুল বারীয়্যা, রূহানী খাযায়েন, ত্রয়োশদ খণ্ড, পৃ. ২৯৩-২৯৪, টীকা)*

অতএব, এগুলো হল, সেসব বিষয় যেগুলো সর্বদা আমাদের নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। তাঁর (আ.) যুগ, যা 'খেলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়্যত'-এর ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়ে মহানবী (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী কেয়ামত পর্যন্ত বিস্তৃত যুগ, এতে তাঁর (আ.) অনুসারীরাই রয়েছেন যাদেরকে সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থেকে স্বীয় ঈমানের সুরক্ষা করতে হবে এবং এর উন্নত মান অর্জন করতে হবে। আর এটি কেবলমাত্র এক মাসের নেকী বা পুণ্য করার আকাঙ্ক্ষা অথবা এক মাসের ইবাদত এবং ইবাদতের প্রতি গভীর আকর্ষণ অথবা মসজিদগুলোকে এক মাসের জন্য বিশেষভাবে আবাদ করার ফলে অর্জিত হবে না, বরং সত্য যখন মেনেছি, যখন তাঁকে (আ.) মসীহ্ মাওউদ ও প্রতিশ্রুত মাহদী মেনে বয়আত করেছি তখন ঈমানের মান উন্নত করার জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা-প্রচেষ্টা করা উচিত। আর আমরা যখন এমন হয়ে যাব তখন আমরা তাদের অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের সাথে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। যারা বয়আতের উদ্দেশ্যকে অনুধাবন করেছেন এবং এর দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছেন। আর এরাই হবে সেসব মানুষ যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে বলেছেন, "আমি তোমার এবং তোমার প্রিয়দের সাথে আছি"। *(তাযকিরাহ্, পৃ. ৬৩০, চতুর্থ সংস্করণ)*

কারো প্রিয়ভাজন হওয়ার জন্য মৌলিক শর্ত এটিই আর এমনটিই হওয়া উচিত, অর্থাৎ তাঁর কথার ওপর যেন আমল করা হয় এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী যেন স্বীয় জীবন অতিবাহিত করা হয়। অতএব, এখানে আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রিয়দের সাথে থাকার ঘোষণা দিয়েছেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লা যখন কারও সঙ্গী হয়ে যান তখন তার আর অন্য কোন কিছুর প্রয়োজন থাকে না।

অতএব আমাদের মাঝে তারাই সৌভাগ্যবান, যারা স্বীয় ঈমানের এই মান অর্জন করেছেন; যেখানে তারা আজীবন আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করেছেন। আর তার ইহ ও পরকাল সুনিশ্চিত হয়ে গেছে যে আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গ লাভ করে।

অতএব, আমাদের নিজেদের মাঝে তাকওয়া সৃষ্টি করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর (আবির্ভাবের) উদ্দেশ্যকে পূর্ণ করতে হবে। আর এটি তখনই হবে যখন আমরা অবিচলতার সাথে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের চেষ্টা করব। তিনি (আ.) এই উদ্ধৃতিতে একথাও বলেছেন যে, "আকাশ পুনরায় ভূ-পৃষ্ঠের নিকটবর্তী হবে"। আর আকাশ ভূ-পৃষ্ঠের নিকবর্তী তখনই হবে যখন আমরা এর কল্যাণ লাভ করব। খোদা তা'লা তখন আমাদের নিকটবর্তী হবেন যখন কুরআন ও সুন্নতের আলোকে আমরা সেই পথে পরিচালিত হবো যা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদের সামনে সুস্পষ্টভাবে উপস্থাপন করেছেন। আমরা সেই সৌভাগ্যবান লোকদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হবো যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারি বর্ষিত হয়, যাদের দোয়া খোদা তা'লা শ্রবণ করেন।

যখন আমরা নিজেদের জীবনে এসব দৃশ্য অবলোকন করবো তখন অন্যদেরকেও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে এই আহ্বান জানাতে পারব যে, তোমরা যদি খোদা তা'লার সাথে জীবন্ত সম্পর্ক গড়তে চাও, নিজেদের ঈমানকে সুদৃঢ় করতে চাও তবে এসো, মহানবী (সা.)-এর নিষ্ঠাবান দাসকে গ্রহণ করো। আর এটি শুধুমাত্র তাকওয়ার উন্নত মান অর্জনের মাধ্যমেই সম্ভব এবং এটি তখনই সম্ভব যখন এই মান অর্জনের পর আমরা এর ওপর দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকব। তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলীও দেখতে পাবো। কাজেই, আমাদের মধ্যে যারা এই নীতিটি বুঝেছেন এবং (নিজেদের) জীবনকে পুণ্য ও তাকওয়ার উন্নত মানে উন্নীত করতে সক্ষম হয়েছেন অথবা উন্নীত করার চেষ্টা করছেন, তারা আল্লাহ্ তা'লার কৃপাবারির দৃশ্যাবলী দেখতে থাকবেন। আমাদের মধ্যে প্রত্যেকেই এসব দৃশ্য দেখতে পারে, যদি সে নিজের জীবন আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশাবলী অনুসারে তাকওয়ার পথে বিচরণকারী বানিয়ে নেয়।

প্রকৃত তাকওয়া কী এবং এই পথে বিচরণকারীর কেমন হওয়া উচিত এবং তার সাথে আল্লাহ্ তা'লার ব্যবহার কীরূপ হয়ে থাকে– এই পর্যন্ত তারেক চেক করেছে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "প্রকৃত তাকওয়ার সাথে অজ্ঞতা একত্রিত হতে পারে না।" অতএব এটি একটি মৌলিক বিষয় যে, মুত্তাকী অজ্ঞ হতে পারে না। সত্যিকার মুত্তাকী ইবাদতকারী হবে এবং একইসাথে বান্দাদের প্রাপ্য অধিকার প্রদানকারীও হবে। অতএব এটি হল, সেই মৌলিক বিষয় যা আমাদের সর্বদা নিজেদের দৃষ্টিপটে রাখা উচিত। এরপর [তিনি (আ.) বলেন,] "প্রকৃত তাকওয়া নিজের সাথে এক প্রকার জ্যোতি রাখে, যেমনটি মহামহিমান্বিত আল্লাহ্ বলেছেন,

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنْ تَتَّقُوا اللّٰهَ يَجْعَلْ لَّكُمْ فُرْقَانًا وَّيُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّاٰتِكُمْ

(সূরা আনফাল: ৩০)

وَيَجْعَلْ لَّكُمْ نُوْرًا تَمْشُوْنَ بِهٖ

(সূরা হাদীদ: ২৯)

অর্থাৎ, হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা মুত্তাকী হবার বিষয়ে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ থাকো এবং আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকা (তথা খোদাভীতির) বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করো, তাহলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন।"

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এখানে ব্যাখ্যামূলক অনুবাদ করেছেন যে, "আল্লাহ্ তা'লার জন্য ইত্তেকার বৈশিষ্ট্য ধারণ ও তাতে অবিচল থাকার পথ অবলম্বন করলে খোদা তা'লা তোমাদের ও অন্যদের মাঝে পার্থক্য সৃষ্টি করে দেবেন। সেই পার্থক্য হল, তোমাদেরকে এক জ্যোতি দেওয়া হবে যেই জ্যোতির সাহায্যে তোমরা নিজেদের সকল পথে চলবে। অর্থাৎ সেই জ্যোতি তোমাদের সমস্ত কর্মকাণ্ড ও কথাবার্তা এবং শক্তিবৃত্তি আর ইন্দ্রিয়সমূহে সৃষ্টি হবে। তোমাদের বুদ্ধিবৃত্তিতেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের আনুমানিক কথাতেও জ্যোতি থাকবে আর তোমাদের চোখেও জ্যোতি থাকবে এবং তোমাদের কান ও তোমাদের ভাষা আর তোমাদের বর্ণনা এবং তোমাদের প্রতিটি গতি ও স্থিতির মাঝে জ্যোতি থাকবে; আর যেসব পথে তোমরা চলবে সেসব পথ জ্যোতির্মণ্ডিত হয়ে যাবে। মোটকথা, তোমাদের যত পথ রয়েছে– শক্তিবৃত্তির পথ হোক, ইন্দ্রিয়সমূহের পথ হোক– সেগুলো সবই জ্যোতিতে পরিপূর্ণ হয়ে যাবে এবং তোমরা আপাদমস্তক জ্যোতির মাঝেই চলাফেরা করবে।" *(আয়নায়ে কামালাতে ইসলাম, রূহানী খাযায়েন, পঞ্চম খণ্ড, পৃ. ১৭৭-১৭৮)*

অতএব এটি হল, সেই মর্যাদা যা একজন মু'মিন ও মুত্তাকীর অর্জনের চেষ্টা করা উচিত। রমজান অতিক্রান্ত হয়ে গেলেও আমরা এই মান অর্জনের জন্য চেষ্টা করতে পারি। আমাদের মধ্যে তারাই সৌভাগ্যবান যারা এই মান অর্জন করে যে, আমাদের প্রতিটি কথা ও কাজের ওপর আল্লাহ্ তা'লার কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায়। আমাদের প্রতিটি কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়, আমাদের চলাফেরা, উঠাবসা,

মোটকথা সকল কাজ আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের জন্য হয়। যখন এমন অবস্থা (সৃষ্টি) হবে তখনই আমরা আল্লাহ্ তা'লার জ্যোতির অংশ লাভ করতে পারব। জাগতিক চাকচিক্যের পরিবর্তে যদি আমাদের লক্ষ্য আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন হয় তবেই আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর আবির্ভাবের উদ্দেশ্য বা লক্ষ্য পূর্ণকারী হবো। আমরা আন্তরিক চেষ্টার সাথে নিজেদের অঙ্গীকার পালনকারী হবো। যদি এই পবিত্র পরিবর্তনকে আমরা নিজেদের জীবনের অংশে পরিণত করার আকাঙ্ক্ষা না রাখি এবং এর জন্য সচেষ্ট না হই তবে আমাদের দাবি ভ্রান্ত। রমজানে সাময়িকভাবে কৃত পুণ্যকর্মও আমাদের কোন উপকারে আসবে না। অতএব আমাদের সর্বদা এই চেতনার সাথে নিজেদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমরা এই তাকওয়া অর্জনের জন্য অনবরত চেষ্টা করছি কি যা পবিত্র কুরআনের আয়াতের আলোকে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বর্ণনা করেছেন? আমরা যদি এভাবে নিজেদের জীবন গড়ার চেষ্টা করি তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা শয়তানের মোকাবিলা করার জন্যও প্রস্তুত আছি আর শয়তানের মোকাবিলায় আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সাহায্যও করবেন এবং শয়তানের সকল আক্রমণকে ব্যর্থ ও বিফল করবেন। বর্তমান যুগে তো শয়তান আমাদেরকে সবদিক থেকে ঘিরে রেখেছে এবং খোদা তা'লার সাহায্য ছাড়া তার খপ্পর থেকে মুক্ত হওয়া সম্ভব নয়। আর খোদা তা'লার সাহায্য তাকওয়ার পথে বিচরণকারীদের সাথেই থাকে।

আমাদের সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে, এই যুগ তো বিশেষভাবে শয়তানের আক্রমণের যুগ। শয়তান তার সমস্ত কূট-কৌশল, ষড়যন্ত্র এবং অস্ত্রশস্ত্র দ্বারা আক্রমণ করছে। এমনসব ভয়ঙ্কর আক্রমণ করছে যার দৃষ্টান্ত পূর্বে পাওয়া যেতো না। অতএব এমতাবস্থায় খোদা তা'লার প্রতি বিশেষভাবে সমর্পিত হওয়া প্রয়োজন।

টিভি হোক বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম হোক অথবা অন্যান্য প্রোগ্রাম হোক কিংবা বাচ্চাদের স্কুল হোক বা তাদের বিভিন্ন প্রোগ্রাম– সর্বত্র শয়তান দাজ্জালের মাধ্যমে এমন এক ভয়ঙ্কর পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে যা থেকে খোদা তা'লার সাহায্য ব্যতীত পরিত্রাণ পাওয়া সম্ভবই নয়।

বর্তমানে সবচেয়ে বেশি চিন্তা হল, নিজেদের সন্তানসন্ততি এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে দাজ্জাল ও শয়তানের আক্রমণ থেকে রক্ষা করার বিষয়ে আর এর অনেক বেশি প্রয়োজনও রয়েছে। আর এর জন্য প্রত্যেক আহমদী পিতামাতার, (বরং) সকল আহমদী পিতামাতার চেষ্টা-প্রচেষ্টাও করা উচিত এবং জামা'তী ব্যবস্থাপনারও চেষ্টা করা উচিত।

এজন্য প্রত্যেক বুদ্ধিমান ও প্রাপ্তবয়স্ক আহমদীকে আল্লাহ্ তা'লার দরবারে বিনত হয়ে, তাঁর কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে, তাকওয়ার উচ্চমান অর্জন করার চেষ্টা করা উচিত; যাতে আল্লাহ্‌র সাহায্যে এভাবে দাজ্জালের মোকাবিলা করতে পারেন। রমজানের পরও আমাদের শিথিল হয়ে যাওয়া উচিত নয়, হাত-পা গুটিয়ে বসে যাওয়া উচিত নয় বরং নিজেদের পবিত্র কুরআনের জ্ঞান ও ধর্মীয় জ্ঞান বৃদ্ধির জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা করা উচিত যাতে আমাদের বাড়িঘরে স্থায়ীভাবে একটি বিশেষ পরিবেশ বজায় থাকে।

নিজেদের ইবাদতের সুরক্ষা করা উচিত। শয়তান এবং দাজ্জালের আক্রমণ থেকে রক্ষার জন্য বিশেষভাবে দোয়ার প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করা উচিত।

শয়তানের কূট-কৌশল ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত যে, শয়তানের বিকাশকেই মূলত দাজ্জাল বলা হয়, যার অর্থ হল, হেদায়েতের পথ থেকে ভ্রষ্টকারী। কিন্তু শেষ যুগ সম্পর্কে পূর্ববর্তী গ্রন্থাবলীতে লেখা আছে যে, সে সময় শয়তানের সাথে অনেক যুদ্ধ হবে, কিন্তু অবশেষে শয়তান পরাজিত হবে।"

এখানে এই আশার বাণীও শুনিয়েছেন যে, তাকওয়ার পথে চলতে থাকলে এবং মোকাবিলা করলে শয়তান পরাজিত হবে। তিনি (আ.) বলেন, "যদিও সকল নবীর যুগেই শয়তান পরাজিত হতে থেকেছে, কিন্তু তা ছিল কেবল সাময়িক। প্রকৃতঅর্থে তার পরাজয় বরণ মসীহ্'র হাতে নির্ধারিত ছিল। আর খোদা তা'লা এতটা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি প্রদান করেছেন যে,

جَاعِلُ الَّذِيْنَ اتَّبَعُوْكَ فَوْقَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْٓا اِلٰى يَوْمِ الْقِيٰمَةِ *(সূরা আলে ইমরান: ৫৬)*

(এখানে) তিনি বলেছেন যে, তোমার সত্যিকার অনুসারীদেরকেও কেয়ামত পর্যন্ত অন্যদের ওপর প্রাধান্য দান করব।"

অতএব প্রকৃত অনুসারী হবার জন্য ও তাঁর (আ.) শিক্ষার ওপর আমল করার জন্য তাকওয়া অবলম্বন করতে হবে। অতএব তিনি (আ.) বলেন, "মোটকথা শয়তান এই শেষ যুগে পূর্ণ শক্তিতে যুদ্ধ করছে, কিন্তু চূড়ান্ত বিজয় আমাদেরই হবে, ইনশাআল্লাহ্। *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৬০, এডিশন ১৯৮৪)*

কাজেই, শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষার এবং বিজয় দানের প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কেও দিয়েছেন। তাঁর (আ.) প্রতিও দু'তিন বার এই এলহাম হয়েছে, কিন্তু এথেকে প্রকৃতপক্ষে তারাই লাভবান হবে যারা তাঁর সত্যিকার অনুগত এবং তাঁর শিক্ষার ওপর আমলকারী। এ সম্পর্কে এক উপলক্ষ্যে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন,

একস্থানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "একথা সত্য যে, তিনি আমার অনুসারীদেরকে" কেয়ামত পর্যন্ত "আমার অস্বীকারকারী ও বিরুদ্ধবাদীদের বিরুদ্ধে বিজয় দান করবেন। কিন্তু প্রণিধানের বিষয় হল, কোন ব্যক্তি কেবল আমার হাতে বয়আত করলেই (আমার) অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে না। যতক্ষণ পর্যন্ত সে নিজের মাঝে অনুসরণের পুরো বৈশিষ্ট্য বা অবস্থা সৃষ্টি

না করবে (সে আমার) অনুসারীদের মাঝে অন্তর্ভুক্ত হতে পারবে না। যতক্ষণ পর্যন্ত পরিপূর্ণ অনুসরণ না করবে, এমন অনুসরণ যেন আনুগত্যে বিলীন হয়ে যায় এবং পদাঙ্ক অনুসরণ করে, ততক্ষণ পর্যন্ত 'ইত্তিবা' বা অনুসরণ শব্দটি যথার্থ প্রমাণিত হয় না।" তিনি (আ.) বলেছেন, "এথেকে বুঝা যায়, খোদা তা'লা আমার জন্য এমন জামা'ত নির্ধারণ করে রেখেছেন যারা আমার আনুগত্যে বিলীন হবে এবং সম্পূর্ণরূপে আমার অনুসরণ করবে।" *[মালফুযাত, অষ্টম খণ্ড, পৃ. ২৯৯, সংস্করণ: ১৯৮৪]*

আল্লাহ্ তা'লা এমন জামা'ত দান করবেন ঠিকই তা আমরা হই বা অন্য লোকদের হোক। আজ হোক বা আগামীকাল অথবা পূর্বে অতিক্রান্ত হয়েছে কিংবা আমাদের মাঝে কতিপয় হোক অথবা অধিকাংশ হোক, তিনি (আ.) এই জামা'ত অবশ্যই লাভ করবেন, (এটি) আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি। অতএব এই শব্দগুলো আমাদেরকে ভীষণভাবে প্রকম্পিত করার মতো।

আমাদের আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত যে, আমাদের আনুগত্যের মান কেমন? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) নিজের জামা'ত ও তাঁর নিষ্ঠাবান অনুসারীদের জন্য যে দোয়া করেছেন আমরা কি তার উত্তরাধিকারী হচ্ছি? আমরা কি আল্লাহ্ তা'লার সেসব অনুগ্রহের ভাগীদার হচ্ছি যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা তাঁর অনুসারীদের জন্য তাঁকে (আ.) দিয়েছেন? হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) তাঁর জামা'তের সদস্যদের মাঝে তাকওয়ার যে মান দেখতে চান আমরা কি সেসব অর্জনের চেষ্টা করছি?

এমনটি যদি না হয় তাহলে কয়েকদিনের দোয়া, কেবল রমযানের দোয়া এবং কয়েকদিনের ইবাদত এবং কান্নাকাটি আমাদেরকে সেসব পুরস্কারের যোগ্য করবে না যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন।

এরপর এ বিষয়ে তিনি (আ.) কিশতিয়ে নূহ্-তে আরও বলেন, "স্মরণ রাখতে হবে, কেবল মৌখিক বয়আতের অঙ্গীকার করার কোন মূল্য নেই যতক্ষণ পর্যন্ত হৃদয়ের দৃঢ় সংকল্প" তথা নিয়্যত এবং দোয়া এর সাথে যুক্ত না হবে। দৃঢ়তার সাথে "এর ওপর পরিপূর্ণ আমল করা না হবে।" সংকল্পও থাকতে হবে এবং দোয়াও করতে হবে এরপর পূর্ণরূপে আমল করতে হবে। তিনি (আ.) বলেন, "অতএব যে ব্যক্তি আমার শিক্ষার ওপর পরিপূর্ণরূপে আমল করে সে আমার সেই গৃহে প্রবেশ করে যার সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে এই প্রতিশ্রুতি রয়েছে, ইন্নি উহাফিযু কুল্লা মান ফিদ্দার। অর্থাৎ, প্রত্যেক সেই ব্যক্তি যে তোমার চারদেয়ালের মধ্যে রয়েছে আমি তাকে রক্ষা করব।" *[কিশতিয়ে নূহ, রূহানী খাযায়েন, উনবিংশ খণ্ড, পৃ. ১০]*

কাজেই, সকল সমস্যা ও বিপদাপদ থেকে রক্ষা পাবার এই ব্যবস্থাপত্র হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন যে, আমার শিক্ষানুযায়ী একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার চেষ্টা করো, এরপর দেখো! আল্লাহ্ তা'লা কীভাবে তোমাদেরকে শয়তান এবং দাজ্জালের বিভিন্ন আক্রমণ থেকে রক্ষা করেন! বরং আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে সেসব অস্ত্রশস্ত্রেও সুসজ্জিত করবেন যেগুলো ব্যবহার করে আমরা শয়তানের বিরুদ্ধে জয় লাভ করব। শুধু রক্ষাই পাবো না বরং সেটিকে ধ্বংস করতেও সক্ষম হবো। আর শয়তানকে চিরকালের জন্য বিনাশকারী এবং দাজ্জালের সকল আক্রমণ থেকে সুরক্ষিত থাকব। তাকে ধ্বংস করতে সক্ষম হবো।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) একস্থানে বলেন, "কিন্তু একথা স্মরণ রাখতে হবে যে, এর মৃত্যু" অর্থাৎ, শয়তানের মৃত্যু "শুধু এতটুকুই নয় যে, মুখ দিয়ে বললাম শয়তান মরে গেছে আর সে মরে যাবে। বরং তোমাদেরকে কার্যত প্রমাণ করে দেখানো উচিত যে, শয়তান মরে গেছে। শয়তানের মৃত্যু বুলিসর্বস্ব নয় বরং কর্মের মাধ্যমে প্রমাণ করা উচিত।" কেবল মৌখিকভাবে শয়তানের মৃত্যুর ঘোষণা দিতে থেকো না বরং আমাদের প্রতিটি কাজকর্ম, আমাদের সকল অবস্থার মাধ্যমে যেন একথার বহিঃপ্রকাশ ঘটে যে, আমরা নিজেদের শয়তানকে হত্যা করছি। তিনি (আ.) বলেন, "খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে, শেষ মসীহ্‌র যুগে শয়তান সম্পূর্ণরূপে ধ্বংসপ্রাপ্ত হবে।" তিনি (আ.) বলেন, "যদিও শয়তান প্রত্যেক মানুষের সাথেই থাকে, কিন্তু আমাদের নবী (সা.)-এর শয়তান মুসলমান হয়ে গিয়েছিল।" একটি দৃষ্টান্ত রয়েছে। আমাদের সামনে একটি আদর্শ ও সুন্নত বর্ণনা করেছেন, শয়তানকে পরাভূত করতে চাইলে সেই আদর্শের ওপর আমাদের আমল করা আবশ্যক। তিনি (আ.) বলেন, "একইভাবে আল্লাহ্ তা'লার প্রতিশ্রুতি রয়েছে যে, এই যুগে শয়তানকে সমূলে বিনাশ করা হবে। এটি তো তোমরা জানোই যে, লা হাওলা পড়লে শয়তান পালিয়ে যায়।" লা হাওলা পড়লে শয়তান পালায় "কিন্তু সে এতটা বোকা নয় যে, শুধুমাত্র মৌখিকভাবে লা হাওলা" পড়লে বা "বললেই সে পালিয়ে যাবে।" লা হাওলা ওয়ালা কুওয়্যাতা ইল্লা বিল্লাহ্ পড়লেই শয়তান পালিয়ে যাবে, এমনটি নয়। "এভাবে একশ বার লা হাওলা পড়লেও শয়তান পালাবে না, বরং আসল কথা হল, যার রন্ধ্রে রন্ধ্রে লা হাওলা প্রবাহিত হয় আর যে সর্বদা খোদা তা'লার সমীপেই সাহায্য ও সহযোগিতা প্রার্থনা করতে থাকে এবং তাঁর সত্তা থেকেই কল্যাণ লাভ করতে থাকে, তাকেই শয়তানের খপ্পর থেকে রক্ষা করা হয়। হৃদয় থেকে ধ্বনি উচ্চকিত হওয়া উচিত, মর্ম অনুধাবন করা উচিত, শুধু বুলিসর্বস্ব হলে চলবে না। "আর তারাই সফলকাম হয়।" *[মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৬১, সংস্করণ: ১৯৮৪]*

পুনরায় নিজের এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো! আল্লাহ্

তা'লা পবিত্র কুরআনের সূচনাও দোয়ার মাধ্যমে করেছেন আর এর সমাপ্তিও দোয়ার মাধ্যমেই করেছেন। এর অর্থ হল, মানুষ এতটাই দুর্বল যে, খোদার করুণা ছাড়া পবিত্র হতেই পারে না।" একটি বৈঠকে উল্লেখ করেছিলেন। অন্যত্র এক রিপোর্টে এভাবে বাক্য বর্ণিত হয়েছে, "তোমরা নিজেদেরকে পবিত্র আখ্যায়িত কোরো না, কেননা আল্লাহ্ পবিত্র না করা অবধি কেউ পবিত্র হতে পারে না।" যাহোক, এরপর তিনি (আ.) বলেন, "যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য ও সহযোগিতা না পাওয়া যায় কেউ পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করতেই পারে না।" পুণ্যের ক্ষেত্রে উন্নতি করার জন্য আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য অপরিহার্য। "একটি হাদীসে বর্ণিত হয়েছে, যাকে খোদা জীবিত করেন সে ছাড়া সবাই মৃত; যাকে আল্লাহ্ হিদায়াত দেন তিনি ব্যতীত সবাই পথভ্রষ্ট; আল্লাহ্ যাকে দৃষ্টিশক্তি দেন তিনি ছাড়া বাকি সবাই অন্ধ।

মূলত একথা সত্য যে, যতক্ষণ পর্যন্ত খোদার কৃপা লাভ না হয় ততক্ষণ পর্যন্ত জগতের ভালবাসার বেড়ি গলায় জড়িয়ে থাকে। আর কেবল সে-ই এর থেকে মুক্তি পায় যার প্রতি আল্লাহ্ স্বীয় করুণা করেন। কিন্তু স্মরণ রাখা উচিত, আল্লাহ্‌র অনুগ্রহের ধারাও দোয়ার মাধ্যমেই শুরু হয়।" আল্লাহ্‌র অনুগ্রহ লাভের জন্য দোয়া করতে হবে। "কিন্তু এটি মনে কোরো না যে, দোয়া কেবল মৌখিক বুলির নাম। বরং দোয়া এক প্রকার মৃত্যু যার পরে (প্রকৃত) জীবন লাভ হয়। যেভাবে পাঞ্জাবি ভাষায় একটি পঙ্‌ক্তি রয়েছে,

জো মাঙ্গে সো মার রাহে,
মারে সো মাঙ্গন জা"

অর্থাৎ প্রার্থনাকারীর নিজেকে মৃতবত করতে হয়। অতএব যদি মৃতবত অবস্থা সৃষ্টির সাহস থাকে তাহলে প্রার্থনা করো। যদি এটি করতে পারো এবং করো তাহলে প্রার্থনা করো। তিনি (আ.) বলেন,

"দোয়ার মাঝে এক প্রকার চৌম্বকীয় আকর্ষণ থাকে যা কল্যাণ ও অনুগ্রহকে নিজের প্রতি আকৃষ্ট করে।

এটি কেমন দোয়া?" এটি তো কোন দোয়া নয় "যে, মুখ দিয়ে اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ বলতে থাকে আর হৃদয়ে চিন্তা থাকে, অমুক ব্যবসা এভাবে করব।" মুখে কিছু বলছে, চিন্তা অন্যদিকে আর হৃদয় অন্য কোথাও ঘুরছে। "অমুক জিনিস রয়ে গেছে। একাজ এভাবে করা উচিত ছিল, যদি এভাবে হয়ে যায় তাহলে এমনটি করব।" মাথায় জাগতিক চিন্তাভাবনা বেশি ঘুরপাক খেতে থাকে আর মুখ দিয়ে বাহ্যত দোয়া নির্গত হয়। তিনি (আ.) বলেন, "এটি তো মূলত জীবন নষ্ট করার নামান্তর। মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্‌র কিতাবকে অগ্রগণ্য না করে এবং তদনুযায়ী আমল না করে ততক্ষণ পর্যন্ত তার নামায কেবল সময়ের অপচয়মাত্র।" আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে পবিত্র কুরআনে যে–সব আদেশ-নিষেধ প্রদান করেছেন, সেগুলো পাঠ করো। রমযানে আমরা সেগুলো পড়েছিও আর দরসও শুনেছি, তদনুযায়ী আমল করো আর দেখো! এরপর যে জীবন অতিবাহিত করবে, সেটিই প্রকৃত জীবন। এটিই সেই জীবন, যাদের প্রতি আল্লাহ্ তা'লা কৃপা বর্ষণ করেন।

এরপর তিনি (আ.) বলেন, "পবিত্র কুরআনে সুস্পষ্টভাবে লেখা আছে, قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ۙ﴿۲﴾ الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خٰشِعُوْنَ ۙ﴿۳﴾ *(সূরা আল্ মু'মিনূন: ২-৩)* অর্থাৎ দোয়া করতে করতে মানুষের হৃদয় যখন বিগলিত হয় আর খোদার দরবারে এরূপ নিষ্ঠা ও আন্তরিকতার সাথে পতিত হয় যেন এতেই নিমগ্ন হয়ে যায় আর সকল ধ্যানধারণা পরিত্যাগ করে তাঁর কাছ থেকে কল্যাণ ও সাহায্য কামনা করে এবং এরূপ একাগ্রতা অর্জিত হয় যে, এক প্রকার ভাবাবেগ ও কোমলতা সৃষ্টি হয়, তখন সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয়।" সেসব মু'মিনই সফলতা লাভ করবে যাদের নামায বিনয় ও আন্তরিকতায় পরিপূর্ণ। হৃদয় যখন সম্পূর্ণরূপে বিগলিত হবে তখনই সফলতার দ্বার উন্মোচিত হবে। আল্লাহ্ তা'লার আশিস এবং সাহায্য তখন আসে যখন একনিষ্ঠভাবে আল্লাহ্‌র জন্য নিবেদিত হয়ে মানুষ দোয়া করতে থাকে। তিনি (আ.) বলেন, তখন সফলতার দ্বার উন্মোচিত হয় "যার ফলে জগতের ভালবাসা লোপ পায়, কেননা দুটি ভালবাসা একস্থানে সমবেত থাকতে পারে না। যেমনটি লেখা আছে,

ہم خدا خواہی وہم دنیائے دوں
ایں خیال است و محال است و جنوں

(উচ্চারণ: হাম খোদা খাহী ওহাম দুনিয়ায়ে দূঁ, ঈঁ খেয়াল আস্‌ত ওয়া মুহালাস্‌ত ওয়া জুনূঁ) অর্থাৎ, তুমি খোদাকেও চাও আবার এই নশ্বর জগৎও চাও। এটি তো অলীক কল্পনা। এটি বৃথা চিন্তাধারা। এটি অসম্ভব বিষয়। এ দু'টি বিষয় একত্রে অবস্থান করতে পারে না। এটি উন্মাদনার নামান্তর। তিনি (আ.) বলেন, এ জন্যই এরপর খোদা তা'লা বলেন, وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُوْنَ ۙ﴿۴﴾ *(সূরা আল্ মু'মিনূন: ৪)* এখানে 'লাগব' দ্বারা জগৎকে বুঝায়। অর্থাৎ মানুষ যখন নামাযে বিনয় ও কোমলতা লাভ করতে আরম্ভ করে তখন এর ফলাফল যা দাঁড়ায় তা হল, জগৎপ্রেম তার হৃদয় থেকে উবে যায়। এর দ্বারা এটি বুঝায় না যে, সে চাষাবাদ অথবা ব্যবসা বা চাকুরি ইত্যাদি পরিত্যাগ করে বরং সে পার্থিব এমন কাজকর্ম যা প্রতারিত করে এবং আল্লাহ্ থেকে উদাসীন করে দেয় সেগুলো পরিত্যাগ করতে আরম্ভ করে।" জাগতিক এমন কাজকর্ম থেকে বিরত থাকে, যেগুলো আল্লাহ্ তা'লার আদেশ পরিপন্থী। এ বিষয়টি আরও স্পষ্ট করতে গিয়ে অন্যত্র এক বৈঠকে তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, "رِجَالٌ ۙ لَّا تُلْهِيْهِمْ تِجَارَةٌ وَّلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللّٰهِ *(সূরা আন্ নূর: ৩৮)* অর্থাৎ আমাদের এমন বান্দারাও আছে যারা বড় বড় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে বা কারখানায় এক মুহূর্তের তরেও আমাদেরকে ভুলে যায় না।" কাজ করতে থাকলেও আল্লাহ্ তা'লাকে ভুলে যায় না।

তিনি (আ.) বলেন, "যারা আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক রাখে তারা জগৎপূজারী আখ্যায়িত হয় না বরং জগৎপূজারী সে যে আল্লাহ্‌কে স্মরণ রাখে না।"

যাহোক, এরপর আল্লাহ্‌র বান্দাদের গুণাবলী বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন, "এমন লোকদের আহাজারি" অর্থাৎ খোদার বান্দাদের কান্নাকাটি "আর আকুতিমিনতি এবং খোদার সমীপে মিনতির কল্যাণে এই ফলাফল সৃষ্টি হয় যে, এমন লোকেরা ধর্মের ভালবাসাকে জাগতিক ভালবাসা, লোভ-লালসা এবং বিলাসিতা তথা সবকিছুর ওপর প্রাধান্য দেয়।" এটি হল, ধর্মকে জাগতিকতার ওপর প্রাধান্য দেয়ার সংজ্ঞা। "কেননা এটি নীতিগত বিষয় যে, একটি পুণ্যকর্ম অপর পুণ্যকর্মকে নিজের দিকে আকৃষ্ট করে আর একটি মন্দকর্ম অপর একটি মন্দকর্মের প্ররোচনা দেয়। যখন তারা নিজেদের নামাযে বিনয় ও নম্রতা অবলম্বন করে তখন এর আবশ্যিক ফলাফল এটিই হয়ে থাকে যে, তারা স্বভাবতই বাজে কাজ পরিহার করে এবং এই নোংরা জগৎ থেকে মুক্তি লাভ করে আর এই জগৎপ্রেম বিলুপ্ত হয়ে তাদের মাঝে খোদাপ্রেম সৃষ্টি হয়ে যায়।" (মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৬২-৬৪ টীকাসহ) নামায তাদেরকে পুণ্যের দিকে নিয়ে যায়। জাগতিক ব্যবসা-বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও জগৎ তাদের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হয় না যেমনটি আমি গত খুতবায় 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ্'র ব্যাখ্যায় বলেছি যে, মকসূদ, মতলূব এবং মাহবূব (তথা উদ্দেশ্য, আকাঙ্ক্ষা এবং প্রেমাস্পদ) হয়ে থাকে একমাত্র আল্লাহ্ তা'লার সত্তা।

অতএব এই হল, সেই মানদণ্ড যেটি আমাদেরকে নিজের ভেতরকার শয়তানকে হত্যা করার জন্য অবলম্বন করতে হবে। শয়তানকে বিতাড়নের জন্য যদি 'লা হাওল' পড়ি, তাহলে প্রত্যেক মুহূর্তে আমাদের মনমস্তিস্কে এই বিষয়টি বদ্ধমূল থাকা উচিত যে, সকল শক্তি ও সামর্থ্যের একচ্ছত্র অধিপতি হলেন খোদা তা'লা। আল্লাহ্ তা'লার অনুমতি ব্যতিরেকে গাছের একটি পাতাও ঝরতে পারে না। বলতে গেলে তো আমাদের অধিকাংশই বলে থাকি যে, এটিই আমাদের বিশ্বাস, আমরা এটিই মান্য করি। কিন্তু যখন বাস্তবে করে দেখানোর সময় আসে তখন অন্যান্য জাগতিক ভয়ভীতি এবং জাগতিক ভালবাসা এবং কামনা-বাসনা আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসার ওপর প্রাধান্য লাভ করে।

অতএব আল্লাহ্ তা'লার প্রতি প্রকৃত ঈমান এবং আল্লাহ্ তা'লার সত্যিকার ইবাদত এমন হওয়া উচিত যে, এর প্রভাব আমাদের দেহ-মন উভয়ের ওপর পড়বে।

আর যখন ইবাদতের এই মান অর্জিত হবে তখন বাহ্যিক মূল নীতি-নৈতিকতাও উচ্চতায় আরোহিত হতে থাকে। মন-মস্তিস্ক এবং আত্মা পবিত্র হয়। শয়তানের প্রত্যেক আক্রমন এবং সকল প্রকার প্রতারণা থেকে মানুষ আল্লাহ্ তা'লার আশ্রয়ে আসার কারণে রক্ষা পায়। ইবাদতের সেই মান মানুষ অর্জন করতে সক্ষম হয় যার মাঝে আল্লাহ্ বৈ অন্য কোন অস্তিত্বের অনুপ্রবেশ থাকে না। নামায এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকার যথাযথভাবে প্রদানের পাশাপাশি এ বিষয়টিও আমাদের দৃষ্টিতে রাখতে হবে যে, অধিকার প্রদানের বিষয়ে হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, নামায হল, ইবাদতের মগজ বা সার। *(মালফুযাত, সপ্তম খণ্ড, পৃ. ৩৬৭, ১৯৮৪ এডিশন)*

আমরা যখন সেই মগজ বা মূল অর্জনের চেষ্টা করব, তখন নামাযের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো এবং ইবাদতের প্রাপ্য অধিকারও প্রদানকারী হবো, আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্য অর্জনকারীও হবো, নিজেদের আত্মা এবং দেহেও এক বিপ্লব সৃষ্টিকারী হবো।

নতুবা বাহ্যিক নামায কোন উপকার সাধন করে না। এমন অসংখ্য নামাযী আছে যারা মসজিদে গিয়ে নামায পড়া সত্ত্বেও নিপীড়ন ও নিষ্ঠুরতায় সীমালঙ্ঘন করেছে। এসব উগ্রপন্থী সংগঠন, নামসর্বস্ব মোল্লারা আল্লাহ্ ও তাঁর রসূলের নামে এমন কোন্ অত্যাচার-নিপীড়ন আছে যা তারা করছে না? এরা জগতের শান্তি বিনষ্ট করেছে। এরা ঐসব জগৎপূজারীদের চেয়ে বেশি অত্যাচারী যারা জাগতিক স্বার্থে অত্যাচার চালাচ্ছে। তারা তো জাগতিক স্বার্থে নিপীড়ন করছে কিন্তু এরা পরম দয়ালু ও বার বার কৃপাকারী খোদা ও রহমাতুল্লিল আলামীন তথা বিশ্বের জন্য আশীর্বাদস্বরূপ রসূল (সা.)-এর নামে অত্যাচার-নিপীড়ন করছে। অতএব এদের মন্দ দৃষ্টান্ত দেখে একজন আহমদীর উচিত নিজেকে ইসলামী শিক্ষার সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠাকারী বানানো। আমাদের সকল নামায এবং আমাদের ইবাদত আর আমাদের দোয়া আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে হওয়া উচিত। আমরা যদি এই উদ্দেশ্য সাধন করতে সক্ষম হই তাহলে আমরা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হাতে বয়আতের দায়িত্বও যথাযথভাবে প্রদান করতে সক্ষম হলাম এবং রমযানের আশিস থেকেও কল্যাণ লাভ করলাম।

আমাদের নামায কীরূপ হওয়া উচিত এবং কীভাবে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করতে হবে এ সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "স্মরণ রাখা উচিত যে, নামাযই সেই জিনিস যদ্বারা সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায়।" নামাযই সেই জিনিস যার দ্বারা সকল বিপদাপদ দূর হয়ে যায়। "এবং সকল সমস্যা সমাধান হয়ে যায়। কিন্তু নামায দ্বারা সেই নামায বুঝায় না যা সর্বসাধারণ প্রথাগতভাবে পড়ে থাকে বরং উদ্দেশ্য হল, সেই নামায, যদ্বারা মানুষের হৃদয় বিগলিত হয় আর আল্লাহ্‌র আস্তানায় পতিত হয়ে এতটাই মোহিত বা নিমগ্ন হয়ে যায় যে, (হৃদয়) গলে যেতে থাকে। এরপর এটিও অনুধাবন করা প্রয়োজন যে, নামাযের সুরক্ষা এজন্য করা হয় না যে, খোদা তা'লার এটির প্রয়োজন রয়েছে।"

আমরা নামায পড়ি অথবা এর সুরক্ষা এজন্য করি না যে, খোদা তা'লার আমাদের ইবাদতের প্রয়োজন রয়েছে। "খোদা তা'লার আমাদের নামাযের কোন প্রয়োজন নেই।" তিনি (আ.) বলেন,

আমাদের নামাযের কোন প্রয়োজন খোদার নেই। "তিনি তো সমগ্র বিশ্বজগতেরই অমুখাপেক্ষী, তাঁর কারও প্রয়োজন নেই। বরং এর অর্থ হল, মানুষের প্রয়োজন রয়েছে এবং এটি একটি স্বতঃসিদ্ধ বিষয় যে, মানুষ স্বয়ং নিজের কল্যাণ কামনা করে।" মানুষ নিজের ভাল চায়, এটিই সত্য। "আর এজন্যই সে খোদার কাছে সাহায্য প্রার্থনা করে।" মানুষ নিজের মঙ্গলের জন্যই খোদার কাছে সাহায্য যাচনা করে, "কেননা একথা সত্য যে, খোদার সাথে মানুষের সম্পর্ক স্থাপিত হওয়ার অর্থ হল, সত্যিকার কল্যাণ অর্জন করা। সমগ্র জগৎও যদি এমন মানুষের শত্রু হয়ে যায় এবং তার ধ্বংসের জন্য উন্মুখ থাকে তবুও তার কোন ক্ষতি করতে পারে না আর এমন মানুষের জন্য আল্লাহ্ তা'লার লক্ষ-কোটি মানুষকে ধ্বংস করতে হলেও তিনি তা করেন এবং এই একজনের পরিবর্তে লক্ষ লক্ষ মানুষকে তিনি ধ্বংস করে দেন।"

তিনি (আ.) বলেন, "স্মরণ রেখো, এই নামায এমন একটি জিনিস যার মাধ্যমে ইহজগৎ এবং ধর্ম উভয়ই আলোকিত হয়।" মানুষ যদি আল্লাহ্‌র খাতিরে নামায পড়ে তাহলে এর দ্বারা এই দু'টোই পাওয়া যায়। সত্যিকার অর্থেই এর দাবি পূরণ করে নামায আদায়কারী হলে। তিনি (আ.) বলেন, "কিন্তু অধিকাংশ মানুষ যারা নামায পড়ে তাদের নামায তাদের প্রতি অভিসম্পাত বর্ষণ করে।"

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নামাযের প্রাপ্য অধিকার প্রদান করার তৌফিক দিন। কখনও যেন এমন নামায না পড়ি যা আল্লাহ্ তা'লাকে অসন্তুষ্ট করবে। আমরা যেন আল্লাহ্ তা'লার পুরস্কারাজির উত্তরাধিকারী হই। আল্লাহ্ তা'লার সাথে সম্পর্ক নিবিড় করে (আমরা) যেন সেসব প্রতিশ্রুতির ভাগীদার হয়ে যাই যা আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে দিয়েছেন। আমরা যেন আমাদের পরবর্তী প্রজন্মকেও এমন ইবাদতে অভ্যস্ত করতে পারি যারা তাদের নিজেদের এবং তাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের স্থায়ীত্বের নিশ্চয়তা প্রদানকারী হবে।

এমনটি হলে, যেভাবে হযরত মসীহ্ (আ.) বলেছেন, পৃথিবীর কোন দাজাল বা প্রতারণা, শয়তানের কোন আক্রমণই আমাদের কেশাগ্রও বাকা করতে পারবে না। পৃথিবীর মানুষ আমাদের ধ্বংসের জন্য যত ষড়যন্ত্রই করুক না কেন আমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। বরং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) যেমনটি বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর বান্দাদের খাতিরে লক্ষ কোটি মানুষকেও ধ্বংস করেন। কাজেই, আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা ও সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমাদেরকে নিজেদের ইবাদতের মান অনেক উন্নত করতে হবে। এ যুগে দাজ্জাল তো ধ্বংস হবেই, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাথে এটি আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতি আর এতে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই।

আমাদের সৌভাগ্য হবে, আমরা যদি আমাদের ইবাদতের মান উন্নত করে এবং নিজেদের অবস্থার সংশোধন করে সেসব লোকের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাই যারা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামা'তে অন্তর্ভুক্ত হওয়ার দাবি পূর্ণকারী এবং এ দাবি পূরণের জন্য যেমনটি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন, এই ব্যবস্থাপত্রও প্রদান করেছেন যে; কান্নাকাটি, আহাজারি ও আকুতিমিনতি করা। অর্থাৎ অনেক কাকুতিমিনতি করে আহাজারি করা। খোদা তা'লার সমীপে সমর্পিত হওয়ার মাধ্যমেই (ঐশী সন্তুষ্টি) লাভ হয়। অতএব এই পদমর্যাদা লাভের চেষ্টা করুন, কিন্তু কীভাবে করবেন? তিনি (আ.) বলেন, "তোমাদের দিন বা রাতের কোন মুহূর্তই যেন দোয়া বহির্ভূত না থাকে।" *(মালফুযাত, দশম খণ্ড, পৃ. ৬৭, সংস্করণ ১৯৮৪)*

এমন অবস্থা যখন সৃষ্টি হবে তখন আমরা আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবো। প্রতিটি শয়তানী আক্রমণ এবং দাজ্জালের আক্রমণই ব্যর্থ ও বিফল হবে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে তৌফিক দিন, আমরা যেন আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর শিক্ষাসম্মত এবং হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর প্রত্যাশা অনুযায়ী জীবনযাপন করতে পারি। আর তাঁর হাতে বয়আতের দাবি যথাযথভাবে পূর্ণকারী হই, আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি আমাদের (জীবনের) লক্ষ্য হোক। আমরা যেন এই অঙ্গীকারকারী হই যে, আমরা নিজেদের মধ্যে এমন পবিত্র পরিবর্তন সৃষ্টি না করা পর্যন্ত ক্ষান্ত দিবো না যা আমাদের অবস্থাকে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি মোতাবেক গড়ে তুলবে। আমরা কখনও আমাদের এবং আমাদের সন্তানসন্ততি ও পরবর্তী প্রজন্মের মধ্যে শয়তানকে প্রবেশ করতে দিব না। আমরা এর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করব। এজন্য এমন সব চেষ্টা-প্রচেষ্টা করব যার শিক্ষা আল্লাহ্ তা'লা ও তাঁর রসূল (সা.) আমাদের দিয়েছেন। বরং জগদ্বাসীকেও শয়তান ও দাজ্জাল থেকে পবিত্র করতে আপ্রাণ চেষ্টা করবো। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর সৌভাগ্য দান করুন।

পাকিস্তানের আহমদীদের জন্যও দোয়া করুন, আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে বিরোধীদের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন। দুষ্কৃতকারীদের দুষ্কৃতি তাদের মুখেই ছুড়ে মারুন। স্বয়ং পাকিস্তানে বসবাসকারী আহমদীরাও বিশেষভাবে আকুতিমিনতি করে নিজেদের জন্য দোয়া করুন। তিন দিন বা চার দিন অথবা এক সপ্তাহ দোয়া করেই ক্ষান্ত হবেন না, ক্রমাগতভাবে দোয়া করতে থাকুন এবং খোদা তা'লার সন্তুষ্টি মোতাবেক নিজেদের জীবনকে সাজানোর বা গড়ার অঙ্গীকার করুন।

বুরকিনা ফাসো, বাংলাদেশ, আলজেরিয়া এবং বিশ্বের প্রত্যেক দেশের আহমদীদের জন্য দোয়া করুন। আল্লাহ্ তা'লা প্রত্যেক আহমদীকে শত্রুর অনিষ্ট থেকে রক্ষা করুন এবং তাদের ঈমান ও বিশ্বাসকে সুদৃঢ় করুন। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে নিজেদের মাঝে পবিত্র পরিবর্তন সাধনের এবং দোয়া করার তৌফিক দিন আর সেগুলো কবুলও করুন। *(দৈনিক আল ফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১২মে ২০২৩, পৃ. ২-৭)*

(কেন্দ্রীয় বাংলাডেস্ক এর তত্ত্বাবধানে অনূদিত)

সীরাতুল মাহদী (আ.)

[হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জীবনচরিত]

প্রণেতা: হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ. (রা.)

ভাষান্তর: **মাওলানা জুবায়ের আহমদ**

(৪৬তম কিস্তি)

১৩৬) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** খাকসার নিবেদন করছি, আমি মিয়া আব্দুল্লাহ সান্নোরী সাহেবের সেই নোট খাতাটি দেখেছি যেখানে তিনি হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর হুশিয়ারপুর সফরের হিসাবনিকাশ রেখেছিলেন। এটা সেই সফর যেটাতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ৪০ দিন চিল্লাকাশি করেছিলেন। আর মুরলীধর নামের আর্য সমাজী একজন শিক্ষকের সাথে তাঁর মুবাহাসাও হয়েছিল। সুরমায়ে চশমায়ে আরিয়া পুস্তকটিতে এর উল্লেখ রয়েছে। এই নোট খাতাটি থেকে জানা যায়, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) উক্ত সফরটি থেকে ১৮৮৬ সালের ১৭ মার্চ কাদিয়ানে ফিরে এসেছিলেন। আর এই হিসাবনিকাশের প্রথম তারিখটি ১৮৮৬ সালের ০১ ফেব্রুয়ারি বলে নোট খাতাটিতে উল্লেখ ছিল। কিন্তু মিয়া আব্দুল্লাহ সান্নোরী সাহেব এই হিসাবনিকাশ পরবর্তীতে রাখা শুরু করেছিলেন বলে মনে হয়। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) হুশিয়ারপরে জানুয়ারির তৃতীয় সপ্তাহেই পৌঁছে গিয়েছিলেন। অন্যথায়, ৪০ দিনের চিল্লা আর তারপর ২০ দিনের অবস্থান উল্লিখিত তারিখের মাঝে গরমিল লাগে। অথচ মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব এটিও জানতেন, হুশিয়ারপুরে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) দুই মাস অবস্থান করেছিলেন। ওয়াল্লাহু আ'লামু।

উল্লিখিত অনুলিপিতে, ০৩ মার্চ ১৮৮৬ সালের হিসাবটি নিম্নে লিপিবদ্ধ করা হল; আমের মোরব্বা, আচার, দুধ, মিশ্রি, চাটনি, মাংস, চিঠির খাম, পালং শাক, মাসকালাই, লবন, ধনিয়া, পিয়াজ, রসুন, গমের আটা, টিকিট, থলে এবং তিলের মোয়া। মিয়া আব্দুল্লাহ সাহেব বর্ণনা করেন, সেই নোট খাতাটিতে কেবল হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জন্য ক্রয় করে আনা জিনিসেরই হিসাব লেখা হতো না বরং সব হিসাবনিকাশ লিখে রাখা হতো, তা আমাদের জন্যই হোক বা অতিথিদের জন্য ক্রয় করে আনা জিনিস হোক।

১৩৭) **বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম:** মিয়া আব্দুল্লাহ সান্নোরী সাহেব আমার নিকট বর্ণনা করেছেন, ১৩০৩ হিজরী সনের জিলহাজ্জ মাসের জুমুআর দিনে ১০টার সময় হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে বলেছেন, যদি কোন ব্যক্তির বিষয়ে ভয় থাকে আর অন্তরে তার প্রতাপে প্রভাবিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে তাহলে সেই ব্যক্তি যেন প্রভাতে নামাযের পর তিনবার সূরা ইয়াসিন পাঠ করে আর নিজ কপালে তার শুকনো আঙুল দিয়ে 'ইয়া আযীযু' লিখে সেই ব্যক্তির সামনে চলে যায় তাহলে ইনশাআল্লাহ্ তার ওপর কোন প্রভাব পড়বে না, উলটো সেই ব্যক্তির ওপরই পড়বে। আর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) আমাকে এমনিতেও প্রত্যহ ফজরের নামাযের পর তিন বার সূরা ইয়াসীন পাঠের পরামর্শ প্রদান করেছিলেন।

খাকসার নিবেদন করছি, হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর এই নির্দেশনা মিয়া আব্দুল্লাহ সান্নোরী সাহেব তাঁর নোটবুকে লিপিবদ্ধ করেছিলেন, তাই ইতিহাস এবং অন্যান্য বিবরণ সম্পূর্ণরূপে সংরক্ষিত ছিল। আর খাকসার নিজ অভিমত ব্যক্ত করছি যে, 'ইয়া আযীযু' শব্দটির মাঝে এই প্রজ্ঞা নিহিত রয়েছে যে, যখন একজন ব্যক্তি তার অন্তরে আল্লাহ্ তা'লার শক্তি ও ক্ষমতা আর ক্রোধ ও মহিমার গুণাবলি কল্পনা করবে তখন আবশ্যিকভাবে তার হৃদয় আল্লাহ্ ব্যতীত অন্যের ভয় থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। আর বিশ্বাসী হওয়ার কারণে সেই গুণাবলি অনুসারে এক প্রকার শক্তি প্রাপ্ত হবে যা অন্যদেরকে প্রভাবিত করবে। আর আঙুল দিয়ে লেখা, মনোবিজ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে নিজ বিশ্বাসকে আরও শক্তিশালী করার জন্য ব্যবহৃত হয়। অন্যথায় ওযিফা কোন মন্ত্র নয়।... *(চলবে)*

পর্ব – ১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম

নাহমাদুহু ওয়া নুসাল্লি আলা রাসূলিহিল কারীম ওয়া আলা আবদিহিল মাসীহিল মাওউদ
খোদা কে ফযল আওর র‍্যাহেম কে সাথ হুয়ান্ নাসের

মৌলিক মাসলা-মাসায়েল ও এর উত্তর

সৈয়্যদনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল-খামেস (আই.) বিভিন্ন সময়ে তাঁর চিঠিপত্র এবং এমটিএ'র বিভিন্ন অনুষ্ঠানে (ইসলামের) মৌলিক বিষয়াদি সম্পর্কে যেসব পবিত্র নির্দেশনা প্রদান করেছেন তার মধ্য হতে কিছু বিষয় সর্বসাধারণের কল্যাণার্থে আল-ফযল ইন্টারন্যাশনালে প্রকাশ করা হচ্ছে।

(সংকলক: জহির আহমদ খান, লন্ডনস্থ প্রাইভেট সেক্রেটারী অফিসের রেকর্ড বিভাগ)

প্রশ্ন: হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে একজন মহিল একটি হাদীসের শুদ্ধতা সম্পর্কে জানতে চান, যাতে মহানবী (সা.) নির্দেশ প্রদান করেছেন যে, 'কোন মানুষ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে' এছাড়া তিনি আরও লিখেছেন, এই হাদীসটি আমাদের জামা'তের সাহিত্যে পাওয়া যায় না। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ এপ্রিল, ২০১৯ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, আপনি আপনার পত্রে যে হাদীসের উল্লেখ করেছেন তা হাদীসের বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে। হযরত ইমাম বুখারী (রাহে.) এবং হযরত ইমাম মুসলিম (রাহে.)ও এই হাদীসটিকে নিজেদের গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। আর এই হাদীসের বাক্যাবলি হল,

عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا يَتَمَنَّيَنَّ أَحَدُكُمُ الْمَوْتَ مِنْ ضُرٍّ أَصَابَهُ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَلْيَقُلْ اللّٰهُمَّ أَحْيِنِي مَا كَانَتْ الْحَيَاةُ خَيْرًا لِي وَتَوَفَّنِي إِذَا كَانَتْ الْوَفَاةُ خَيْرًا لِي۔(صحيح بخارى كتاب المرضى بَاب تَمَنِّي الْمَرِيضِ الْمَوْتَ)

অর্থাৎ, হযরত আনাস বিন মালিক কর্তৃক বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'তোমাদের মধ্য হতে কেউ কোন বিপদের সম্মুখীন হলে যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে। আর তার জন্য যদি

এটি ছাড়া আর কোন উপায় না থাকে তাহলে সে যেন একথা বলে, হে আল্লাহ্! যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বেঁচে থাকা আমার জন্য উত্তম ততক্ষণ পর্যন্ত আমাকে বাঁচিয়ে রাখো আর যখন মৃত্যু আমার জন্য শ্রেয় তখন আমাকে মৃত্যু দাও'। (সহীহ্ বুখারী)

জামা'তের বই-পুস্তকের মধ্যে হযরত সৈয়্যদ যয়নুল আবেদীন ওলী উল্লাহ্ শাহ্ সাহেব (রা.) সহীহ্ বুখারীর যে ভাষ্য লিখেছেন তাতেও এই হাদীসের উল্লেখ রয়েছে। আর আমিও ১৭ আগস্ট, ২০১২ সালের জুমুআর খুতবায় এই হাদীসটি বর্ণনা করেছি যে, মহানবী (সা.) বলেছেন, 'কোন মানুষ যেন মৃত্যুর আকাঙ্ক্ষা না করে'। কেননা তিনি পুণ্যবান হলে পুণ্যে আরও সমৃদ্ধ হবেন এবং আল্লাহ্ তা'লার কৃপারাজির উত্তরাধিকারী হবেন। কিন্তু যদি পাপী হন তাহলে তওবা বা অনুশোচনার সুযোগ পেয়ে যাবেন।

প্রশ্ন: একটি নিকাহ্র ক্ষেত্রে কনের পিতার মৃত্যু হলে কনের পক্ষ থেকে তার চাচা বা জেঠাতো ভাইকে ওলী নিযুক্ত করা হলে রিশতানাতা বিভাগের পক্ষ থেকে আপত্তি তোলা হয়, হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ১৪ জানুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এ সম্পর্কে নিম্নোক্ত নির্দেশনা প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, কানাডার মোহতরম আমীর সাহেব নিকাহ্ রেজিস্ট্রেশনের একটি বিষয় আমার কাছে প্রেরণ করেছেন যাতে কনের পিতা মারা গেছেন এবং তার কোন ভাইও নেই। তাই কনে তার নিকাহ্র জন্য নিজের চাচাতো কিংবা জেঠাতো ভাইকে ওলী নিযুক্ত করেছে। কিন্তু তিনি (আমীর সাহেব) বলেন, চাচাতো ভাই কনের ওলী হতে পারেন না; এ মর্মে তিনি নিকাহ্র রেজিস্ট্রেশন করতে অস্বীকার করেন।

(হুযূর বলেন,) আমাকে বলুন! আপনি কোন্ ফিকাহ্‌র আলোকে চাচাতো ভাইকে নিকাহ্‌র ওলী নিযুক্ত করায় এই নিকাহ্‌র রেজিস্ট্রেশন করতে বারণ করেছেন? অথচ এই মেয়ের পিতাও বেঁচে নেই আর তার আপন কোন ভাইও নেই।

ফিকাহ্ আহমদীয়া অনুযায়ী পিতার অবর্তমানে মেয়ের রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে যে নিকটাত্মীয় বর্তমান থাকবেন তিনি মেয়ের ওলী হতে পারবেন আর চাচাতো বা জেঠাতো ভাই রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্যে গণ্য হন, তাই সে কনের ওলী হতে পারেন। তবে শর্ত হল, চাচাতো বা জেঠাতো ভাই এর চেয়ে (সম্পর্কে) বড় রক্ত সম্পর্কিত আত্মীয়স্বজনের মধ্য হতে অন্য কোন আত্মীয় বেঁচে না থাকলে। অতএব, এই নিকাহ্ রেজিস্ট্রি বা নথিভুক্ত করে নিন।

প্রশ্ন: একজন মহিলা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে লিখেছেন, জান্নাত ও দোযখের বাহ্যিক ধারণা যদি সঠিক না হয় তাহলে জান্নাত ও যোযখ কাকে বলে? আর যখন কেয়ামত আসবে তখন জান্নাত ও দোযখের (চিত্র) কেমন মনে হবে? হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে যেভাবে বিভিন্ন ধর্মে ভিন্ন ভিন্ন বিশ্বাস ও মতবাদ পাওয়া যায় মুসলমানরাও পবিত্র কুরআন ও হাদীসে বর্ণিত জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে বর্ণিত বিষয়াদির মর্ম অনুধাবন না করে বরং সেগুলোকে আক্ষরিক অর্থ করার কারণে এ ধরনের ভুল দৃষ্টিভঙ্গি নিজেদের মন-মস্তিষ্কে ধরে রেখেছে। অথচ পবিত্র কুরআন ও হাদীস, মানুষকে বুঝানোর জন্য জান্নাত ও দোযখ সম্পর্কে এই রূপক চিত্র বর্ণনা করেছে। আর এ সম্পর্কে এই বাক্য শুধুমাত্র পরিভাষা হিসেবে ব্যবহার করেছে অথচ এর পেছনে ভিন্ন একটি তত্ত্ব প্রচ্ছন্ন আছে। যেমন, পবিত্র কুরআন এই রূপক চিত্রের পাশাপাশি একথাও বর্ণনা করেছে যে,

فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّآ اُخْفِيَ لَهُمْ مِّنْ قُرَّةِ اَعْيُنٍ ۚ جَزَآءًۢ بِمَا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ ﴿۱۸﴾

অর্থাৎ, "অতএব কোন (পুণ্যবান) জানে না, তার জন্য তার কৃতকর্মের প্রতিদানস্বরূপ নয়ন জুড়ানো কত কী গোপন করে রাখা হয়েছে।" *(সূরা আস্ সাজদা: ১৮)*

একইভাবে হাদীসেও বর্ণিত হয়েছে, মহানবী (সা.) বলেছেন, জান্নাতের নেয়ামতরাজি এমন অর্থাৎ,

مَا لَا عَيْنٌ رَأَتْ وَلَا أُذُنٌ سَمِعَتْ وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرٍ

তথা, সেগুলোকে না কখনও কোন মানুষের চোখ দেখেছে, না কখনও কোন মানুষের কান তার অবস্থা শুনেছে আর না-ই কখনও কোন মানুষের হৃদয়ে সেগুলো সম্পর্কে কোন ধারণা জন্মেছে।

আসলে জান্নাত ও দোযখ এই জগতেই ঈমান ও আমলের (তথা বিশ্বাস ও অনুশীলনের) একটি 'যিল্ল' বা প্রতিচ্ছবি। এটি নতুন কিছু নয় যা বাইরে থেকে আসবে আর মানুষ লাভ করবে। বরং মানুষের বেহেশ্‌ত মানুষের ভেতর থেকেই উৎসারিত হয়। আর তার ঈমান ও সৎকর্মের স্বাদ সে এই জগতেই উপভোগ করতে আরম্ভ করে এবং প্রচ্ছন্নভাবে ঈমান ও সৎকর্মের বাগান দৃষ্টিগোচর হয়। এবং বিভিন্ন নদ-নদীও দেখতে পায়। তবে, পরজগতে এই বাগানই সুস্পষ্টরূপে দৃশ্যমান হবে বা অনুভূত হবে। এ জন্যই পবিত্র কুরআন জান্নাতবাসীদের সম্পর্কে বলে,

كُلَّمَا رُزِقُوْا مِنْهَا مِنْ ثَمَرَةٍ رِّزْقًا ۙ قَالُوْا هٰذَا الَّذِيْ رُزِقْنَا مِنْ قَبْلُ ۙ وَاُتُوْا بِهٖ مُتَشَابِهًا ؕ

অর্থাৎ, "তাদেরকে যখনই তা (তথা বাগান) থেকে রিয্‌কস্বরূপ ফলফলাদি দেওয়া হবে (তখন) তারা বলবে, এটি তো তা-ই যা পূর্বেও আমাদের দেওয়া হয়েছিল; অথচ ইতঃপূর্বে তাদের কাছে কেবল সাদৃশ্যপূর্ণ জিনিসই (রিয্‌কস্বরূপ) আনা হয়েছিল।" *(সূরা আল্ বাকারা: ২৬)*

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) জান্নাত ও দোযখের তত্ত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে বলেন, "পবিত্র কুরআনের আলোকে দোযখ এবং বেহেশ্‌ত উভয়ই প্রকৃতপক্ষে মানুষের জীবনের প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হবে। ঐগুলি এমন কোন নতুন সাকার জিনিস নয়, যা অন্য স্থান হতে আসবে। অবশ্য একথা সত্য যে, সেই উভয় অবস্থা সাকারে দৃশ্যমান হবে; কিন্তু সেগুলো মূলত আধ্যাত্মিক অবস্থার প্রতিচ্ছায়া ও স্মারক হবে। আমরা এমন বেহেশ্‌ত-এ বিশ্বাসী নই যা শুধুমাত্র দৈহিকভাবে এক যমীনে বৃক্ষ রোপণ করা হয়েছে। আমরা এমন দোযখও স্বীকার করি না, যার মধ্যে প্রকৃতই গন্ধকের পাথর রয়েছে। বরং ইসলামী বিশ্বাস অনুযায়ী ইহলোকে মানুষ যেসব কাজ করে, বেহেশ্‌ত ও দোযখ তারই প্রতিচ্ছায়াস্বরূপ।" *(ইসলামী নীতি দর্শন, রূহানী খাযায়েন, দশম খণ্ড, পৃ. ৪১৩)*

প্রশ্ন: এক বন্ধু হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে তার ছেলের অসুস্থতার উল্লেখ করে লিখেছেন, 'সবকিছু যখন খোদা তা'লারই হাতে তাহলে তিনি আমার ছেলেকে সুস্থ করে দেন না কেন?' যদি বলা হয় যে, মানুষ তার কর্মের শাস্তি লাভ করে, তাহলে আমার ছেলের তো জন্মই হয়েছিল এভাবে, সে কি পাপ করেছে? এসব আমার বোধগম্যের ঊর্ধ্বে, আমাকে এগুলো বুঝিয়ে দিন। হুযূর আনোয়ার (আই.) তাঁর ৪ ফেব্রুয়ারি, ২০২০ তারিখের পত্রে এই প্রশ্নের নিম্নোক্ত উত্তর প্রদান করেন।

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, খোদা তা'লা, যিনি সর্বজ্ঞ সত্তা বা পরিপূর্ণ জ্ঞানের আধার। তাঁর বিপরীতে মানুষের ঈমান খুবই দুর্বল এবং অসম্পূর্ণ। এ কারণেই মানুষের জন্য খোদা তা'লার প্রতিটি কর্মের অন্তর্নিহিত প্রজ্ঞা অনুধাবন করা সম্ভব নয়। তাই, আল্লাহ্ তা'লার সত্তা সম্পর্কে এমন আপত্তি করা মানুষের শোভা পায় না। এর ফলে তাঁর অনুগ্রহরাজির প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ পায়। কেননা আল্লাহ্ তা'লা মানুষকে যেসব নেয়ামত দান করেছেন তা অগণিত আর মানুষ যদি এগুলোর জন্য কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায় তাহলে তা অসম্ভব। এজন্যই মহানবী (সা.) বলেছেন, "মানব দেহের প্রত্যেক গ্রন্থির জন্য প্রতিদিন একটি করে সদকা করা ওয়াজিব বা আবশ্যক। কেননা, এই গ্রন্থি না থাকলে তার পুরো শরীর অকেজো

হয়ে যাবে"। এরপর মহানবী (সা.) আমাদেরকে আরেকটি উপদেশ দিয়েছেন যে, তোমাদের মধ্য হতে কেউ যখন এমন ব্যক্তিকে দেখবে যিনি ধন-সম্পদ কিংবা সুঠাম দেহের নিরিখে তার চেয়ে উত্তম তাহলে তাকে ঐ ব্যক্তির প্রতিও তাকানো উচিত যে ধন-সম্পদের দিক দিয়ে অথবা শারীরিক দিক দিয়ে দুর্বল। এসব উপদেশের ওপর আমল করার ফলে মানুষের হৃদয়ে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজির প্রতি সত্যিকার কৃতজ্ঞতাবোধ সৃষ্টি হয়।

দ্বিতীয় কথা হল, আল্লাহ্ তা'লার এসব কাজের মধ্যেও মানুষের উন্নতিরই অনেক রহস্য অন্তর্নিহিত রয়েছে। যদি এই দুঃখ, কষ্টক্লেষ আর রোগব্যাধি না থাকতো তাহলে মানুষের মধ্যে প্রণিধান ও উন্নতি করার প্রেরণাই জাগ্রত হতো না আর সে পাথরের মতো একটি ধাতুতে পরিণত হয়ে যেত। এসব দুঃখবেদনাই মানুষের (ভেতরকার) গবেষণা ও অনুসন্ধানের উপাদানকে গতিশীল রাখে। যেমন, অধিকাংশ বৈজ্ঞানিক গবেষণা এবং আবিস্কারাদির পেছনে মানুষের দুঃখকষ্ট এবং অস্বস্তি থেকে পরিত্রাণের জন্য এক অবিরাম সাধনা দৃষ্টিগোচর হয়।

তৃতীয় বিষয় হল, মানুষ যে দুঃখকষ্ট পায় তা মানুষের নিজের কর্মের ফল। আল্লাহ্ তা'লা বিশ্বব্যবস্থাপনা পরিচালনার জন্য একটি প্রাকৃতিক বিধান প্রণয়ন করেছেন। আর পৃথিবীতে অনেক কিছু সৃষ্টি করে– মানুষকে তার ওপর শাসক বানিয়েছেন। এখন মানুষ যদি সেগুলো থেকে উপকৃত না হয় অথবা সেসব বস্তুর অপব্যবহার করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তাহলে এটি তার নিজের অপরাধ। যেমন, চিকিৎসা বিজ্ঞান থেকে প্রমাণিত হয় যে, পিতামাতার কোন কোন দুর্বলতার প্রভাব তার সন্তানদের ওপর পড়ে। গর্ভাবস্থায় যদি পুরোপুরি সতর্কতা অবলম্বন করা না হয় তাহলে অনেক সময় তার অনাগত সন্তানের স্বাস্থ্যের ওপর মন্দ প্রভাব পড়ে। যেসব মায়েরা ডায়েটিং করে কোন কোন সময় তাদের সন্তানরা দুর্বল (শিশু) হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। যেসব শিশুর শৈশবে মাটি খাওয়ার অভ্যাস থাকে, কোন কোন সময় তাদের সন্তান প্রতিবন্ধী হিসেবে জন্মগ্রহণ করে। অতএব, দুঃখকষ্ট খোদা তা'লার সৃষ্ট নয় বরং এই প্রাকৃতিক বিধানের অপব্যবহার অথবা এক্ষেত্রে কম-বেশি করার কারণে দেখা দেয়, যা (মূলত) মানুষের কল্যাণের জন্য সৃষ্টি করা হয়েছিল। তথাপি, আল্লাহ্ তা'লা মানুষের অনেক ভুল-ত্রুটি উপেক্ষা করে এসবের মন্দ পরিণাম থেকে (তাদেরকে) রক্ষা করতে থাকেন। এ বিষয়টি আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে এভাবে বর্ণনা করেছেন যে,

وَمَآ اَصَابَكُمْ مِّنْ مُّصِيْبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ اَيْدِيْكُمْ وَيَعْفُوْا عَنْ كَثِيْرٍ

"আর তোমাদের ওপর যে বিপদই নেমে আসে তা তোমাদের কৃতকর্মের কারণেই অথচ তিনি অনেক কিছুই উপেক্ষা করে থাকেন।" *(সূরা আশ্ শূরা: ৩১)*

এরপর খোদার সৃষ্ট প্রাকৃতিক বিধানের মধ্যে এমনও একটি বিষয় আছে যে, প্রত্যেকটি জিনিস অন্যের কাছ থেকে প্রভাব গ্রহণ করে। এই বিধানের আলোকে শিশুরা যেখানে তাদের পিতামাতার কাছ থেকে ভাল বিষয়গুলো গ্রহণ করে সেখানে মন্দ বিষয়গুলোও গ্রহণ করে। স্বাস্থ্যও তাদের কাছ থেকে নেয় আর রোগব্যাধিও তাদের কাছ থেকে গ্রহণ করে। রোগব্যাধি কিংবা কষ্টক্লেষ যদি তাদের পিতামাতার কাছ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে পেয়ে থাকে তাহলে ভাল বিষয়গুলোও পেয়ে থাকে। যদি এমনটি না হতো তাহলে মানুষ একটি পাথরের বস্তু হতো, যে ভালমন্দ কোন প্রভাবই গ্রহণ করতো না আর এভাবে মানব সৃষ্টির মূল উদ্দেশ্যই ব্যাহত হতো এবং মানুষের জীবন জীবজন্তুর চেয়েও অধম হয়ে যেত।

চতুর্থ বিষয় হল, পার্থিব জীবন হল, ক্ষণস্থায়ী জীবন আর এই দুঃখকষ্টও সাময়িক। আর এই ক্ষণস্থায়ী জীবনে যারা দুঃখকষ্ট ভোগ করে, আল্লাহ্ তা'লা এর বিনিময়ে এমন মানুষের পারলৌকিক জীবন, যা মূলত চিরস্থায়ী জীবন; এর দুঃখকষ্ট দূর করে দেন। যেমনটি হাদীসে এসেছে, এই জগতে পথ চলার সময় একজন মু'মিনের পায়ে যে কাঁটা বিদ্ধ হয় এর বিনিময়েও আল্লাহ্ তা'লা তার আমলনামায় পুরস্কার লিখে দেন অথবা তার পাপ ক্ষমা করে দেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রিয়দের সবচেয়ে বেশি এই পার্থিব জীবনের বিপদাপদে জর্জরিত করেন। এ কারণেই মহানবী (সা.) বলেছেন, লোকদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি পরীক্ষা আসে নবীদের ওপর এরপর পদমর্যাদার নিরিখে ক্রমান্বয়ে অন্য লোকদের ওপর পরীক্ষা আসে। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন, "আমি মহানবী (সা.)-এর চেয়ে বেশি অন্য কাউকে ব্যথাতুর হতে দেখি নি।"

যেভাবে আমরা জানি যে, মহানবী (সা.)-এর কয়েকজন সন্তান মারা গেছেন, অথচ এক সন্তানের মৃত্যু বেদনাই অনেক কঠিন বেদনা হয়ে থাকে।

কাজেই, পার্থিব দুঃখকষ্ট এবং পরীক্ষার পেছনেও অনেক ধরনের ঐশী প্রজ্ঞা প্রচ্ছন্ন থাকে। মানুষের বিবেকবুদ্ধি অনেক সময় এগুলো উপলব্ধি করতে সক্ষম হয় না। তাই, মানুষকে ধৈর্য ও দোয়ার সাথে সেগুলো সহ্য করার চেষ্টা করা উচিত।

সৈয়্যদনা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন, "অনেক সময় ঐশী প্রজ্ঞা এমনই হয়ে থাকে যে, পৃথিবীতে মানুষের কোন লক্ষ্য অর্জিত হয় না। বিভিন্ন ধরনের দুর্যোগ, বিপদাপদ, রোগব্যাধি এবং ব্যর্থতার সম্মুখীন হতে হয়, কিন্তু এগুলো দেখে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।" *(মালফুযাত, পঞ্চম খণ্ড, পৃ: ২৩, ২০১৬ সনের সংস্করণ)*

গত ১৪ নভেম্বর, ২০২০ তারিখে হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সাথে লাজনা ইমাইল্লাহ্ বাংলাদেশের ন্যাশনাল আমেলার Virtual মোলাকাতে লাজনা ও নাসেরাতের তরবিয়ত সম্পর্কে হুযূর আনোয়ার (আই.) বলেন,

"লাজনাদের এমনভাবে তরবিয়ত করুন যাতে তারা শালীন পোশাক পরিধান করতে এবং পর্দা করতে অভ্যস্ত হয়। আর বাড়ির বাইরে যাওয়ার সময় তাদের পোশাক যেন এমন না হয় যে, তাদের ওপর দুষ্ট-স্বভাবী পুরুষদের দৃষ্টি পড়ে। তাই পর্দার সাথে বাইরে যাবেন। এ

বিষয়টি দৃষ্টিতে রাখবেন, আহমদী মেয়ে এবং আহমদী নারীদের ও অন্যদের মাঝে একটি (স্বতন্ত্র) পার্থক্য থাকা উচিত। প্রত্যেক লাজনা সদস্যকে পাঁচবেলা নামায পড়ায় অভ্যস্ত করুন। এই চেষ্টা করুন যাতে প্রত্যেক লাজনা সদস্যা প্রতিদিন পবিত্র কুরআন পাঠ করে। আর এই চেষ্টাও করুন, যাতে আপনাদের মধ্যে যেসব যুবতী মেয়ে আছে তারা যেন (জামা'তের) বাইরে সম্পর্কে জড়ানোর পরিবর্তে আহমদী ছেলেদের সাথেই আত্মীয়তার সম্পর্ক করতে বেশি আগ্রহী হয়। আর যেসব যুবতী মেয়ে চাকুরী করে অথবা যেসব মহিলা চাকুরী করেন তাদের মাঝে এই অভ্যাস গড়ে তোলার চেষ্টা করুন, তারা যেন নিজেদের কর্মক্ষেত্রে এমন পোশাক পরিধান করে যা হবে শালীন পোশাক এবং তাদেরকে পর্দার মধ্যে থেকে কাজ করতে অভ্যস্ত করুন। একইভাবে তরবিয়তী সেমিনারও করুন আর সেসব সেমিনারে তরুণীদের ডাকুন এবং তাদেরকে বুঝান যে, আল্লাহ্ ও রসূলের নির্দেশনা কী? সে অনুযায়ী (তোমরা) নিজেদের তরবিয়ত বা প্রশিক্ষিত করো।"

এই মোলাকাতেই হুযূর আনোয়ার (আই.) নাসেরাতের তরবীয়তের গুরুত্ব সম্পর্কে আলোকপাত করতে গিয়ে বলেন, "তাদের তরবীয়তের জন্য এমন পরিকল্পনা করুন যাতে নাসেরাতের উত্তম তরবিয়ত হয়। তাদের মাঝে নিয়মিত নামায পড়ার অভ্যাস গড়ে উঠে। তাদের ভেতর পবিত্র কুরআন পাঠের অভ্যাস সৃষ্টি হয়। তাদের মাঝে (সর্বদা) দোয়া করার অভ্যাস গড়ে উঠে। এমটিএ'তে আমার যে খুতবা সম্প্রচার করা হয়, তাদের যেন তা শুনার অভ্যাস হয়ে যায়। নাসেরাতের যদি উত্তম তরবিয়ত করতে পারেন তাহলে সেই নাসেরাতই লাজনায় পদার্পণ করেও ভাল কাজ করবে। নাসেরাতের যদি উত্তম প্রশিক্ষণ দিতে পারেন তাহলে ইনশাআল্লাহ্ আপনাদের লাজনাও অনেক উত্তম হয়ে যাবে। কাজেই যতদূর সম্ভব নাসেরাতের উত্তম তরবিয়ত করার চেষ্টা করুন।"

প্রশ্ন: উক্ত মোলাকাতেই একজন লাজনা ইমাইল্লাহ্ হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, (হুযূর) আপনি খুবই ব্যস্ত থাকেন। আপনার সাপ্তাহিক ছুটির কোন ব্যবস্থা আছে কি-না? আর আপনি আপনার বন্ধু-বান্ধব এবং পরিবার-পরিজনের জন্য কীভাবে সময় বের করেন?

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, ব্যাস! এভাবেই কাটিয়ে দেই। এখনও আমি আপনাদের সাথে মিটিং করে সাপ্তাহিক ছুটি উপভোগ। এটিই আমার সাপ্তাহিক ছুটি।

প্রশ্ন: একজন লাজনা সদস্যা হুযূর আনোয়ার (আই.)-এর সমীপে নিবেদন করেন যে, হুযূর খেলাফতের পূর্বে আপনি যখন আফ্রিকায় গিয়েছিলেন তখনকার অবস্থা আজকের মতো ছিল না। তখন আপনাকে কাজ করতে গিয়ে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়ে থাকবে। হুযূরের কাছে অনুরোধ, সে সময়কার কোন অভিজ্ঞতা আমাদেরকে বলুন?

উত্তর: হুযূর (আই.) বলেন, মোদ্দাকথা হল, বিপদাপদের সম্মুখীন তো হতেই হয়। আর তখন খুবই কঠিন পরিস্থিতি ছিল, এখনতো অবস্থা অনেক ভাল। (আমাদের) মনের মধ্যে এটাই ছিল, যে কাজের উদ্দেশ্যে আমরা এসেছি সেই কাজ করতে হবে এবং সেই লক্ষ্য পূর্ণ করতে হবে। কাজের পথে প্রতিবন্ধকতা তো আসেই কিন্তু ধর্মসেবার ক্ষেত্রে বিপদাপদ প্রতিবন্ধক হওয়া উচিত নয়। এজন্য আমাদের, (অর্থাৎ) আমারও এবং আমার সহধর্মিনীরও তখন এই চেষ্টাই থাকতো যে, আমাদের যে কাজ তা যেন আমরা করে যেতে পারি এবং আমাদের পথে কোন অন্তরায় সৃষ্টি না হয়। আর এমন কঠিন অবস্থায় স্ত্রীদেরও উচিত স্বামীদের সঙ্গ দেওয়া আর স্বামীদেরও উচিত স্ত্রীদের প্রতি খেয়াল রাখা। এছাড়া ধর্মীয় যে কাজ আছে তা চলতে থাকা উচিত। এরপর আল্লাহ্‌র ওপর ভরসা করে যখন আপনি কাজ করবেন, তখন কঠিন পরিস্থিতি হলেও আল্লাহ্ তা'লা তার সমাধানের জন্য কোন না কোন পথ খুলে দেন। আর এভাবে কাজ করার পাশাপাশি দোয়াও করতে থাকা উচিত তাহলে আল্লাহ্ তা'লা এতে বরকতও সৃষ্টি করেন। ব্যাস, (মাথায়) এটিই ছিল যে, কাজ করতে থাকো আর দোয়া করতে থাকো, তাহলে আল্লাহ্ তা'লা সমাধান করে দেন। কোন বিষয়ে বিচলিত হওয়া উচিত নয়।

অনুবাদ: মাওলানা আহমদ তারেক মুবাশ্বের, ইউকে

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

পাক্ষিক আহ্‌মদী পত্রিকার সম্মানিত গ্রাহকগণকে বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে যে, গ্রাহকগণের অনেকেরই গত বছরের গ্রাহক-চাঁদা বাকি পড়েছে। তাই অনুগ্রহপূর্বক প্রত্যেকে গত বছরের বকেয়া গ্রাহক-চাঁদা (প্রতি বছর ২৫০/- টাকা হারে) পরিশোধ করে বাধিত করবেন। পাক্ষিক আহ্‌মদী সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য পেতে যোগাযোগ করুন: **ফারুক আহমদ বুলবুল, সহকারী লাইব্রেরিয়ান, আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ।**

মোবাইল নং- ০১৭৩৬-১২৪৭০৪, প্রয়োজনে গ্রাহক-চাঁদা ০১৯১২-৭২৪৭৬৯ নম্বরে বিকাশ করতে পারেন। ওয়াসসালাম।

খাকসার

সেক্রেটারী ইশায়াত

আহ্‌মদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

প্রতিশ্রুত মসীহ্ ও ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-এর হাতে

বয়আত গ্রহণের দশটি শর্ত

১

বয়আতকারী সর্বান্তঃকরণে এ কথার অঙ্গীকার করবে, এখন থেকে ভবিষ্যতে কবরে না যাওয়া পর্যন্ত শির্‌ক থেকে সে বিরত থাকবে।

২

মিথ্যা, ব্যভিচার, কামলোলুপদৃষ্টি, সকল প্রকার অবাধ্যতা ও পাপাচার, অন্যায়, খিয়ানত এবং নৈরাজ্য ও বিদ্রোহের সকল পথ পরিহার করে চলবে। প্রবৃত্তির উত্তেজনা যতই প্রবল হোক না কেন, এর কাছে পরাভূত হবে না।

৩

খোদা ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশ অনুযায়ী বিনাব্যতিক্রমে নিয়মিত পাঁচ বেলার নামায পড়বে। আর যথাসাধ্য তাহাজ্জুদ নামায পড়ার ও প্রিয় রসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম-এর প্রতি দরূদ প্রেরণের এবং নিজ পাপসমূহের জন্য প্রত্যহ ক্ষমাপ্রার্থনা ও ইস্তেগফার করার স্থায়ী অভ্যাস করবে। আন্তরিক ভালবাসার সাথে খোদা তা'লার অনুগ্রহরাজি স্মরণ রেখে তাঁর প্রশংসা ও গুণকীর্তন করাকে দৈনন্দিন অভ্যাসে পরিণত করবে।

৪

প্রবৃত্তির উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে সামগ্রিকভাবে আল্লাহ্‌র সৃষ্ট কোন জীবকে আর বিশেষ করে মুসলমানদেরকে কথায়, কাজে অথবা অন্য কোনভাবে অন্যায় কষ্ট দিবে না।

৫

সুখে-দুঃখে, স্বাচ্ছন্দ্যে-কাঠিন্যে, সম্পদে-বিপদে সকল অবস্থায় খোদা তা'লার সাথে বিশ্বস্ততা রক্ষা করবে। সকল অবস্থা ও পরিস্থিতিতে ঐশী সিদ্ধান্ত সন্তুষ্টচিত্তে মেনে নিবে। তাঁর পথে সকল প্রকার লাঞ্ছনা-গঞ্জনা ও দুঃখকষ্ট বরণ করে নিতে প্রস্তুত থাকবে। কোন বিপদ এসে উপস্থিত হলে তাঁর প্রতি বিমুখ হবে না বরং সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে।

৬

সামাজিক কদাচার ও কুপ্রবৃত্তির দাসত্ব পরিহার করবে। কুরআনের অনুশাসন শতভাগ শিরধার্য করবে এবং আল্লাহ্ ও রসূল (সা.)-এর নির্দেশনাবলীকে নিজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কার্যবিধি হিসেবে অবলম্বন করবে।

৭

অহংকার ও দম্ভ সর্বতোভাবে পরিহার করবে। নম্রতা, বিনয়, সদাচরণ, সহনশীলতা ও দীনতার সাথে জীবনযাপন করবে।

৮

ধর্ম ও ধর্মের সম্মান এবং ইসলামের প্রতি আন্তরিকতাকে নিজ ধনপ্রাণ, মানসম্ভ্রম, সন্তানসন্ততি ও সকল প্রিয়জন হতে প্রিয়তর জ্ঞান করবে।

৯

কেবল আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টিলাভের উদ্দেশ্যে তাঁর সৃষ্ট সকল জীবের সেবায় রত থাকবে এবং খোদাপ্রদত্ত নিজ শক্তি ও সম্পদ ব্যয়ে মানবজাতির যথাসাধ্য হিতসাধন করবে।

১০

শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে মা'রুফ তথা ধর্মানুমোদিত সকল আজ্ঞা পালন করার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের সাথে ভ্রাতৃত্ববন্ধনে আবদ্ধ হয়ে আমৃত্যু এতে অটল থাকবে। আর এই ভ্রাতৃত্ববন্ধনে এমন মহান পর্যায়ে উপনীত থাকবে যার দৃষ্টান্ত জাগতিক কোন সম্পর্ক ও বন্ধনে অথবা তাবৎ সেবকসুলভ অবস্থার মাঝে খুঁজে পাওয়া যাবে না।

(ইশ্‌তেহার তকমীলে তবলীগ: ১২ জানুয়ারি, ১৮৮৯ইং)

গায়ের আহ্‌মদী বিবাহের ক্ষেত্রে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর সাবধান বাণী

"……যারা বিরোধী মৌলভীদের প্রভাবে বা ছত্রছায়ায় হিংসা-বিদ্বেষ আর কার্পণ্য এবং শত্রুতার চরম সীমায় উপনীত, যতদিন তারা তওবা করে এই জামা'তে অন্তর্ভুক্ত না হবে, ততদিন তাদের সাথে আমাদের জামা'তের সদস্যদের নতুন বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করা অসম্ভব।..... এ ক্ষেত্রে কোন অবস্থাতেই আমাদের জামা'তের সদস্যদের এমন কারও সাথে বৈবাহিক সম্পর্কে জড়ানো সমীচীন হবে না– যারা আমাদেরকে কাফের বলে, আমাদেরকে দাজ্জাল বলে আখ্যা দেয় অথবা নিজেরা না বললেও এমন বক্তব্য প্রদানকারীদের গুণগান করে এবং তাদের অনুগামী হয়।..... অতএব জামা'তের সকল সদস্য মন দিয়ে শুনুন! সত্যনিষ্ঠ হওয়ার জন্য এ শর্ত মানা আবশ্যক।"

(মজমুআয়ে ইশতেহারাত, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৫০-৫১)

বিবাহ সংবাদ

কেন্দ্রীয় রিশতানাতা দপ্তর, বাংলাদেশ

হযরত আলী (রা.) ও হযরত ফাতেমা (রা.)-এর বিবাহের সময় মহানবী (সা.) নিম্নোক্ত দোয়া করেছেন

اللهم بارك فيهما وبارك عليهما وبارك لهما في نسلهما

"হে আমার আল্লাহ্! তুমি এতদুভয়ের পারস্পরিক সম্পর্ককে, তাদের সাথে সম্পৃক্ত অন্যান্য সম্পর্ককে এবং তাদের বংশধরদের কল্যাণমণ্ডিত কর।"

(আত-তাবাকাত, দ্বিতীয় খণ্ড, পৃ. ২৫৫, হায়াতুস সাহাবা, তৃতীয় খণ্ড, পৃ. ৩২৭)

▪ গত ২৬/১২/২০২৩ কানিজ ফতেমা তিশমা, পিতা: আবু জুবায়ের ফরিদ পাটোয়ারী, চরদুখিয়া, গন্ডামারা, ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর-এর সাথে মাসুম আহমদ, পিতা: আব্দুস সাত্তার বাচ্চু, শালসিড়ি (খানপাড়া) ফুলতলা-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর : ২০২৩-২৪/৪২

▪ গত ২৯/১২/২০২৩ তাসনুভা তাহের, পিতা: তাহের আহমদ, নেদারল্যান্ড-এর সাথে সাইফুর রহমান, পিতা: এহছানুর রহমান, ২৮৯, হাজী মরণ আলী রোড, তেজগাঁও শিল্প এলাকা, ঢাকা-এর বিবাহ ৪,০০,০০০/= (চার লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়। **বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২৩-২৪/৪৫**

▪ গত ১৩/১২/২০২৩ আয়শা খাতুন, পিতা: মোহাম্মদ আবু সামা, উত্তর দলগ্রাম, কালীগঞ্জ, লালমনির হাট-এর সাথে গোলাম রাব্বি, পিতা: আবু বক্কর সিদ্দিক, ডাঙ্গাপাড়া, ফুলতলা, পঞ্চগড়-এর বিবাহ ১,৫০,০০০/= (এক লক্ষ পঞ্চাশ হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২৩-২৪/৪৩

▪ গত ১৮/০৯/২০২২ মোছা: নূরজাহান বেগম, পিতা: কামাল আহাম্মেদ, ৪৫৮, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া, সদর-৩৪০০-এর সাথে শরীফুল হক, পিতা: এনামুল হক, ৬৯৬/২, কান্দিপাড়া, ব্রাহ্মণবাড়ীয়া-এর বিবাহ ৩,০০,০০০/= (তিন লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২৩-২৪/৪৬

▪ গত ১৯/১২/২০২৩ অন্তরা, পিতা: মিজানুর রহমান, আলীনগর, রশিদপুর, জামালপুর-এর সাথে শামিম মিয়া, পিতা: মোহাম্মদ ফজলুল হক, চাঁনতারা, ঘাটাইল, টাঙ্গাইল-এর বিবাহ ১,৮০,০০০/= (এক লক্ষ আশি হাজার) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২৩-২৪/৪৪

▪ ২৩/১২/২০২৩ মুনতাহা ফারিন, পিতা: মোহাম্মদ আবদুস সালাম, ফাতেমা সদন, প্যাবাটিসো, ১৬৮, পূর্ব রাজা বাজার, তেজগাঁ, ঢাকা-১২১৬-এর সাথে আসিফুল আরেফিন, পিতা: সামসুল আরেফিন, গাওসুল আযম এভিনিউ, সেক্টর-১৩ উত্তরা, ঢাকা-এর বিবাহ ১০,০০,০০০/= (দশ লক্ষ) টাকা মোহরানায় সুসম্পন্ন হয়।
বিয়ের রেজিস্ট্রেশন নম্বর: ২০২৩-২৪/৪৭

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

বাংলাদেশের শততম জলসা সালানা পালনের জন্য দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচি

১. প্রত্যেক মাসে একটি নফল রোযা রাখুন। এ জন্য প্রত্যেক জামা'তে স্থানীয়ভাবে মাসের শেষ সপ্তাহে সোম অথবা বৃহস্পতিবার একদিন নির্ধারণ করে নিন।

২. প্রতিদিন দুই রাকআত নফল নামায জামা'তের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতিকল্পে (এশার পর থেকে ফজরের আগ পর্যন্ত) আদায় করুন।

৩. সূরা ফাতিহা কমপক্ষে প্রত্যহ সাতবার বুঝে শুনে পাঠ করুন।

৪. দরূদ শরীফ প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার আন্তরিকভাবে পাঠ করুন।

৫. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم اللهم صل على محمد و آل محمد ... **সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহী সুবহানাল্লাহিল আযীম আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া আলি মুহাম্মদ।** (প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন)

অর্থ: পবিত্র সেই আল্লাহ্ যিনি তাঁর যাবতীয় প্রশংসাসহ বিরাজমান। পবিত্র সেই আল্লাহ্ যিনি সমস্ত মাহাত্মের অধিকারী। হে আল্লাহ্! মুহাম্মদ (সা.)-এর প্রতি ও তাঁর অনুসারীদের প্রতি আশিস বর্ষণ কর।

৬. رِبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ .... **রাব্বানা আফরিগ আলাইনা সাবরাওঁ ওয়া সাব্বিত্ আকদামানা ওয়ানসুরনা আলাল কাওমিল কাফিরীন** (সূরা আল বাকারা: ২৫১)। প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাদের অগাধ ধৈর্য দান কর এবং আমাদেরকে দৃঢ়তা প্রদান কর আর কাফের জাতির বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর।

৭. رَبَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ ... **রাব্বানা লা তুযিগ কুলুবানা বা'দা ইয্ হাদাইতানা ওয়া হাবলানা মিল্লাদুনকা রাহমাতান ইন্নাকা আনতাল ওয়াহ্হাব** (সূরা আলে ইমরান: ০৯)। প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন। অর্থ: হে আমাদের প্রতিপালক-প্রভু! তুমি আমাদের হিদায়াত দেওয়ার পর আমাদের হৃদয়কে বক্র হতে দিও না আর তোমার নিজ সন্নিধান থেকে আমাদেরকে রহমত দান কর; নিশ্চয় তুমি সুমহান দাতা।

৮. اللَّهُمَّ إِنَّا نَجْعَلُكَ فِي نُحُوْرِهِمْ وَنَعُوذُ بِكَ مِنْ شُرُوْرِهِمْ ... **আল্লাহুম্মা ইন্না নাজআলুকা ফী নুহুরিহিম ওয়া নাউযুবিকা মিন শুরূরিহিম** (আবু দাউদ, কিতাবুস সালাত)। প্রত্যহ কমপক্ষে ১১ বার পাঠ করুন। অর্থ: হে আল্লাহ্! নিশ্চয় আমরা (অবিশ্বাসী শত্রুদের বিপক্ষে) তোমাকে তাদের অন্তরে (ঢালস্বরূপ) রাখছি আর তাদের অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি।

৯. اسْتَغْفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ أَتُوْبُ إِلَيْهِ ... **আসতাগফিরুল্লাহা রাব্বি মিন কুল্লি যাম্বিওঁ ওয়া আতুবু ইলাইহি।** প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন। অর্থ: আমি আমার প্রতিপালক-প্রভু আল্লাহ্ তা'লার নিকট আমার সমুদয় পাপ হতে ক্ষমা প্রার্থনা করি আর তাঁরই সমীপে প্রত্যাবর্তন করি।

১০. اللهُمَّ مَزِّقْهُمْ كُلَّ مُمَزَّقٍ وَ سَحِّقْهُم تَسْحِيقًا– **আল্লাহুম্মা মাযযিকহুম কুল্লা মুমাযযাকিন ওয়া সাহহিকহুম তাসহীকা।** প্রত্যহ কমপক্ষে ৩৩ বার পাঠ করুন। অর্থ: হে আমার আল্লাহ্! এই শত্রুদের ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন করে দাও এবং তাদেরকে পিষ্ট কর আর তাদেরকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দাও। *[সূত্র: এ বছর শূরায় প্রস্তাবিত **'শততম জলসা সালানা'** সংক্রান্ত সুপারিশের প্রেক্ষিতে হুযূর (আই.)-এর ২৬ সেপ্টেম্বর ২০২৩, স্বাক্ষরকৃত পত্রের দিকনির্দেশনার আলোকে খেলাফত শতবার্ষিকীর কর্মসূচি অনুসারে প্রস্তুতকৃত।]*

*প্রচারে: **তরবিয়ত বিভাগ, আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ***

বাঙ্গালী আহমদীদের উদ্দেশ্যে খলীফাতুল মসীহ্ সানী (রা.)-এর বিশেষ বাণী

হুযূর বাঙ্গালের কতক নামসর্বস্ব আহমদীদের বিষয়ে দুঃখজনক খবর শোনেন যার পরিপ্রেক্ষিতে প্রিয় হুযূর জামা'তে আহমদীয়া পূর্ব-পাকিস্তানের উদ্দেশ্যে নিম্নলিখিত বিশেষ বাণী প্রেরণ করেন:

بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ

هو الناصر

আমার বাঙ্গালের আহমদী ভাইয়েরা! আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু।

যখন কোন জাতির সদস্যরা মতানৈক্যের আগুনে ঘি ঢালে তখন সে জাতি টুকরো টুকরো হয়ে যায় এবং তাদের গতি মন্থর হয়ে যায়। দেখ! যখন মুসলমানরা একতাবদ্ধ না থাকলো তখন সমস্ত জগতে তাদের সম্মান বিনষ্ট হয়ে গেল। অবশেষে ১৩০০ বছরের পশ্চাৎপদতার পর খোদা তা'লা হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-কে প্রেরণ করলেন এবং চাইলেন, মুসলমান যেন তাঁর (আ.) মাধ্যমে পুনরায় একতাবদ্ধ হয়ে যায়।

অতি সম্প্রতি আমি খবর পেয়েছি, লোকেরা এ চিন্তাধারায় হাওয়া দিচ্ছে যে, যেহেতু খলীফা ভুল করতে পারে তাই তার আনুগত্য বাধ্যতামূলক নয়। উক্ত চিন্তাধারা বাহ্যত সাধারণ মনে হলেও এ চিন্তাধারা-ই বিগত মুসলিম জাতিকে অবশেষে ধ্বংসে নিপতিত করেছে। বাহ্যত স্বাভাবিক মনে হওয়া এ নীতি তোমাদের জামা'তকে ধ্বংস করার কারণ হতে পারে। এমতাবস্থায় আমার এ ঘোষণা দেয়া বৈ কোন উপায় নেই যে, আমি প্রত্যেক সত্যিকার আহমদীর কাছে এ আশা রাখি, তারা ঐ লোকদেরকে যেন আমার অনুসারী মনে না করে, বরং তাদেরকে স্বাধীন এবং আমার অবস্থানের বিদ্রোহী মনে করে। যদি তারা সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাকে তাহলে এ ঘোষণা শুনে তাদের আনন্দিত হওয়া উচিত আর আমি যে ভুল করেছি আর যে জিনিস আমি ধ্বংস করেছি, তাদের তা সংশোধন এবং পুনঃনির্মাণ করার জন্য কোমর বেধে নেমে পড়া উচিত আর তাদের ঈমান-আমলের উচ্চমান প্রকাশ করা উচিত।

অতএব আমি এ আশা নিয়ে জামা'তে আহমদীয়া বাঙ্গালে উক্ত পত্র প্রেরণ করছি যে, যদি তারা তাদের কেন্দ্র এবং তাদের খলীফার প্রতি ভক্তি-ভালবাসা রাখে তাহলে তারা যেন কোন ধরনের সন্দেহ পোষণ না করে তাদের সাথে নিজেদের সম্পর্ক সম্পূর্ণরূপে বিচ্ছিন্ন করে ফেলে, তাদের সাথে কোন ধরনের সম্বন্ধ রাখবে না আর পূর্ণ বিশ্বাসের সাথে তাদের চিন্তাধারাকে খণ্ডন করবে। যদি আল্লাহ্ তা'লা নিজ কৃপায় আমাকে সুস্বাস্থ্য দান করেন তাহলে আমি ইনশাআল্লাহ্ বাঙ্গাল থেকে এ মন্দ বিষয়টি দূর করার পূর্ণ চেষ্টা করব। কিন্তু আল্লাহ তা'লার ইচ্ছা যদি অন্য কিছু থেকে থাকে তবুও তিনি তোমাদের সাথে তেমনই আচরণ করবেন যেমন আচরণ তোমরা আমার সাথে করতে থাকবে। আমার সম্মানের প্রতিশোধ নেয়া আমার কাজ নয়, এটা খোদার কাজ। আমি যদি মিথ্যাবাদী হই তাহলে তোমাদের ভয় পাওয়ার কোন কারণ নেই, কিন্তু আমি যদি এ জগতে খোদা তা'লার সত্যিকার প্রতিনিধি হয়ে থাকি, তাহলে সেই অভিশাপকে ভয় কর যা তোমাদের পিছুধাওয়া করছে এবং নিজেদের পদক্ষেপে দৃষ্টি রাখো। আহমদীয়াতের ওপর থেকে তোমাদের বুলিসর্বস্ব ঈমানটুকুও যেন চলে না যায়। আল্লাহ তা'লা সুনিশ্চিৎ আহমদীয়াতকে সুরক্ষা করবেন। তিনি মহাশক্তিধর। তিনি এমন লোকদের সামনে আনবেন (দায়িত্ব দিবেন) যারা তোমাদের মাঝ থেকেই হবে কিন্তু আত্মত্যাগে তারা তোমাদের চেয়ে আরো অগ্রগামী হবে। আর এভাবে তাদের কুরবানীর মাধ্যমে আহমদীয়াত আরও দৃঢ়তার সাথে প্রতিষ্ঠিত হবে। আহমদীয়াতের উন্নতি না ম্যাজিস্ট্রেটদের ওপর নির্ভর করে আর না সাবরেজিস্টারের পদে প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তির ওপর। আর তাদের মাঝে কেউ খোদা তা'লার শাস্তির বাইরে নয়, ডেপুটি পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও নয় এবং রেজিষ্টার পদে অধিষ্ঠিত ব্যক্তিও নয়।

আমি তোমাদেরকে এ কথা বলছি না যে, তোমরা খোদা তা'লার শাস্তির অপেক্ষা কর। আমি জানি তা আসছে। আর উর্ধ্বলোকের খোদা আমার সাথে আছেন। আমি বলছি না, খোদার সিদ্ধান্তের অপেক্ষা কর এরপর সত্য চিনে নাও বরং আমি তোমাদেরকে কেবল এটুকু বলতে পারি, খোদা আমার সাথে আছেন আর যে কেউ আমার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হবে সে সুনিশ্চিৎ খোদার পক্ষ থেকে শাস্তি পাবে আর তার এবং তার দলের প্রভাব-প্রতিপত্তি তাকে খোদা তা'লার গজব থেকে বাঁচাতে পারবে না। তোমাদের এখনও চিন্তা-ভাবনা করার সময় আছে এবং কুরআনে বর্ণিত খোদা তা'লার আকাঙ্খা বুঝারও সময় আছে। যদি তোমরা সময়মত উপলব্ধি না কর সেক্ষেত্রে তোমাদের বিনাশ তোমাদের মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছে।

মির্যা বশীরুদ্দীন মাহমুদ আহমদ

খলীফাতুল মসীহ্ সানী ও মুসলেহ্ মাওউদ (রা.), মালেইর-করাচী

(আল-ফযল পত্রিকা, রাবওয়া ২১ এপ্রিল ১৯৫৫)

New Vol. No. 86 | 14th Issue

The Ahmadi
Fortnightly
Since 1922

31st January, 2024 | Tk. 20.00
Regd. No. D. A.-12

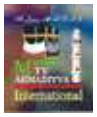

MTA-তে সরাসরি হুযূর (আই.)-এর জুমুআর খুতবা শুনুন এবং নিজেকে আধ্যাত্মিকভাবে জীবিত রাখুন

mta INTERNATIONAL
এমটিএ দেখুন অবক্ষয়মুক্ত থাকুন!

MTA-তে খুতবা প্রচারের সময়সূচি

(১) **শুক্রবার:** বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০ সরাসরি সম্প্রচার।** পুনঃপ্রচার **রাত ১০:২০** এবং **ভোর ৪:০০।**

(২) **শনিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সকাল ৮:১০** এবং **বিকাল ৫:০০।**

(৩) **রবিবার:** পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **সন্ধ্যা ৭:০০।**

(৪) **বৃহঃবার:** একই খুতবার পুনঃপ্রচার বাংলাদেশ সময় **রাত ৮:০০।**

Hakim

Water Technology & Filter House

Helpline: 01711 33 89 89, Tell: +88-02-7540545
E-mail: hakimwater@gmail.com, Web: www.hakimwatertechnology.com

OUR SERVICES:

Drinking Water Plant, ETP, STP, DMP, Swimming Pool Plant, Iron Removal, Juice Processing Plant, Soft Drink Plant, Indoor Fishing, Chemicals ETC.

VISIT OUR PAGE & LIKE:
/hakimwatertechnology
/hakimengineering /hakimwatertechnology /hakimindoorfishfarming

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে–

'শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা'

সালানা জলসা রসূল প্রেমিকদের এক ঐশী মিলন মেলা। আধ্যাত্মিকতায় উত্তরণের এক মহা সোপান। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) ১৮৯১ সালে ঐশী নির্দেশনায় কাদিয়ানে এর যে বীজ বপন করেন তা আজ সারাবিশ্বে বিস্তার লাভ করেছে। বাংলার মাটিতে এ জলসা শতবর্ষ পেরিয়েছে। ফলে আমাদের সালানা জলসার ইতিহাস অনেক তথ্যবহুল এবং সমৃদ্ধ। কিন্তু কালের অতল গহ্বরে এসব তথ্য ও উপাত্ত হারিয়ে যাচ্ছে। তাই শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে **জনাব মোহাম্মদ জাহাঙ্গীর বাবুল 'শতবর্ষ পেরিয়ে বাংলার জলসা সালানা'** পুস্তকটি রচনা করেছেন। এতে এদেশে কেন্দ্রীয়ভাবে এবং স্থানীয় জামা'তের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সালানা জলসার ইতিহাস আলোচিত হয়। এসব জলসায় আমাদের প্রাণপ্রিয় যুগ-খলীফাগণ যে-সব জীবনসঞ্চারী বাণী ও বক্তব্য-বক্তৃতা প্রদান করেছেন সেগুলো এ পুস্তকে প্রকাশ করা হয়েছে। ফলে এটি শতবর্ষের সালানা জলসার ইতিহাস জানার জন্য বর্তমান ও ভবিষ্যত প্রজন্মের নিকট অনেক সমাদৃত হবে বলে আশা করি।

নিজ নিজ কপি সংগ্রহের জন্য কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত রাজশাহী মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিভুক্ত এবং বাংলাদেশ নার্সিং ও মিডওয়াইফারি কাউন্সিল কর্তৃক নিবন্ধিত

AKCNC
স্থাপিত: ২০২০ খ্রি:

AMJAD KHAN CHOWDHURY NURSING COLLEGE
আমজাদ খান চৌধুরী নার্সিং কলেজ

ভর্তি চলছে! ভর্তি চলছে!! সীমিত আসনে ভর্তি চলছে!!!
আপনার সন্তানের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনায় আমরা নিয়ে এসেছি আধুনিক মানের শিক্ষার পরিবেশ

ভর্তি চলছে
সীমিত আসনে

একেসিএনসি-এর কোর্সসমূহ
বিএসসি ইন নার্সিং (৪ বছর)
ডিপ্লোমা ইন নার্সিং সায়েন্স অ্যান্ড মিডওয়াইফারি (৩ বছর)
ডিপ্লোমা ইন মিডওয়াইফারি (৩ বছর)

কোর্স শেষে চাকরির নিশ্চয়তা

স্বল্প খরচে এবং কিস্তিতে অধ্যয়নের সুবিধা | স্বল্প খরচে উন্নত পরিবেশে থাকা-খাওয়ার সুব্যবস্থা | আধুনিক প্রযুক্তি ও সুযোগ-সুবিধা সম্পন্ন পাঠাগারের সুব্যবস্থা | আলাদা আলাদা ৭টি ল্যাবে দক্ষ এবং অভিজ্ঞ প্রশিক্ষক দ্বারা পাঠদান | কলেজের নিকটে নিজস্ব হাসপাতালে প্র্যাকটিক্যাল ক্লাসের সুব্যবস্থা | সিসি ক্যামেরা এবং নিরাপত্তা কর্মী দ্বারা সার্বক্ষণিক পর্যবেক্ষণের ব্যবস্থা

চাঁদপুর, পীরগঞ্জ, নাটোর, হটলাইন: ০১৭৬৯ ৬৯৬২১০, ০১৭০৪ ১৫৫৮৮৮, www.akcnc.edu.bd

Printed and Published by **Ahmadiyya Art Press,** 4 Bakshi Bazar Road, Dhaka-1211
on be half of Ahmadiyya Muslim Jama'at, Bangladesh
Editor in Charge: **Sk Mostafizur Rahman**
Phone: +880-2-57300808, 57300849, Fax: +880-2-57300880, E-mail: pakkhikahmadi.bd1922@gmail.com
www.ahmadiyyabangla.org, www.alislam.org, www.mta.tv
www.theahmadi.org (Pakkhik Ahmadi web site live now)